ন দেবঙস্থষ্টি নাশক:। ইত্যাদি কথোপকথনের পর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন ভাল বিদ্যানিধি মহাশয় আমারদের এখানে কত গুলি টোল আছে। বিদ্যানিধি কহিলেন যে বাবুজী টোল অনেক আছে কিন্তু সে টোল বোলমাত্র তাহার বিশেষ কহাতে আত্মশ্লাঘা পরগ্লানি হয় তবে মহাশয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন কহিবার বাধা কি।

শুন কোন লোক অনেক ক্লেশ পাইতেন বাবু তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া এক টোল করিয়া দিলেন তাঁহার বিদ্যা নাই ব্যবসায় কি প্রকারে করেন জনেক উপযুক্ত পড়ো রাখিলেন কখন কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ঐ পড়ো উত্তর করে এবং বাসাতে ভাইপো ভাগিনেয়কে রাখেন লোকতো জানান যে তাহারা আমার পড়ো তাঁহারা কখন২ একবার পুথি খুলিয়া বৈসেন এইমাত্র। কখন বাবু জিজ্ঞাসা করেন ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্থরাপানে কি পাপ হয়। উত্তর। ইহাতে পাপ হয় যে বলে তাহারি পাপ হয় ইহার প্রমাণ আগম ও তন্ত্রের দুইটা বচন অভ্যাস ছিল পাঠ করিলেন এবং কহিলেন মদ্য ব্যতিরেকে উপাসনাই হয় না। বলরাম ঠাকুরও মদপান করিয়াছিলেন ইত্যাদি মনোরমা কথাদ্বারা বাবু তুষ্ট হইয়া টোল করিয়া দিলেন।

এবং কোন ভট্টাচার্য্যের টোল কাহারো সঙ্গে ভাগে আছে। গুণাকর বাবু কহিলেন এ বড় নূতন কথা কি প্রকার কহ দেখি। শুন বলি। এক জন বিষয়ী লোক আপন বাসার এক ব্রাহ্মণকে কহিলেন ওহে ঠাকুর এক পরামর্শ আছে পূর্ব্বকালে অধ্যাপক এত ছিলেন না ও বিদায়ও এত পাইতেন না এইক্ষণে দেখিলাম বিষয় কর্ম্মে কোন লাভ নাই যাহারা২ টোল করিয়াছেন এক২ নিমন্ত্রণ হইলে ২০০ টাকা প্রধান বিদায় তাহার বিভাগ মত মধ্যম কনিষ্ঠ ও পান আর রূপা ও সোনার ঘড়া গাড়ু পাওয়া যায় আইস আমি তোমার এক টোল করিয়া দি কিন্তু যত টাকা লভ্য হইবেক তাহা আমি সকল লইব তুমি ১০ টাকা হিসাবে মাহিআনা পাইবা আর বাসা খরচ ও ভোজ্যের কাপড়। উত্তর। যে আজ্ঞা আমার এই যথেষ্ট। গুণাকর বাবু কহিলেন ভাল ভট্টাচার্য্য ইঁহারদের নিমন্ত্রণ কি প্রকারে লোকে করে। মহাশয় এ কি বড় আশ্চর্য্য কথা কাহারো বাবুর উপরোধ কাহারো বা যজমান কিম্বা শিষ্য কোন সাহেবের নিকটে চাকর আছে সেই সাহেবের উপরোধ এই নানা প্রকার উপরোধে উপায় হয়।

ভাল ভট্টাচার্য্য যদি সভায় বিচার করিতে হয় কিম্বা বিদায় কালীন যদি সেই বাটীর কর্ত্তা বিচার শুনিয়া বিদায় করে তবে কি হয়। মহাশয় কয় স্থানে দেখিয়াছেন যে সভায় কিম্বা বিদায় কালীন বিচার হইয়া থাকে অধ্যক্ষ স্থপারিশ বুঝিয়া বিদায় দেয় কিন্তু এ সকল লেঠা পল্লীগ্রামে আছে সেখানে সভা হইলে বিচার হয় ও বিদ্যা বিবেচনা করিয়া বিদায় করে।

এই প্রকার কথোপকথনে অধিক রাত্রি হইল। ভট্টাচার্য্য বাসায় গিয়া সায়ংসন্ধ্যা করিতে বসিলেন। ভট্টাচার্য্যের কিন্তু এই গুণ যে দুই প্রহর হউক কিম্বা আড়াই প্রহর হউক অবাধে প্রাতঃস্নানটী আছে এবং কালে সন্ধ্যাটী করা আছে মিথ্যা কথাটী কন না নিন্দাও কাহারো করেন না।

(১ সেপ্টেম্বর ১৮২১ । ১৮ ভাদ্র ১২২৮)

প্রেরিত পত্র বৈদ্যসম্বাদ।—এ প্রদেশস্থ ভাগ্যবান বিজ্ঞ লোকেরদের প্রতি আমার এই নিবেদন তোমারদের দেশস্থ লোকেরা কি প্রকারে বাঁচে তাহার কিছু তত্ব তোমরা কেন না কর অনেক২ বিষয়ে তাহারা ক্লেশ পায় কিন্তু তোমরা কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিলে সকলের পক্ষে মঙ্গল হয় যে সকল বিষয়ে ক্লেশ তাহার মধ্যে আমি একটী সম্প্রতি লিখি। ইহার উপায় বিনা অর্থব্যয়ে করিতে পারিবেন। তাহার ধারা আমার বুদ্ধ্যনুযায়ি লিখি দৃষ্ট হইলে যদি গ্রাহ্য হয় তবে করিবেন কিম্বা মহাশয়েরদের বিবেচনায় যাহা হয় তাহাই করিবেন।

যদি কোন লোকের পীড়া হয় তাহাতে বৈদ্য ডাকাইয়া আনে যে সকল জ্ঞানবান চিকিৎসক তাহারা অনেক টাকা যেখানে পান সেখানে যান যে সকল কবিরাজ থলী হাতে করিয়া রাস্তায়২ বেড়ায় তাহারাই গরীব দুঃখিরদিগকে দেখিতে আইসে কোন বৈদ্য রোগ নিরূপণ করিলেক কিন্তু ঔষধির ব্যবস্থা করিতে পারে না কেহবা ঔষধি করিতে জানে নাড়ীজ্ঞান নাই কাহারোবা শাস্ত্রজ্ঞান নাই কেবল পেঁতের বৈদ্য কাহারো শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে ধনাভাবে ঔষধি করিতে পারে না ইহাতে কি প্রকার করিয়া লোক বাঁচিতে পারে তবে যে পীড়া হইলে লোক বাঁচে এই আশ্চর্য্য। পীড়া হওনের সম্ভাবনা অনেক আছে কিন্তু সুস্থ হওনের কিছুই নাই।

ঐ সকল কবিরাজেরা কি প্রকার চিকিৎসা করে তাহা বুঝি আপনারা অবগত নহেন আমি অনেক দেখিয়াছি তাহার মধ্যে সংপ্রতি এক রোগীকে যে প্রকার চিকিৎসা করিয়াছে তাহা লিখি জ্ঞাত হইবেন।

দুঃখি এক ব্যক্তির পীড়া হইয়াছিল তাহাতে এক জন কবিরাজ ডাকাইয়া আনাইলেক কবিরাজ বাটীতে পদার্পণ করিবামাত্র দর্শনি টাকা লইয়া হাত ধরিয়া দেখিয়া রোগ নিরূপণ করিতে লাগিলেন রোগীকে নানামতে জিজ্ঞাসা করিয়া বহু বিবেচনার পর কহিলেন পীড়াটী কিছু খাটো নয় শক্ত হইয়াছে আর কোন বৈদ্যকে দেখাইয়াছিলা। বাটীর কর্ত্তা সে সকল কবিরাজের নাম কহিলেন।

পরে কবিরাজ কহিলেন হায় আমার কি দুরদৃষ্ট আর লোকেরি বা কি বিবেচনা যখন দেখিলেন যে আর কোনো কবিরাজহইতে রোগ ভাল হইল না তখন বলেন কণ্ঠাভরণ মহাশয়কে ডাক ঈষৎ হাস্য করিতে২ কহিলেন ভাল আর চিন্তা নাই যখন আমি আসিয়াছি তখন বুঝি ইহার পরমায়ু আছে আমি শেষ না করিয়া ছাড়িব না। লিখক কহে অত্র সন্দেহো নাস্তি।

কণ্ঠাভরণ কহিলেন শুন আমার ঠাঁই এলোমেলো চিকিৎসা নাই যদি আমার উপর চিকিৎসার ভার দেও তবে আমি যাহা বলি তাহা কর আমি অন্য২ কবিরাজের মত ভোগা দিয়া কতকগুলি টাকা লইয়া যাইব রোগীর শেষ করিতে পারিব না এ আমার রীতি নহে। যেমন পীড়াটী শক্ত তেমনি ঔষধিটী শক্ত করিতে হইবেক প্রায় দুই শত টাকা ব্যয় হইবেক কারণ কি

যাহার নাম রামভদ্র তাহাকে কেবল রাম বলিলে উত্তর দিবেক না রোগটী জ্বর অতীসার ঔষধি করিতে হইবেক। বৃহৎ বাসাবলেহ চূর্ণ। ইহাতে সোনা রূপা মুক্তা প্রভৃতি ধাতু সকল জারিতে হইবেক যদি টাকা দিতে মনে কিছু সন্দেহ কর তবে আমি পেতে করিয়া দি তোমরা দ্রব্যাদি আয়োজন কর বাটীতে ঔষধি প্রস্তুত করিয়া দিব আমার কাছে সে পাঠ নাই।

বাটীর কর্ত্তা এই কথা শুনিয়া আত্মীয়গণকে লইয়া পরামর্শ স্থির করিলেন কর্ত্তব্য হইল কিন্তু এক জন বিচক্ষণ লোক সেখানে ছিল সেই সময়ে কহিলেক যদি তুমি এত টাকা দিতে রাজী আছ তবে ইঙ্গরেজ ডাক্তর কেন না আন আমার বোধ হয় সেই ভাল কারণ তাহারা বিজ্ঞ এবং প্রকৃত ঔষধি দিবেক তঞ্চক করিবেক না।

কণ্ঠাভরণ ডাক্তরের নাম শুনিয়া মহারাগতো হইয়া কহিলেন এমত স্থানে আসাই কর্ত্তব্য নয় যেখানে মান না থাকে সেখানে এই সকল গুলা হয় ওহে মহাশয়েরা তোমরা জান না শুনিয়াছ ইংরাজ ডাক্তর বড় গাড়ী চড়িয়া আইসে পেয়াদা সঙ্গে বাক্স সঙ্গে তবে বুঝি বড় চিকিৎসক হয় শুনদেখি বলি তাহারা চিকিৎসার কি জানে কেবল জোলাপ দিতে জানে জোলাপ দিয়া২ মানুষগুলাকে আছাড়িয়া মারে। নিদানে লিখে। মল ভাস্ত ন চালয়েৎ। কাহারে দেখিয়াছ যে ইংরাজ ডাক্তরে ভাল করিয়াছে। পরে সেই ব্যক্তি কহে অমুক২কে ভাল করিয়াছে। কবিরাজ কহিলেন আরে তুমি জান না সেখানে আমার মামা বিশারদ মহাশয় ছিলেন তাহাতে সেং লোক রক্ষা পাইয়াছে।

কবিরাজের সহিত আর এক বিজ্ঞ লোক ছিলেন তিনি কহিলেন ভাল তোমরা আমার একটা কথা শুন এমত কি পীড়া ইহার হইয়াছে যে ইংরাজ ডাক্তর আনিতে হইবেক যাহাকে গঙ্গাযাত্রা করাণ যায় ও বাঁচিবে এমত আশ্বাস না থাকে তাহাকেই ডাক্তর দেখাইতে হয়।

ইত্যাদি অনেক কথার পর বাটীর কর্ত্তা কহিলেন কবিরাজ মহাশয় এক কর্ম্ম কর আমারদের বাটীর যে চিকিৎসক আছেন তাহাকে লইয়া পরামর্শ করিয়া যাহাতে ভাল হয় তাহা কর।

কণ্ঠাভরণ কহিলেন সে বড় মঙ্গল আমি এমত নহি যে আপন মত বলবৎ করি তাহাকে ডাকাইতে লোক পাঠান এ দিগে আমি এই অবকাশে ফর্দটা করি তিনি আইলে যেমত হয় করা যাইবেক। সোনা মুক্তা জারিতে হইবে তাহাতে অনেক টাকা তোমারদের ব্যয় হইবে তাহা তোমরা পারিবা না আর কালবিলম্ব হইবেক আমার স্থানে প্রস্তুত আছে ১৫০ টাকা আমাকে দেও আমি দিব আর এই ফর্দ গোবর্দ্ধন শাহার দোকানে লইয়া যাও কহিবা কণ্ঠাভরণ মহাশয় পাঠাইয়াছেন ৫০ টাকা তাহাকে দিবা কোন কথা কহিতে হইবেক না সে সকল মশলা গুলি দিবেক দেখ কত সুসার আমা হইতে হইল।

ঐ বাটীর চিকিৎসক ধন্বন্তরি মহাশয় আইলেন। কণ্ঠাভরণ তাহাকে দেখিয়া মহাসমাদর করিয়া কহিলেন আইস২ বাপাজী তুমি এ বাটীর চিকিৎসক ভাল২ ওগো মহাশয়েরা ইঁহাকে জিজ্ঞাসা কর আমি কেমন লোক ইনি আমার অন্য নন আমার মাসতিতো ভায়ার পুত্র আমারদের এক ঘরের কথা।

কণ্ঠাভরণ কহিতেছেন শুন বাপু আমি ব্যাধি এই নিরূপণ করিয়াছি ঔষধি এই ব্যবস্থা করিয়াছি ইহাতে এই ফর্দ দেখ যাহা ভাল হয় তাহা কর কিছু অন্য মত হইয়া থাকে তাহাও বল।

ধন্বন্তরি কহিলেন মহাশয়ের কাছে কি আমার পিতার কাছে অব্যবস্থা হইবে তবে আর কোথায় সুব্যবস্থা হয় অতিভাল হইয়াছে। আমি এই ঔষধি করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম তাহা কি করিব ইহারা মহাব্যয়কুণ্ঠ মানুষ এই নিমিত্ত হয় নাই ঔষধি ভাল ব্যবস্থা হইয়াছে আহারের কি ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাপাজী তাহা কি বাকী রাখিয়াছি তুমি কি বিবেচনা কর। মহাশয় আমি বুঝি চিনির মুড়কী দুই চারিটী এইমাত্র। ভাল২ বাপু হে না হবে কেন।

ইহা শুনিয়া রোগির মাতা কহিলেক ওগো বাছা আমার বড ক্ষীণ হইয়াছে কিছু আহার দেও দুই একটা মুড়কী খাইয়া কত দিবস থাকিবেক আমি বলি পুরাণা তণ্ডুলের অন্ন আর দুগ্ধ কিঞ্চিৎ দিলে ভাল হয়।

কণ্ঠাভরণ কহিলেন তোমরা জান না নিদানে লিখিয়াছেন। কপ পীত্তি করে যাছে কপপীর্ত্তি করে দোঁহ। তাহা কদাচ দেওয়া হইবেক না।

পরে অনেক বেলা হইল ১৫০ টাকা লইয়া বেন্যার দোকানে ৫০ টাকা আর পেঁতে পাঠাইয়া দিয়া কবিরাজেরা ঘরে গেলেন।

এখানে বেলা আড়াই প্রহরের সময়ে রোগীর প্রাণ কেমন২ করিতেছে দেখিয় কবিরাজেরদিগকে ডাকাইলেন। কবিরাজ মুক্তা জারা সুদ্ধা শীঘ্র আসিয়া কহিলেন ভয় কি কি বলিব ঔষধি তৈয়ার করিতে দিলেক না ভাল২ এই সোনা মুক্তা জারা উহার গাত্রে মাখাও দেখ ইহাতে যদি এ ভাব সারে দ্বিতীয় জন কহিলেন আপনি বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছেন তাহা করাইলে তবু ফিরে শেষে কহিলেন ও জানা আছে ও ব্যাধিহইতে মুক্ত কখন হয় না তুমি আমি কি করিব শিব সাক্ষাৎ হইলেও বাঁচে না আর দেখা শুনা কি গঙ্গা যাত্রা করাও ভাগ্যে আমরা আসিয়াছিলাম নতুবা গঙ্গা কদাচ পাইত না এই কথা কহিয়া বিদায় হইলেন।

গঙ্গাতীরে রোগীকে রাখিয়া এক জন জ্ঞানবান কবিরাজকে ডাকাইয়া আনাইলেন। কবিরাজ আসিয়া দেখিতেছেন এমত সময়ে রোগী বিছানাতে হস্ত পদাদি ঘর্ষণ করিতেছে। অর্থাৎ শয্যাকণ্টক হইয়াছে। তাহা দেখিয়া রোগীর মাতা কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেক বিছানায় হাত বুলাইতেছে কারণ কি। কবিরাজ কহিলেন এক দ্রব্য তত্ত্ব করিতেছে। রোগীর মাতা কহিলেন কি দ্রব্য। কবিরাজ কহিলেন শিঙ্গা। শিঙ্গা কি করিবেক। কবিরাজ কহেন ফুঁকিবেক আর কি করিবেক। পরে তাহাই হইল।

অতএব প্রার্থনা এই মহাশয়েরা একটা মহাসভা করিয়া কবিরাজেরদিগকে আনাইয়া বিবেচনা করেন যে ব্যক্তি জ্ঞানবান হয় সকল বিষয় বুঝিতে পারে এমত ব্যক্তিকে এক আজ্ঞাপত্র দেন যে সে ব্যতিরেকে অন্য কেহ চিকিৎসা না করিতে পারে। আর এই রীতি বরাবরি থাকে যখন যে চিকিৎসক হইবেক ঐ মহাসভার আজ্ঞাপত্র লইয়া চিকিৎসা করিবেক এবং কতক গুলি উত্তম২ ঔষধি ঐ মহাসভাদ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহাতে দুঃখি লোকের পীড়া উপশম হইতে

পারে নচেৎ ঐ সকল কবিরাজ যমরাজ স্বরূপ হইয়া বাটী গিয়া ধনপ্রাণ দুই হরণ করে তাহার রক্ষাকর্ত্তা কেহ নাই। ইহা মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।

(২ মার্চ ১৮২২। ২০ ফাল্গুন ১২২৮)

বিদেশস্থ ব্যক্তির প্রেরিত পত্র॥

সমাচার দর্পণকারক মহাশয়েষু।—··· আমি এতদ্দেশে আগমন করিয়া তাবৎ হিন্দু মহাশয়েরদিগের রীতি নীতি দর্শন শ্রবণ করিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যেহেতুক এঁহারা পরমধার্ম্মিক দয়ালু দীনহীনশরণ্য প্রতিপালকোল্লসিতচিত্ত এবং বর্দ্ধিষ্ণু বিশিষ্ট মহাশয়েরা ভূদেব ব্রাহ্মণকে নারায়ণ জ্ঞানপূর্ব্বক পুরস্কার করিতেছেন। কিন্তু এক আশ্চর্য্য সন্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলাম যেহেতুক কোন জাতীয় মহাশয়েরা বৈষ্ণব মহাশয়েরদিগকে ব্রাহ্মণোপরিমান্য করেন। যদ্যপি নীচ কুলোদ্ভব ব্যক্তি বৈষ্ণব হয় তবে তাহাকে বিষ্ণুপরায়ণ বলিয়া তাহার চরণামৃত অধরামৃত চরণরজ ইত্যাদি গ্রহণ ও ধারণ করেন। কিবা প্রভুর আশ্চর্য্য লীলা প্রকাশ যে ইহাতেও চিত্তবিকার জন্মে না। যদ্যপি কোন ব্যক্তি অদ্য মদ্যপানাভিভূত ধূল্যবলুণ্ঠিত থাকে আর কল্য প্রভুর দ্বারে ১। পাঁচ সিকা নিঃক্ষেপ করত ভেকাশ্রমী হইলে অতিশয় মান্য হন। অতএব ধন্য২ কলিযুগে আশ্চর্য্য প্রভুর লীলা। পরন্তু তাহারদিগের পরিজনের ব্যবহার লিখিতেছি প্রথমতঃ তাঁহারদিগের কর্তৃক ব্রাহ্মণ নমস্য হন না এবং ব্রাহ্মণের প্রসাদাদি গ্রাহ্য হন না। কহেন যে উঁহারা বেদমাতা গায়ত্রী উপাসক ব্রাহ্মণ মাত্রেই শাক্ত। তবে যে গোস্বামিরাও ঐ উপাসক বটেন কিন্তু প্রভু বংশোদ্ভব এতাবতা মান্য। পরন্তু ঐ পুণ্যবতীরা প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া উষ্ণ জলাভিষিক্তান্তে রসকলিকা তিলক ও রস নামামৃত সর্ব্বালাঙ্কিত করিয়া শ্রীবৈষ্ণব গোঁসাইর চরণারবিন্দ স্খলিত রজো গ্রহণেই আহ্নিক হয়। পরে শ্রীরসামৃত ও শ্রীচরিতামৃত ও শ্রীপ্রেমপথবিনীত পাঠক পরমপ্রেমদায়ক মহাশয়কর্তৃক পরমপ্রেম প্রাপ্তা হন। কোন পুণ্যবতী স্বজাতীয় অন্ন গ্রহণ করেন না ও আত্ম গৃহের বাস্তু দেবতা গণ্ডকী শিলা বিশিষ্ট যে মূর্ত্তি থাকেন তাঁহার প্রসাদাদিও গ্রহণ করেন না কহেন যে উনি শ্রাদ্ধসমীপে সংস্থাপিত হইয়া থাকেন অতএব কি প্রকারে প্রসাদ গ্রহণ করা যায়। যদ্যপি অতিদূরে কোন অধিকারি মহাশয় শ্রীশ্রীমহাপ্রভু মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন তবে ঐ পুণ্যবতী বৈষ্ণবদ্বারা সেখানহইতে মহাপ্রসাদ আনাইয়া গ্রহণ করেন। তাহা ছত্রিশ জাতি স্পর্শেও দুষ্ট হয় না এবং একাদশী দিবসে বিধবার গ্রহণ করণে ব্রত ভঙ্গ হয় না। এক আশ্চর্য্য সমাচার শ্রবণান্তে গোপনার্থে যথোচিত চেষ্টিত ছিলাম কিন্তু তাহাতে অপারক হইয়া প্রকাশ করিতেছি। এই কলিকাতা রম্য নগরে কোন মহাশয়ের বনিতা কর্ত্তার অজ্ঞাতে এই সকল ক্রিয়া প্রতিদিন করিতেন। এক দিবস ঐ কর্ত্তা এই কথা শ্রবণান্তে রাগান্বিত হইয়া এ বিষয় জ্ঞানার্থে এক স্থানে লুক্কায়িত থাকিলেন। কিয়ৎ কালান্তরে ঐ অধিকারির প্রেরিত বৈষ্ণবহস্তস্থ

রজতনির্ম্মিতা পাত্র তদুপরি নানাবিধোপহারযুক্ত দিব্যান্ন ব্যঞ্জন চব্য চোষ্য লেহ্যপেয় পায়স পিষ্টক মিষ্টান্নসংযুক্ত ভূরি২ অন্তঃপুরে গৃহিণী সমীপে উপস্থিতমাত্রে ক্রোধাবিষ্ট তর্জ্জন গর্জ্জনযুক্ত ঐ লুক্কায়িত কর্ত্তা বিষ্ণুপরায়ণ বাবাজীর মস্তকোপরি আর্কফলা সদৃশ কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক চপেটাঘাত মুষ্ট্যাঘাত পদাঘাত পাদুকাঘাত চতুর্ব্বিধাঘাতে বাবাজী অঙ্গভঙ্গ গৌরঙ্গ প্রাপ্ত প্রায় হইলেন। এই সময়ে গৃহিণী দেখিয়া সাশ্রুনয়নে গদগদস্বরে কহিতেছেন আমারদিগের সুস্থিরা লক্ষ্মী অস্থিরা হইলেন। হে প্রভু কি করিলা বৈষ্ণব গোসাঁঞীর এত অপমান। যে হউক অত্যল্প কালেই প্রতিফল হইবেক। এই বাক্য বাবাজী শ্রবণ করিয়া কহিতেছেন আমার অপরাধ কি অধিকারি মহাশয় আমাকে এ কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন এবং গৃহিণীর মতে আগমন করি ইহাতে আমার স্বার্থ কিছু নাই। এ মানী বাবাজী মানচ্যুত হইয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কর্ত্তা অন্তঃপুরহইতে বহির্দ্বারে আসিয়া প্রধান দ্বারপালের প্রতি ক্রোধাবিষ্ট কটু বাক্য কহিয়া কেশাকর্ষণপূর্ব্বক যথোচিত প্রহার করিলেন। ঐ দ্বারপাল ব্রজবাসী বিশেষতঃ কনৌজ ব্রাহ্মণ ও ঈশ্বরপরায়ণ নিরপরাধে অপমানগ্রস্ত হইয়া আপন কোষহইতে খড়্গ লইয়া আত্মহত্যার উদ্যোগ করিল। পুরবাসীগণেরা নানাবিধ সান্ত্বনা করিলে পরে ঐ বৈষ্ণব ও দ্বারপাল উক্তি প্রত্যুক্তিতে বিলাপ করিতেছেন।

পয়ার বিলাপ।

বৈষ্ণব কহিছে দ্বারি করি নিবেদন। এই কর্ম্মে প্রতি দিন মোর আগমন ॥
এমন বিপাকে আমি কবু ঠেকি নাই। ভাল মন্দ সুখ দুঃখ কিছু জানি নাই ॥
ঘোল খায় কৃষ্ণদাস কড়ি দেয় নিধি। সেই মত মোর ভাগ্যে ঘটাইলা বিধি ॥
নাহি ছুল্যাম নাহি পাল্যেম সুখ উদ্দীপন। রাবণ আজ্ঞাতে মারীচ মজিল যেমন ॥
রাবণ হরিল সীতা বদ্ধ মহোদধি। এই কর্ম্মে সেই মত ঘটাইল বিধি ॥
না আইলে অধিকারী অধিক রুষ্ট হবে। এবার এখানে আইলে এবেটা মারিবে ॥
রাম মারে রাবণে মারে অবশ্য মরণ। দুই মতে দায়ে কাটে কুমুড়া যেমন ॥

দ্বারপাল কহিতেছে।

শুনিয়া বৈষ্ণব বাক্য কহে দরোয়ান। এবার আমার হাতে হারাইবে প্রাণ ॥
সুন্দর করিল সুখ বিদ্যারে লইয়া। কোটালের যায় প্রাণ কিসের লাগিয়া ॥
বার২ মুরগীতে খায়ে যায় ধান। এইবার মুরগীর বধা যাবে প্রাণ ॥
ভণ্ডগুরুর লণ্ডচেলা হইয়াছে মেলা। নিত্য২ এই রূপ কর লীলা খেলা ॥
আমি জানি শিক্ষা পড়া শিখান গোসাঁই। শিক্ষা পড়া এত পোড়া আগে জানি নাই ॥
আমার চৌকিতে পাখি এড়াইতে নারে। জানিলে কি ভণ্ড বেটা ফাকি দিতে পারে ॥

(৯ মার্চ ১৮২২ । ২৭ ফাল্গুন ১২২৮)

বিজ্ঞাপনপত্র ॥—শুনা গেল যে গত সপ্তাহে বিদেশস্থ ব্যক্তির প্রেরিত যে পত্র ছাপান গিয়াছে তাহাতে কেহ২ বিরক্ত হইয়াছেন। যিনি২ বিরক্ত হইয়া থাকেন তাঁহারদিগের উচিত হয় যে ইহার সদুত্তর লিখিয়া পাঠান পাঠাইলে আমরা দর্পণে অর্পণ করিব যেহেতুক সর্ব্বোপকারক সমাচার ছাপাই। কোন লোকের পক্ষীয় নহি তাহাতে যে কোন লোক আশ্চর্য্য প্রেরিত পত্র পাঠান তাহাতে আমরা তুষ্ট হইয়া ছাপাই।

(৫ মার্চ ১৮২৫ । ২৫ ফাল্গুন ১২৩১)

সমাচারদর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু।—····রাঢ় দেশান্তর্গত ভদ্রবাটী গ্রামের শ্রীনকড়ি চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্রাহ্মণ জাত্যংশে ও বিত্তাংশে ন্যূনতাপ্রযুক্ত প্রথম কালাবধি বহুকালপর্য্যন্ত কার্ত্তিকেয় ব্রত করিয়া শেষকালে কিঞ্চিৎ ধন সঙ্গতি হইলে ঐ ব্রতোদ্যাপন করিয়া সাংসারিক ব্রত করণ চেষ্টাতে অবশেষে প্রায়োবয়ঃ শেষে দেশে বিদেশে মনোভিলাষে ঘটক নিবাসে এক দিবস প্রত্যূষে উপস্থিত হইয়া কহিল যে ঘটক সিংহ মামা মহাশয় প্রণাম করি আমাকে চিনিতে পারেন ঘটক কহিলেন আইস বাপা তুমি আমার পেলারাম দাদার পুত্র তোমাকে না চিনিবার বিষয় কি। ভাল তোমার সন্তান কি। নকড়ি কহিলেন মামা সে আশীর্ব্বাদ করেন নাই। ঘটক কহিলেন ভাল তবে দ্বিতীয় পক্ষে সংসার করণের বাধা নাই এমত অনেকেই করেন তোমার বয়স বা কি অনুমান পঞ্চাশের ন্যূন হইবে না। ইহার শাস্ত্রও আছে যে পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ। নকড়ি কহিলেন মামা দ্বিতীয় পক্ষের বিষয় কি প্রথম পক্ষই হয় নাই। ঘটক খেদ করিয়া কহিলেন হায়২ এমত সুপাত্রের বিবাহ হয় নাই। ভাল বাপু চিন্তা করিও না। নকড়ি কহিলেন ভরসা তুমি যাহাতে বংশ রক্ষা হয় তাহা কর এবং বিবাহ সংস্কার প্রধান তাহা ব্যতিরেকে দেহ শুদ্ধি হয় না। শাস্ত্রও এই সংস্কারাদ্বিজমুচ্যতে। ঘটক সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন আমি এবিষয়ে চেষ্টা করিব যে হউক মূল ভবিতব্য প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ আর তোমার অদৃষ্ট এবং আমার হাত যশ ভাল বাপু তোমার সঙ্গতি কি আছে। নকড়ি কহিলেন নগদ কিছু ও ভূম্যাদি তদ্ভিন্ন ভিক্ষা শিক্ষাতে যত পারি। ঘটক কহিলেন শুন বাপা আহার ব্যবহারে চ ত্যক্ত লজ্জ সদা হবে। অতএব বাপু আমাকে অধিক দিতে হইবে না নগদ দুই শত টাকা আর পারিতোষিক যাহা দেও কেননা তুমি ঘরের ছেলে যে হউক কন্যার পণাপণ এখন কিছু কহিতে পারি না জানিয়া কহিব ইহা কহিয়া ঘটক চেষ্টাতে গেলেন।

পরে ঘটক জাহানাবাদ পরগণার আমড়াগাছী গ্রামের শ্রীকেনারাম ঘোষালের বাটীতে উপস্থিত হইলে ঘোষাল সমাদরপূর্ব্বক আসন দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাশয় বাকুল ছাড়া কবে। ঘটক কহিলেন আমারদিগের গ্রামের তিনের হাটের দিন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন

আহারাদির কি হইয়াছে। ঘটক কহিলেন স্যাখেরদের বড় পখুরের পাড়ে হাত পা ধোয়া হইয়াছে কিন্তু এখনপর্য্যন্ত ব্যাতে কুটা কাটি নাই ইহা শুনিয়া ঘোষাল এক পাথর গুড়মুড়ি জলযোগের কারণ দিলেন পরে অম্বল সম্বলিত সদ্যোরোহিত মৎস্য ও কাঁচা কলাইর ডাইল ও পুইশাক পাক হইয়া ঘটকের ভোজন হইল। পরে ঘোষাল জিজ্ঞাসা করিলেন কহ মহাশয় এ দেশ্‌কে কিস্‌কে আগমন। ঘটক কহিলেন যে যে ব্যবসায় করি তাহাতে সর্ব্বত্রেই যাইতে হয় সম্প্রতি একটি অপূর্ব্ব পাত্র উপস্থিত বাসনা করি তোমার কন্যা প্যারিমণির সহিত শুভসম্বন্ধ করিয়া দি। পাত্র উত্তম কোন অংশে ক্রটি নাই জাত্যংশে ফুলের মুখুটী দামুবাঁড়ুয্যার সন্তান কাশ্যপগোত্র নাম নকুড় মোহন গাঙ্গুলী কিন্তু চক্রবর্ত্তিরূপে খ্যাত। পাত্র গুণবান বানান সিদ্ধিফলা জ্ঞানে এইক্ষণে পাণ্ডববিজয় পড়িতেছে এবং চাকরি আছে নাগসরকারের বাটীতে ঠাকুরের সেবা করে। মেয়েটী দুঃখ পাইবে না দুইটা হাল্যে গরু আছে শুন ঘোষাল মহাশয় অন্যান্য ঘটকের মত আমি মিথ্যা কহি না তথাপি আপনি দেখিলেই জানিতে পারিবেন ফলায় নম পরিচায় নম অর্থাৎ ফলেন পরিচীয়তে। ঘোষাল কহিলেন সে সকল কন্যার কপাল সম্প্রতি পণাপণের কি ৪০০ টাকা অনেকে কহে কিন্তু পাঁচ বৎসরের কন্যার পণ ৫০০ টাকার কম হইলে মুনফা থাকে না ইহাতে যদ্যপি সম্মত হন তবে কর্ত্তব্য কেননা ঘরবর ভাল।

পরে ঘটক বরের নিকটে যাইয়া কহিলেন যে বাপা শুভকর্ম্ম এক প্রকার স্থির করিয়াছি এখন তোমার শক্তি লইয়া কথা। আমডাগাছি গ্রামের শ্রীকেনারাম ঘোষালের কন্যা মেয়েটী উত্তম শ্যামবর্ণা অঙ্গ সৌষ্টব আছে বয়স ১১ বৎসর কিন্তু একটু লক্ষীটেরা সে মঙ্গলসূচক। ঘোষাল প্রধান লোক শ্রীদাম সুবল যাত্রাওয়ালার সহিত আদান প্রদান এমত ঘরের কন্যা পাওয়া ভার ৮০০ টাকা পন তদ্ভিন্ন ডেলা সেলামি ও মোড়চা ৫০ টাকা লাগিবেক গহনা যে দিবা সে তোমারি থাকিবে এই কথাতে ঐ বিশিষ্ট বয়োজ্যেষ্ঠ কুলশ্রেষ্ঠ বর নষ্ট ঘটকের মিষ্ট কথায় ইষ্টজ্ঞানে হৃষ্ট হইয়া যথেষ্ট চেষ্টাতে তাবৎ পৈতৃক বিষয় নষ্ট করিয়া প্রকাণ্ড বকাণ্ড প্রত্যাশাবৎ জলপিণ্ডাশাতে ঐ গণ্ডমূর্খ এক মাংসপিণ্ড ক্রয় করিয়া পণ্ডশ্রমমাত্র করিল ও একখানি মুগ্ধবোধ প্রস্তুত করিয়া রাখিল অর্থাৎ পরোপকৃতয়ে ময়া।

(১৮ জুন ১৮২৫ ; ৬ আষাঢ় ১২৩২)

কন্যা বিক্রয়।—কএক দিবস হইল মোং বর্দ্ধমানহইতে এক বৈষ্ণবী আপন দ্বাদশ বর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা সমভিব্যাহারে মোং কলিকাতায় বাবু রামদুলাল সরকারের শ্রাদ্ধের দান উপলক্ষে আসিতেছিল তাহাতে মোং ফরাসডাঙ্গায় আসিয়া অবগত হইল যে শ্রাদ্ধ হইয়া দান সকলকে দিয়া বিদায় করিয়াছেন এজন্য ঐ বৈষ্ণবী ধন লোভে শ্রীযুত রাজা কিষণচাঁদ রায় বহাদরের নিকট যাইয়া ঐ কন্যাকে ১৫০ দেড় শত টাকায় আপন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিক্রয় করিয়া দেশে প্রস্থান করিয়াছে ইতি। (বাঙ্গালা সমাচারপত্র হইতে নীত।)

(৯ জুলাই ১৮২৫। ২৭ আষাঢ় ১২৩২)

বলাৎকার।—শুনা গেল যে মোং মীরজাপুরনিবাসি কোন কায়স্থের এক পরম সুন্দরী যুবতী স্ত্রী সমীপবর্ত্তিনী পুষ্করিণী মধ্যে গাত্রধৌতার্থ গমন করিয়াছিল ইতিমধ্যে ঐ কামিনীকে একাকিনী পাইয়া তত্রস্থ বর্দ্ধিষ্ণু সীতারাম ঘোষের পুত্র বাবু পীতাম্বর ঘোষ কএক জন লোক সমভিব্যাহারে আসিয়া বলে অবলার অম্বর ধরিয়া অন্তঃপুরে লইয়া স্বাভিলাষ পূর্ণ করিয়া পরিত্যাগ করাতে কামিনী রাগিণী হইয়া অতিদ্রুত গমনে পটলডাঙ্গার থানায় গমন করিয়া সমুদায় বিবরণ নিবেদন করাতে পরদিবস প্রাতে জমাদার সকলের জবানবন্দি লিখিয়া এক্ষণে পুলিশে প্রেরণ করিয়াছে এতাবন্মাত্র শুনা গিয়াছে পরে বিচার হইলে এ বিষয়ের সত্য মিথ্যা যাহা হয় তাহা প্রকাশ করা যাইবেক। সং কৌং

(১৩ মার্চ ১৮৩০। ১ চৈত্র ১২৩৬)

শ্রীযুত সম্বাদ কৌমুদী প্রকাশক মহাশয়েষু।—...কোন কলিকাতানিবাসি বিজ্ঞ মহাশয় যিনি এক্ষণে অস্মদাদির গ্রামবাসী হইয়াছেন তিনিই সাধারণের উপকারের নিমিত্তে ইষ্টকাদির দ্বারা রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন তাঁহার প্রশংসা করা গিয়াছিল কিন্তু মনে করি চন্দ্রিকাকার ধর্ম্মসভার চাঁদার ফর্দ্দের মধ্যে তাঁহার নাম দেখিতে না পাইয়া তৎপ্রশংসাপত্র প্রকাশ করেন নাই।...

দ্বিতীয় কএক দিবস হইল চন্দ্রিকাপত্রে কোন হিন্দুকালেজের ছাত্রের জবন নির্ম্মিত রুটী খাওনের বিষয় যাহা প্রকাশ হইয়াছিল তাহার যৎকিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত লিখিতেছি যে বালকের প্রতি লক্ষ করিয়া চন্দ্রিকাকার লিখিয়াছিলেন তেঁহ অস্মদাদির আত্মীয় হয়েন তাঁহাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তেঁহ কহিলেন যে ইহা কেবল চন্দ্রিকাকারের কল্পনামাত্র যদ্যপি হইয়াই থাকে তাহাতেই বা কি দোষ হইতে পারে যেহেতুক কেহ ঐরূপ আহার করে এক্ষণে দলপতি মহ শয়ের যে২ লোককে ধর্ম্মসভার সম্পাদক করিয়া তাহারদের সহিত আহার ব্যবহার করিতেছেন তাহারা যদি সেরূপ কদাচারী হইয়াও ধর্ম্মসভার চাঁদায় স্বাক্ষর কিম্বা তৎবিষয়ের সহকারকরণ হেতু শুচি হয় তবে অভিপ্রায় করি এক্ষণে লোকে কত রুটী ভক্ষণ করুক কিন্তু চাঁদার এক টাকা স্বাক্ষর করিলেই রতা ঠাকুরের সন্তানের ন্যায় মান্য হইবেক অতএব চন্দ্রিকাকার আকাশে থুতকার নিক্ষেপ আর না করেন ইহাতে অনেক বিষম ঘটিবেক। কস্যচিৎ গুড়া নিবাসিনঃ। সং কৌং

আমোদ-প্রমোদ

(২১ অক্টোবর ১৮২০। ৬ কার্ত্তিক ১২২৭)

ওলাউঠা রোগ এতদ্দেশে পুনরাগমন করিয়াছে তাহাতে স্থানে২ ঐ রোগে অনেক লোক মরিতেছে। কালিয়দমন যাত্রাকারি শ্রীদাম ও সুবল দুই ভ্রাতা দুর্গোৎসবে মোং শ্রীরামপুরে

যাত্রা করিতে আসিয়াছিল তাহাতে নবমী পূজার দিন দুই প্রহরসময়ে শ্রীদাম ঐ রোগে হঠাৎ মরিয়াছে এবং তাহার পূর্ব্ব রাত্রিতে ঐ সম্প্রদায়ের এক বালক মরিয়াছিল···।

(১৬ সেপ্টেম্বর ১৮২৬। ১ আশ্বিন ১২৩৩)

নৌকাময়।—পরম্পরা অবগত হওয়া গেল যে চারি পাঁচ দিবস হইল এক সম্প্রদায় কালীয়দমন যাত্রাওয়ালা পাথুরে ঘাটা দিয়া খেয়া পার হইতেছিল···। সং কৌং।

(১১ মার্চ ১৮২৬। ২৯ ফাল্গুন ১২৩২)

···ঐ [কৈকালা] গ্রামনিবাসি শ্রীযুত কৃষ্ণকান্ত দত্তনামক এক ব্যক্তির বাটীতে সরস্বতী পূজোপলক্ষে কলিকাতা হইতে গোলোকমণি ও দয়ামণি এবং রত্নমণিপ্রভৃতি তিন দল নেড়িকবি গান করিতে আসিয়াছিল···।

(২৯ অক্টোবর ১৮২৫। ১৪ কার্ত্তিক ১২৩২)

পরিহাস॥—নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর এক সময় একটী বিল্লফল হস্তে করিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিলেন ইতোমধ্যে আপন বৈবাহিককে আসিতে দেখিয়া কহিলেন হে মুখোপাধ্যায় ভাঙ্গি তাহা শুনিয়া মুখোপাধ্যায় তৎক্ষণাৎ কহিলেন যে মহারাজ ভাঙ্গও খাউন।

অপর এক দিবস মহারাজের বৈবাহিক ঐ মুখোপাধ্যায় কিছু মাগুর মৎস্য মহারাজের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন পরে মুখোপাধ্যায় মহারাজের নিকট আগমন করিলে মহারাজ কহিলেন হে মুখোপাধ্যায় তুমি যে মৎস্য প্রেরণ করিয়াছিলা তাহার অস্ত ছিল না সুবোধ মুখোপাধ্যায় তৎক্ষণাৎ এই ব্যঙ্গবাক্য বুঝিয়া উত্তর করিলেন যে মহারাজ তাহার আদিও ছিল না।

(১২ নবেম্বর ১৮২৫। ২৮ কার্ত্তিক ১২৩২)

পরিহাস॥—···মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের বৈবাহিক আগমন করিলে মহারাজ কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে বৈবাহিক মহাশয় আমি শুনিয়াছি যে তোমারদের দেশে মাগু বিক্রয় হয় বৈবাহিক তাহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ কহিলেন যে মহারাজ লইয়া যাইবামাত্র।

(৫ এপ্রিল ১৮২৮। ২৫ চৈত্র ১২৩৪)

ইশ্‌তেহার।—চুঁচড়া মোকামে পূর্ব্বাপর যেরূপ সং হইতেছিল তাহা এক্ষণে বন্ধ হইয়াছে অতএব সেইরূপ সং কপোলেশ্বর গ্রামে শ্রীযুত অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোম্পানির দ্বারা হইতেছে এবং ৩০ চৈত্র বৃহস্পতিবার বাহির হইবেক। ইস্তক শ্রীযুত শিবচন্দ্র রায় চৌধুরির বাটীর সম্মুখহইতে চাণকের লাইনপর্য্যন্ত এ সঙের গমনাগমন হইবেক অতএব সকলের জ্ঞাপনার্থে ইহা প্রকাশ করা যাইতেছে।

(৫ আগষ্ট ১৮২০। ২২ শ্রাবণ ১২২৭)

মোং গরেটীর বাগানের বড় নাচ ঘর অতিপুরাতন হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত তাহা ভাঙ্গিবার কারণ অনেক রাজ মজুর লাগিয়াছে…।

(১০ ডিসেম্বর ১৮২৫। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩২)

কলিকাতা॥– অনেকে অবগত আছেন যে কলিকাতায় অনেক দিবসাবধি থিয়াটারমেকানিক নামে একটা যাত্রা মধ্যে২ রাত্রিযোগে হইত। সেখানে পৃথিবীর কতক উৎকৃষ্ট নগর ও স্থানের নক্সা উত্তমরূপে লোকেরদিগকে দর্শান যাইত। গত মঙ্গলবার ঐ যাত্রা শেষবার হইয়াছে এবং সেই যাত্রাকর সাহেব সেই সকল ছবি বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন যদি কলিকাতায় বিক্রয় হয় তবে ভালই নতুবা তিনি সে সকল ছবি ফ্রান্সদেশে ফিরিয়া লইয়া যাইবেন।

(২২ ডিসেম্বর ১৮২৭। ৮ পৌষ ১২৩৪)

ঘোড়দৌড়।— কলিকাতার প্রথম ঘোড়দৌড়েতে একটা দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইয়াছিল বিশেষতঃ তাহাতে শ্রীযুত মেজর গিলবট সাহেব ও শ্রীযুত বারবেল সাহেব স্বং অশ্বারোহণ করিলেন এবং যে সময়ে অতিবেগে তাঁহারদের ঘোটক নিরূপিত স্থানে আসিতেছিল সেই সময় এদেশীয় এক বালক একটা টাটু আরোহণ করিয়া তাহারদের সম্মুখে পড়িল তাহাতে ঐ দ্রুতগামি অশ্বেরদিগকে থামাইতে না পারাতে ঘোড়া ঐ টাটুর উপরে পড়িল তাহাতে তাঁহারা অশ্বহইতে পতিত হইলেন তাহাতে তাঁহারা অতিশয় আঘাতী হন নাই কিন্তু ঐ বালকের চোআল একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

জনহিতকর অনুষ্ঠান

(১২ অক্টোবর ১৮২২। ২৭ আশ্বিন ১২২৯)

সভা॥—আইর্লণ্ড দেশে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হইয়াছে অতএব তদ্দেশের উপকারার্থে ২ আক্‌টোবর বৃহস্পতিবার শহর কলিকাতার টৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে এক সভা হইয়াছিল এবং অনেক দয়াশীল সাহেব লোকেরা ঐ বিষয়ের কর্ম্মসম্পাদক হইয়া নিযুক্ত হইয়াছেন ও বাঙ্গালি ভাগ্যবান লোকেরা অর্থাৎ শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব ও শ্রীযুত মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণদাস মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রামদুলাল দে ও শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত মহারাজ রামচন্দ্র রায় ও শ্রীযুত বাবু লাড়লিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রূপলাল মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রূপচাঁদ রায় ও শ্রীযুত বাবু রঘুরাম গোস্বামী ও শ্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ সেন ও শ্রীযুত বাবু

রসময় দত্ত ও শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসু ও শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ ঘোষাল প্রভৃতিরা কর্ম্মসম্পাদকরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন ও কমবেশ চল্লিশ হাজার তিন শত পয়ষট্টি টাকার চাঁদা হইয়াছে।

(১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ৩ ফাল্গুন ১২৩০)

সভা।— মান্দরাজ রাজধানীর লোকেরদের দুর্ভিক্ষ জন্য দুঃখ দূর করিবার উপায় করণার্থে ৮ ফেব্রুআরি রবিবার শহর কলিকাতায় শ্রীযুত বাবু কাওয়ালি বাহকাতার রামস্বামির ঘরে এক সভা হইয়াছিল তাহাতে কলিকাতানিবাসি অনেক২ ভাগ্যবান্ বাঙ্গালি লোকেরা ছিলেন। ঐ সভাতে এই স্থির হইল যে এক চান্দা করিয়া সকল লোকের স্থানে কিছু২ লইয়া তণ্ডুলাদি এখান-হইতে ক্রয় করিয়া সেখানে প্রেরণ করা যাউক। তাহাতে শ্রীযুত বাবু রামস্বামী কর্ম্মকারী হইয়াছেন এবং শ্রীযুত পামর কোম্পানি খাজাঞ্চি হইয়াছেন।

(৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৫। ২০ ভাদ্র ১২৩২)

সৎপরামর্শ।—এই কলিকাতা মহারাজধানীতে অনেক ধনি গুণি কারুণিক অবিরত পরহিতে তৎপর বিশিষ্ট শিষ্ট মহাশয়েরা আছেন এবং তাঁহারা সর্ব্বদা স্ব২ কীর্ত্তি রক্ষার্থে যথোচিত ব্যয় করিয়া থাকেন কিন্তু কোথায় কি করিলে কত উপকার তদ্বিষয়ে বড় একটা মনোযোগ করেন না। এই কলিকাতা নগরে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় অনেক লোক আছে এবং তাহারদের মধ্যে অধিক হিন্দু এবং তাহারা মৃত্যুকালে প্রায় সকলে গঙ্গাতীরে যায় কিন্তু সেখানে গিয়া সুখে থাকিতে পারে না যেহেতুক গঙ্গাতীরে অধিক স্থান নাই এবং অনেক লোক এক কালে গঙ্গাতীরে গেলে রাত্রিকালে ঘরও পাইতে পারে না ইহাতে পীড়িত লোকেরদের যে প্রকার ক্লেশ তাহা সকলেই বোধ করিতে পারেন। এমত মহানগরীতে এত ভাগ্যবান লোক থাকিতে যে ইহার উপায় না হয় এ বড় খেদের বিষয় অতএব আমারদের পরামর্শ এই যে যদি কোন ভাগ্যবান লোক দয়াপ্রকাশপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে চল্লিশ কিম্বা পঞ্চাশটা ক্ষুদ্র২ পাকা কুঠরী প্রস্তুত করিয়া দেন তবে পীড়িত লোকেরা গঙ্গাতীরে গিয়া সুখে থাকিতে পারে এবং হইতে পারে যে সেখানে থাকিয়া শুশ্রূষা করিলে অনেকে নিষ্পীড়ও হইতে পারিবে। ইহাতে পুণ্য প্রতিষ্ঠা দুই আছে যাঁহারা এই কর্ম্মে উদ্যোগী হইবেন তাঁহারদের কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হইবেক এবং পীড়িত লোকেরা সুখে থাকিয়া নিত্য আশীর্ব্বাদ করিবেক।

দ্বিতীয়তঃ এক্ষণে গঙ্গাতীরে ভাল স্থান ও চিকিৎসালয় না থাকাতে যাহারা গঙ্গাতীরে আগমন করে তাহারা ভাবে যে আমরা মরিতে চলিলাম এমত ভয় হইলে সুতরাং তাহারদের বাঁচিবার ভরসা কি কিন্তু যদি গঙ্গাতীরে উত্তম স্থান থাকে ও চিকিৎসক থাকে তবে রোগিরা কদাচ ভরসাহীন হয় না বরং এমন ভাবে যে আমি চিকিৎসালয়ে যাইতেছি ইহাতে অনেকের রক্ষা হইবেক।

(২৫ মার্চ ১৮২৬ । ১৩ চৈত্র ১২৩২)

অতিথিশালাবিষয়ে প্রসঙ্গ।—৪ মার্চ তারিখে বাবুরামস্বামী শহর কলিকাতায় একটা অতিথিশালা স্থাপন বিষয়ে এইং প্রসঙ্গ ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যে এই কলিকাতা নগরেতে নানা প্রকার লোকের উপকারার্থে যেং সম্প্রদায় স্থির হইয়াছে তাহা দেখিয়া এবং এতদ্দেশের বড় সাহেবের সর্ব্বলোকহিতকারিতা দেখিয়া সকলেরি সন্তোষ জন্মে কিন্তু এমত কতক লোক আছে যে তাহারদের উপকারার্থে কোন উপায় অদ্যাপি হয় নাই এবং তদ্বিষয়ে কেহ কিছু প্রসঙ্গও করেন নাই বিশেষতঃ উদাসীন লোকেরদের বাসার্থে কোন স্থান নিরূপিত হয় নাই। সেই উদাসীন লোকেরা তিন প্রকার হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টীয়ান ইহারদের মধ্যে হিন্দু লোকেরা দক্ষিণ দেশহইতে স্থলপথে কলিকাতায় আগমন করে এবং কলিকাতাহইতে কাশীপ্রভৃতি তীর্থে গমন করে ও সেস্থান হইতে ফিরিয়া কলিকাতা দিয়া আপনারদের দেশে প্রত্যাগমন করে। কিন্তু ঐ লোকেরা যখন কলিকাতায় আইসে তখন রাত্রি প্রবাসের জন্যে অতিশয় উদ্বিগ্ন হয় যেহেতুক কলিকাতার মধ্যে এমত একটা অতিথিশালাও নাই যে সেখানে গিয়া তাহারা রাত্রিযাপন করে অতএব ঐ বাবুরামস্বামী এই প্রসঙ্গ করিয়াছেন যে কলিকাতানিবাসি পরহিতাভিলাষি ভাগ্যবান লোকেরা যদ্যপি চান্দা করিয়া ঐ সকল উদাসীন লোকেরদেব উপকারার্থে একং সাধারণ অতিথিশালা করেন তবে যে কিপর্য্যন্ত উপকার তাহা লেখা যায় না। যদি এ প্রসঙ্গ গ্রাহ্য হয় তবে তাঁহার ইচ্ছা যে তিন জাতির কারণ তিন স্থানে পৃথকং তিন অতিথিশালা হয়। তাহার মধ্যে হিন্দুলোক অধিক অতএব তাহারদের কারণ দশ হাজার টাকা মূল্যেতে এক বিঘা ভূমি ক্রয় করা যায় ও দশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া সেই ভূমির উপর একটা পাকা অতিথিশালা করা যায়। দ্বিতীয় মুসলমান তদপেক্ষা ন্যূন অতএব তাহারদের কারণ পাচ হাজার টাকা মূল্যেতে দশ কাটা ভূমি ক্রয় করা যায় ও পাচ হাজার টাকাতে এক পাকা ঘর প্রস্তুত করা যায়। তৃতীয় খ্রীষ্টীয়ানেরদের কারণ আড়াই হাজার টাকায় পাচ কাটা ভূমি ক্রয় করা যায় ও আড়াই হাজার টাকায় একটা ঘর গাঁথান যায় ইহা হইলে ঐ সকল লোকের অনেক উপকার দর্শে। যদি এই কর্ম্ম হয় তবে শ্রীযুত পামর সাহেব ইহার খাজাঞ্চি হইবেন অতএব যিনি এই সৎকর্ম্মের কারণ অর্থদান করিতে বাসনা করেন তিনি ঐ সাহেবের নিকট টাকা প্রেরণ করিলে তিনি তাহা তাঁহার নামে জমা করিয়া লইবেন এবং তৎকর্ম্ম সম্পন্নপর্য্যন্ত আপন জিম্মায় রাখিবেন। ঐ কর্ম্মের কারণ এইং লোকেরা কমিটীরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন বিশেষতো বাবু উমানন্দ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাস ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত মজুমদার ও শ্রীযুত বিশ্বনাথ ভট্ট ও শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর শাস্ত্রী ও শ্রীযুত নারায়ণ শাস্ত্রী ও শ্রীযুত সীতারাম শাস্ত্রী এতদ্ভিন্ন নৃসিংহ শব্দপূর্ব্বক এক ব্যক্তির নাম আছে কিন্তু ইংরাজীতে সেই নাম এমন কদর্য্যরূপে লিখিয়াছেন যে আমরা অর্দ্ধদণ্ডপর্য্যন্ত তাহা লইয়া বিবেচনা করিয়া কোনমতে তাহার অর্থ সঙ্গতি করিতে না পারিয়া সে নামের প্রকাশ করিলাম না।

(২৯ এপ্রিল ১৮২৬। ১৮ বৈশাখ ১২৩৩)

সুরীতি।—সংপ্রতি আমরা পরমাহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে বাবু স্বরূপচন্দ্র মল্লিক মহাশয় আপন পালা মত ৺ সিংহবাহিনী ঠাকুরাণীর সেবা প্রাপ্ত হইয়া বিধি বোধিত মহাশোভা এবং সমারোহপূর্ব্বক পূজা করত তদুপলক্ষে এক মহাকার্য্য করিয়াছেন অর্থাৎ দুস্থ ঋণগ্রস্ত কারাগারস্থ অনেক লোককে অনেক অর্থ প্রদানপূর্ব্বক মুক্ত করিয়াছেন ইহা যথার্থ জনোপকার বটে আমরা ভরসা করি যে উত্তরোত্তর এইরূপ চিরস্মরণীয় উপকারে অনেকেই ইচ্ছুক হইবেন।

যে সকল লোক পূর্ব্বে উত্তমাবস্থায় থাকিয়া কালবশে দুস্থ অথচ বহু পরিবার বিশিষ্ট হইয়াছে তাহারদিগের অন্তঃকরণে কি আনন্দ উপস্থিত হয় এবং কাহার যথার্থ বিষয় তাহার শক্তিহীনতা প্রযুক্ত অন্য গ্রহণ করে তাহাতে কেহ বা খরচার টাকার অভাবে কেহ বা সহায়াভাবে কিছু করিতে পারে না এপ্রকার ব্যক্তি সকলের প্রতি মনোযোগী হইয়া তাহারদিগের পুনঃসংস্থান করিলে তাহারদিগের মনে কি সুখ জন্মে তাহা অনির্ব্বচনীয় এ আনন্দ এবং সুখ ঐ সকল লোকের অধিক নহে কিন্তু উপকারকের অধিক হয়। সং কৌং

(২৭ মে ১৮২৬। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩)

দান।—গত বৃহস্পতিবারের গবর্ণমেণ্ট গেজেটদ্বারা মহারাজ সুখময়ের পুত্রদ্বয় শ্রীযুত রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুর উভয়ে বিদ্যাসম্পর্কীয় সম্প্রদায়ে ও লোকেরদের উপকারার্থে যে২ সম্প্রদায় হইয়াছে সেই সকল সম্প্রদায়ে বিতরণ করিবার নিমিত্ত শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবকে এক লক্ষ চারি হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আমরা শুনিতেছি যে কলিকাতাহইতে কাশীপর্য্যন্ত স্থলপথে আড্ডায়২ যেমন এক২ ঘর হইয়াছে তদ্রূপ কাশী অবধি কানপুরপর্য্যন্ত আড্ডায়২ এক২ ঘর ঐ টাকাতে হইবেক।

ঐ সমাচার পত্রদ্বারা রাজা বাহাদুরেরদের অতিশয় প্রশংসা করিয়াছেন এবং আমরাও তাহাতে সম্মত আছি এবং ভারতবর্ষের মধ্যে এমত কোন ইংরাজ নাই যে তাহাতে সন্তুষ্ট না হইবেন।

(৫ আগষ্ট ১৮২৬। ২২ শ্রাবণ ১২৩৩)

শ্রীশ্রীযুত লার্ড আমহার্ষ্ট · অপর কলিকাতার সংস্কৃত কালেজ ও মদরাসাতে যে২ বিদ্যার চর্চ্চা হইতেছে তদ্বিষয়ে তিনি অতিশয় প্রশংসা করিলেন বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় তিন জন ভাগ্যবান লোক যাহারা এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাভ্যাসার্থে শ্রীশ্রীযুতকে অর্থ সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহারদের প্রশংসা করিলেন ঐ ভাগ্যবান লোকেরদের নাম এই২ শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় ৫০০০০ শ্রীযুত বাবু নরসিংহচন্দ্র রায় ৪৬০০০ও শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসু ১০০০০ সর্ব্বশুদ্ধা ১০৬০০০ এক লক্ষ ছয় হাজার টাকা।

(১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০ । ৩ ফাল্গুন ১২৩৬)

হাবড়ার হাসপাতাল।—গত শনিবারে হাবড়ার হাসপাতালের ধনদাতার ও সাহায্যকারকেরদের প্রথম [বার্ষিক] সভা হয়। তাহাতে শ্রীযুত জান মাষ্টর সাহেব সভাপতি হইলেন এবং লিখিতব্য সাহেবলোকেরা আগামি বৎসরের কর্ম্মসম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইলেন। বিশেষতঃ শ্রীযুত এস লাপ্রিমাদি ও শ্রীযুত ষ্টকট সাহেব ও শ্রীযুত পাদরি হোমস সাহেব ও শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিক ও শ্রীযুত পাদরি হপ সাহেব সেক্রেটরী কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত ডাক্তর ষ্টুয়ার্ট সাহেব ঐ চিকিৎসালয়ের বার্ষিক বিবরণ প্রস্তাব করিলেন তদ্দ্বারা দৃষ্ট হইল যে গত বৎসরে ছয় হাজার তিন শত তেইশ জন রোগি ব্যক্তি ঐ হাসপাতালে ঔষধাদি প্রাপ্ত হয় তাহার মধ্যে ৯২ জন ঐ চিকিৎসালয়ে বাস করিয়া স্বাস্থ্য হয়। অপর বিবি কুপরনামক এক স্ত্রীর এক বাঙ্গলা ঘর উত্তরাধিকারাভাবে গবর্ণমেণ্টে বাজেআপ্ত হইয়া গবর্ণমেণ্ট তাহা ঐ হাসপাতালের নিমিত্তে দান করিয়াছেন। গত বৎসরে ঐ চিকিৎসালয়ে কেবল সাড়ে চারি শত টাকা ব্যয় হয় এবং তাহার সংস্থান ছয় হাজার আট শত টাকা ফারগিসন কোম্পানির কুঠীতে গচ্ছিত আছে। এত রোগি ব্যক্তির চিকিৎসাতে যে এত অল্প টাকা ব্যয় হয় তাহার কারণ এই যে গবর্ণমেণ্ট সকল ঔষধাদি বিনামূল্যে প্রদান করিলেন। কিন্তু গত অক্টোবর মাসঅবধি ঐ রূপ দান রহিত হইয়াছে। এই চিকিৎসালয় হওয়াতে দীনদরিদ্র লোকেরদের অত্যন্তোপকার হইতেছে এবং আপনারদের ভরসা হয় যে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় দানশৌণ্ড লোকেরা তাহাতে প্রচুর টাকা প্রদান করিবেন।

আর্থিক অবস্থা

(১৬ জানুয়ারি ১৮১৯ । ৪ মাঘ ১২২৫)

তুলা।—আটার শত চৌদ্দ সনে যখন শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের বিশসালা বন্দোবস্ত হইল তখন এ দেশের যে বাণিজ্য পূর্ব্বে কেবল কোম্পানির অধীন ছিল সে বাণিজ্য অন্য২ লোকেরাও করিতে পারিবেক এই আজ্ঞা ইংগ্লণ্ডের মহাসভা দিয়াছেন সেই অবধি এ দেশের বাণিজ্য অতিবেগে চলিতেছে এবং অন্য২ ব্যবসায়হইতে কেবল তুলার বাণিজ্য অধিক বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে। আটার শত সতের সালে এই দেশহইতে যোল লক্ষ মোন তুলা ইংগ্লণ্ড দেশে গিয়াছে সে তুলা সেখানে আট কোটি টাকাতে বিক্রয় হইয়াছে এই প্রকারে বাণিজ্যের দ্বারা এ দেশের সম্পত্তি বৃদ্ধি হইতেছে যেহেতুক যে দেশহইতে অনেক মূল্যের দ্রব্য রপ্তানি হয় এবং অল্প মূল্যের দ্রব্য আমদানি হয় সেই দেশ অতিশয় সম্পন্ন হয়। যেমত কোন ক্ষুদ্র শহরে যদি দশ হাজার টাকার দ্রব্য আমদানী হয় তবে সে শহরহইতে দশ হাজার টাকা নির্গত হয় এবং অন্য দেশ-

হইতে লোকেরা আসিয়া যদি সে শহরহইতে এক লক্ষ টাকার দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া যায় তবে সে শহরে লক্ষ টাকা প্রবেশ করে সুতরাং অবশিষ্ট নব্বই হাজার টাকা ঐ শহরেই থাকে। এই মত যদি প্রতি বৎসর হয় তবে সে শহর অতিশয় সম্পত্তিমান্ হইতে পারে সেই গণনাতে বড় দেশের সম্পত্তির হ্রাস কিম্বা বৃদ্ধি হয়। এই বাঙ্গালা দেশের দ্রব্যের রপ্তানি অনেক ও তাহার আমদানী অল্প এই প্রযুক্ত এ দেশের ধন বাণিজ্যদ্বারা অতিশয় বাড়িতেছে এবং পূর্ব্ব নবাবের অধিকার কালহইতে এখন স্থানে২ দেশের সম্পত্তিবৃদ্ধি হইতেছে এখনও যত ভাগ্যবান লোক বাঙ্গালাতে আছে পূর্ব্বে নবাবের অধিকার কালে এত ভাগ্যবান্ ছিল না ইহাতে নিশ্চয় বুঝা যায় যে কেবল এখন বাণিজ্যদ্বারা লোকেরা ভাগ্যবান্ হইতেছে।

(২৩ জানুয়ারি ১৮১৯। ১১ মাঘ ১২২৫)

তুলার বাণিজ্য।—আটার শত চৌদ্দ সালে কোম্পানির বিশসালা বন্দোবস্ত হওয়া অবধি তুলার বাণিজ্য ত্রিগুণ বাড়িয়াছে সে এই হিসাবের দ্বারা দেখা যাইবে। আটার শত চৌদ্দ সালে এক লক্ষ এগার হাজার গাঁটি তুলা এই দেশহইতে অন্য দেশে গিয়াছে। আটার শত পোনের সালে আশী হাজার গাঁটি। এবং আটার শত যোল সালে এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার গাঁটি। আটার শত সতের সালে দুই লক্ষ ছাপান্ন হাজার গাঁটি। আটার শত আটার সালে তিন লক্ষ আটাইশ হাজার গাঁটি অন্য দেশে গিয়াছে।

(১৪ এপ্রিল ১৮২১। ৩ বৈশাখ ১২২৮)

বাণিজ্য।—গত সপ্তাহে সংক্রান্তি ও শ্রীরামনবমী ও চড়ক ইত্যাদি প্রতিবন্ধকপ্রযুক্ত বাণিজ্যাদি সকল বন্দ হইয়াছে ইহাতে তুলার কিছু ক্রয় বিক্রয় হয় নাই। মোং মুজাপুরের তুলার মূল্য সাবেক মত আছে। ভগবান গোলাতে সাবেক মূল্যের উপরে বার আনা অধিক মূল্য হইয়াছে। কাছড়া তুলার মূল্য পৌনে চৌদ্দ ও চৌদ্দ টাকা হইয়াছে। চীন দেশের বাণিজ্যের কারণ কশা গাঁটি ১৫॥০ সাড়ে পোনর টাকা মূল্যে খরিদ হইয়াছে।

ইংগ্লণ্ড দেশের লিবরপুল শহরহইতে এক সওদাগর সাহেব মোং কলিকাতাতে আপন অংশীকে সমাচার লিখিয়াছে যে দুই বৎসরের মধ্যে হিন্দুস্থানহইতে তুলা না পাঠায় যেহেতুক আমেরিকাহইতে পাঁচ লক্ষ গাঁটি তুলা ইংগ্লণ্ডে আসিতেছে। এবং গত বৎসরহইতে এক লক্ষ গাঁটি তুলা ইংগ্লণ্ডে অধিক আমদানী হইয়াছে। এবং হিন্দুস্থানের তুলাহইতে আমেরিকা দেশের তুলা অত্যুত্তম। কিন্তু মোং কলিকাতা শহরে দুই চারি দিবসের মধ্যে যে মূল্যে তুলা বিক্রয় হইয়াছে এই সমাচার পূর্ব্ব প্রকাশ হইলে তাহাহইতে অল্প মূল্যে বিক্রয় হইত।

(১৪ এপ্রিল ১৮২১। ৩ বৈশাখ ১২২৮)

জিনিস রপ্তানী।—মোং কলিকাতাহইতে মার্চ মাসের প্রথম দিন অবধি ৩১ রোজপর্য্যন্ত এই২ দ্রব্য বাহিরে গিয়াছে।

তুলা	১৭৬	গাঁইট
চিনী	৩৪৬৭৩	মোন
শোরা	১৪৫০৫	ঐ
আফীম	১৮৭৫	ঐ
চালু	৭০০৪	ঐ
সুঁউট্	১৮০০	ঐ
রেসম	১৯৪	ঐ
ভেরণ্ডা তৈল	৪৪	ঐ
গজদন্ত	১৯	ঐ
গোচর্ম্ম	৩০০	ঐ
নীল কুঠীব মোন	৩১৩৬	ঐ
বস্ত্র	১৯৫৯৯২	থান
সাল	৫৫	থান

আমদানী কলিকাতা ই০ ঐ লা০ ঐ

ধাতু দ্রব্য	তঙ্কা
স্বর্ণ	৫৯৮০০
রূপা	২১৮২৯৪৫

(১৯ জানুয়ারি ১৮২২। ৭ মাঘ ১২২৮)

মোকাম কলিকাতাহইতে নানা দেশে রপ্তানি জিনিস সন ১৮২১ সালেব ইং জানুআরি লাগাদ দিসেম্বর।

তুলা	— —	৪২৫১০	বস্তা
চালু	— —	৪৪৭৫৬৭	ঐ
চিনি	— —	৩০৫৩৭৯	মোন
সোরা	— —	২৭৮১০৪	ঐ
সুঁট	— —	২৩৯৫৮	ঐ
রেশম	— —	৪৯৮২	মোন
নীল	— —	২৩৪১১	ঐ
আফীম	— —	৪২৭৯৮	সিন্দুক
নানাপ্রকার বস্ত্র	—	২৭৩২০৯৪	থান

কলিকাতাহইতে ইংগ্লণ্ড দেশে জিনিস রপ্তানি সন ১৮২১ শালের ইং জানুআরি লাং দিসেম্বর।

হিঙ্গু	—	—	৬	মোন
সোহাগা	—	—	৯৩২	মোন
ভেরেণ্ডা তৈল		—	২৬০৪	ঐ
লবঙ্গ	—	—	৯১৯	ঐ
নারিকেল তৈল		—	৬	ঐ
সুতা	—	—	৮	ঐ
গজদন্ত	—	—	১১২	ঐ
মাজুফল	—	—	৩৮০	ঐ
ছাগচর্ম্ম	—	—	১১৫৩১	থান
মহিষ শৃঙ্গ	—	—	৭২৭৭৯	মোন
পিপ্পল	—	—	৫০	ঐ
মঞ্জিষ্ঠা	—	—	২৮৪১	ঐ
জায়ফল	—	—	৮	ঐ
কুচিলা	—	—	২৭১	ঐ
বেত	—	—	২৫০০	গোছা
রক্তচন্দন	—	—	১০২৭	মোন
কুসুম পুষ্প	—	—	৩৮২৯	মোন
শাল	—	—	৮৮৯	যোড়া
গুয়ামউরি	—	—	৭৮	ঐ

(২ সেপ্টেম্বর ১৮২৬। ১৮ ভাদ্র ১২৩৩)

ইউরোপীয় বস্ত্র ॥—এতদ্দেশে ইউরোপীয় বস্ত্রের আমদানি কিরূপে বৎসরং বৃদ্ধি হইতেছে তাহা নীচের লিখিত হিসাব দেখিলে সকলেই বোধ করিতে পারিবেন।

সাল	কাপড়ের মূল্য
১৮১৫	১৪৯০৬৮
১৮১৬	১১৩৬১৫
১৮১৭	৪২৩৮৩৪
১৮১৮	৭০১৫৯২
১৮১৯	৪৬৬০১৬
১৮২০	৮৬৩৬৩১

১৮২১	১১৩৬০৭৪
১৮২২	১১৬৭২৪৬
১৮২৩	১১৮১৬৭১
১৮২৪	১১৩৮১৬৭

(২৩ জানুয়ারি ১৮১৯। ১১ মাঘ ১২২৫)

কলিকাতাতে তণ্ডুলের মূল্য বৎসবের মধ্যে বিস্তর বিশেষ হয় না কিন্তু বাঙ্গালার পশ্চিম ভাগে পৌষ মাসে তণ্ডুল অল্প মূল্য ও আষাঢ় মাসে অতিশয় দুর্মূল্য হয় ইহাতে সেখানকার মহাজনেরা অতিশয় ভাগ্যবান হয়। আষাঢ় মাসে যখন কৃষকেরা আপন পরিজন পোষণের নিমিত্ত ও ক্ষেত্রে বুনিবার বীজের নিমিত্ত তাহারদের অতিশয় প্রয়োজন হয় তখন মহাজনেরা অধিক মূল্যে ধান্য বিক্রয় করে ও তাহার মূল্যে ধান্য লইবার করার পৌষ মাসে করিয়া লয় যখন পৌষ মাসে ধান্য জন্মে তখন মহাজনের দেনা শোধ না করিয়া অন্যকে বিক্রয় করিতে পারে না পৌষ মাসে তাহারদের আপন কার্য্য সাধনের নিমিত্ত ধান্য বিক্রয় করার আবশ্যক অতএব তাহারা অল্প মূল্যে ধান্য বিক্রয় করে এবং মহাজন লোক সেই সময়ে অল্প মূল্যে ধান্য ক্রয় করিয়া রাখে।

(১৭ নভেম্বর ১৮২৭। ৩ অগ্রহায়ণ ১২৩৪)

এতদ্দেশের বাণিজ্য।—সকলেই অবগত আছেন যে ১৮১৪ সালে কোম্পানি বাহাদুরের ইংগ্লণ্ডদেশের পার্লিমেণ্টের সহিত বিশ বৎসরের কারণ একটা বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহার পূর্ব্বে এতদ্দেশে কোম্পানিব্যতিরিক্ত অন্য কেহ ইংগ্লণ্ড দেশের দ্রব্যাদি এ দেশে আনিয়া বাণিজ্য করিতে পারিত না। সেই বন্দোবস্তের সময়ে ইংগ্লণ্ডদেশের মহাজনেরা পালিমেণ্টের নিকটে এই দরখাস্ত করিল যে তাহারাও এতদ্দেশে দ্রব্য প্রেরণ করিতে পায়। পালিমেণ্ট সেই সময়ে এদেশনিবাসি অনেক লোকেরদিগকে ডাকিয়া তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন তাহাতে তাহারা সকলেই কহিল যে এতদ্দেশীয় লোকেরা ইউরোপীয় কোন বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না এবং ইউরোপীয় দ্রব্য এ দেশের মধ্যে বিক্রয় করা অতিশয় দুঃসাধ্য হইবে। কিন্তু পালিমেণ্ট তাহারদের পরামর্শ না শুনিয়া ইংলণ্ড দেশের তাবৎ মহাজনেরদিগকে এতদ্দেশে দ্রব্য প্রেরণ করিতে অনুমতি দিলেন।

গত বার বৎসরের মধ্যে অনিবার্য্যরূপে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের তদ্দেশে উত্তমরূপে বাণিজ্যকর্ম্ম চলিতেছে তাহাতে ঐ সাহেবের পরামর্শের অমূলকতা অতিশয় প্রকাশ পাইয়াছে তুলার কাপড়ের যেরূপ আমদানীর বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা অতি আশ্চর্য্য। বিশেষতঃ ১৮১৫ সালে দশ লক্ষ টাকার বস্ত্র ইংগ্লণ্ডদেশহইতে এ দেশে আসিয়া বিক্রীত হয় ১৮১৬ সালে ১৪ লক্ষ টাকা। ১৮১৭ সালে ১৬ লক্ষ টাকা। ১৮১৮ সালে ৪২ লক্ষ টাকা। ১৮১৯ সালে ৭০ লক্ষ টাকা। ১৮২০ সালে ৪৬ লক্ষ টাকা। ১৮২১ সালে ৮৫ লক্ষ টাকা। ১৮২২ সালে ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকার কাপড় এ দেশে আসিয়া বিক্রীত হয় ইহাতে দেখা যায় যে বাণিজ্যকর্ম্মের উত্তরোত্তর বাহুল্য হইতেছে।

(১৫ ডিসেম্বর ১৮২৭। ১ পৌষ ১২৩৪)

বাণিজ্য।—১৭৯২ সাল ও ১৮২২ সালের বাঙ্গালার ও ইংগ্লণ্ডের আমদানি রপ্তানি দ্রব্যের এক হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে এই উভয় দেশের মধ্যে কি প্রকার বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছে। এদেশহইতে রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে নীল প্রধানরূপে গণ্য তাহা ১৭৯২ সালে ৭২৬৬ মোন মাত্র এখানহইতে ইংগ্লণ্ডে রপ্তানি হয় এবং বর্ত্তমান বৎসরে যে নীল রপ্তানি হইবে তাহা প্রায় এক লক্ষ মোনের অধিক হইবে কিন্তু অন্য পক্ষে বস্ত্রের বিষয়ে রপ্তানির অতিঅল্পতা হইয়াছে যেহেতুক ১৭৯২ সালে এ দেশহইতে বার লক্ষ তেইশ হাজার থান কাপড় ইংগ্লণ্ডে যায় তৎপরে এই বাণিজ্য এমত পতিত হয় যে ১৮২২ সালে কেবল এক লক্ষ থান কাপড় এদেশহইতে রপ্তানি হয়। ইহাতে দেখা যায় যে ইহার ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যত রপ্তানি হইত তাহার বার ভাগের এক ভাগ এক্ষণে রপ্তানি হয়। পুনশ্চ যদি আমরা আমদানির দিগে দৃষ্টি করি তবে দেখিতে পাই যে বাণিজ্যবিষয়ে এমত বৃদ্ধির তুলনা নাই যেহেতুক ১৭৯২ সালে এতদ্দেশে ১৬৫০ টাকার বিলাতী কাপড় আমদানি হয় এবং ১৮২২ সালে এক কোটি চৌদ্দ লক্ষ টাকার কাপড় এদেশে আমদানি হয়। এই উভয় একত্র করিলে দেখা যায় যে এদেশের এমত রপ্তানির ন্যূন হইয়াছে যে বার ভাগের এক ভাগ মাত্র অবশিষ্ট আছে এবং আমদানির অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। এই আমদানির বৃদ্ধি হওয়াতে যে তাঁতিরদের ব্যবসায় একেবারে লুপ্ত হইল ইহাতে কিছু সন্দেহ নাই। ১৭৯২ সালে তের লক্ষ টাকার তাম্র এদেশে আমদানি হয় এবং ১৮২২ সালে একেবারে ত্রিশ লক্ষ টাকার তাম্র আইসে। পাতি লোহার আমদানিরও অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে ১৭৯২ সালে দুই লক্ষ সত্তরি হাজার টাকার লোহার আমদানি হয় এবং ১৮২২ সালে পোনর লক্ষ টাকার লোহা আইসে। ঘড়ী ও রূপ্যময় বাসনের আমদানিরও অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে ১৭৯২ সালে পঞ্চাশ হাজার টাকার এই সকল দ্রব্য আমদানি হইয়াছে। পশমী কাপড়েরও আমদানি বাড়িয়াছে ১৭৯২ সালে এগার লক্ষ টাকার কাপড় আসিয়াছিল পরে ১৮২২ সালে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকার পশমী কাপড়ের আমদানি হয়। এই আমদানির জুমলা এইরূপে লেখা যায় যে ১৭৯২ সালে ইংগ্লণ্ডহইতে এ দেশে সর্ব্বসুদ্ধা সত্তরি লক্ষ টাকার দ্রব্য আমদানি হয় কিন্তু ১৮২২ সালে তিন কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ টাকার দ্রব্য আমদানি হয় অর্থাৎ ১৭৯২ সালঅপেক্ষা পাঁচ গুণ অধিক হইয়াছে রপ্তানিবিষয়ে দেখা যায় যে ১৭৯২ সালে এদেশোৎপন্ন দ্রব্য ইংগ্লণ্ডে দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকার রপ্তানি হয় কিন্তু ১৮২২ সালে এদেশোৎপন্ন দ্রব্য চারি কোটি টাকার রপ্তানি হয়।

(৮ জুলাই ১৮২৬। ২৫ আষাঢ় ১২৩৩)

ব্রহ্মদেশীয় বাণিজ্যদ্রব্য।—এই সপ্তাহের গবর্ণমেণ্ট গেজেটদ্বারা ব্রহ্মদেশীয়েরদের বাণিজ্যবিষয়ে যে২ সমাচার পাওয়া গিয়াছে তাহা সর্ব্বলোকজ্ঞাপনার্থে আমরা প্রকাশ করিতেছি। ব্রহ্মদেশে এই২ বস্তু অধিক উৎপন্ন হয় এবং তাহারা আপনারদের ব্যয়োপযুক্ত রাখিয়াও অন্য২

দেশে প্রেরণ করিতে পারে বিশেষতঃ তণ্ডুল তুলা নীল এলাচি গোলমরিচ মুসব্বর চিনি সোরা লবণ সেগুণকাষ্ঠ মদিরা মেট্যা তৈল ডামর সাপনকাষ্ঠ মধু মোম হস্তিদন্ত পদ্মরাগমণি এবং ধাতুর মধ্যে লৌহ তাম্র সীসা রূপা সোনা সুরমা এবং মারবেল অর্থাৎ শ্বেত প্রস্তর কয়লা ও চুনের পাথর। যাহারা বনহইতে সেগুণ কাষ্ঠ আনে তাহারা কহে যে সেগুণ কাষ্ঠের বন এমত আয়ত যে তাহার প্রায় সীমা করা যায় না এবং তাহাতে এত গাছ আছে যে কখন তাহার অল্পতা হইবেক না। সেখানকার চিনি অতি সফেদ ও উত্তম এবং চিনদেশীয়েরা তাহা প্রস্তুত করে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশীয় বাদশাহ সেই চিনিদেশহইতে বাহিরে লইয়া যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশের দক্ষিণে বিশেষতঃ সালোয়া ও সরাবদি প্রদেশে নীলের উত্তম কৃষি হইতে পারে সেই দেশে নীল গাছ বনের মধ্যে আপনি জন্মে এবং তদ্দেশের লোকেরা আপনারদের ব্যয়ের কারণ কিছু২ নীল প্রস্তুত করে। যখন প্রথম যুদ্ধারম্ভ হইল তখন দুই তিন জন সাহেব লোক সেখানে নীল কুটী করিয়াছিলেন।

এবং অন্য২ দেশহইতে এই২ দ্রব্য ব্রহ্মদেশে আসিয়া বিক্রয় হয় বিশেষতঃ বাঙ্গালা ও মন্দ্রাজ ও ইংগ্লণ্ডদেশজাত বস্ত্র এবং বিলাতি বনাত ও লৌহ ও লৌহাস্ত্র সীসা পারা সোহাগা গন্ধক সোরা বারুদ বন্দুক চিনি রসসরাপ আফীম চিনাববাসন এবং ইংগ্লণ্ডদেশীয় নানা প্রকার গ্লাস ও নারিকেল ও সুপারি। সেদেশে অল্প দিনের মধ্যে ইংগ্লণ্ডদেশহইতে অধিক বস্ত্রের আমদানি হওয়াতে তত্তুল্য মন্দ্রাজী বস্ত্রের মূল্য কিঞ্চিৎ ন্যূন হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশের উত্তর সীমাতে চীনদেশীয়েরদের সহিত এবং ব্রহ্মদেশের পূর্ব্বভাগস্থেরদের সহিত এবং ব্রহ্মদেশীয়েরদের নানাপ্রকার বাণিজ্য হয় এবং ঐ বাণিজ্যের দুই প্রধান স্থান নিরূপিত আছে প্রথমতঃ চিনারদের সীমার নিকট বালমো নামে এক স্থান দ্বিতীয়তঃ অমরপুরহইতে তিন চারি ক্রোশ অন্তর মিলায়নামক স্থান। ঐ স্থানেতে ব্রহ্মদেশীয়েরা চীনদেশীয়েরদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায় এবং কখন২ চীনদেশীয়েরা মিলায়নামক স্থানেতে ইহারদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসে। চীনদেশীয়েরা আপনারদের দেশহইতে তাম্র ও হরিতাল ও হিঙ্গুল ও লৌহপাত্র ও রূপা রেউচিনি চা উত্তম মধু রেশম মদিরা মৃগনাভি বেরদি শুষ্ক ফল এবং কতব২ টাটকা ফল ও কুকুর ও মুরগমনোহরনামক পক্ষিবিশেষ আনে। চীনদেশীয় মহাজনেরা ক্ষুদ্র২ খচ্চরের উপর আইসে এবং তাহারা কহে যে আমারদের দেশহইতে এই স্থানে আসিতে আমারদের দুই মাস লাগে।

চীনদেশীয়েরা বিক্রয়ার্থে যে চা আনে সে কাল ও তাহারা তাহার ক্ষুদ্র২ গুলি করিয়া আনে সে চা অতিসুস্বাদু ও যে কাল চা ক্যানটান নগরে বিক্রয় হয় তদপেক্ষা উত্তম। এই চা কিছু দুর্ম্মূল্য সুতরাং যাহারা ভাগ্যবান তাহারাই তাহা লয় কিন্তু এমত উক্তি আছে যে ব্রহ্মদেশে এক প্রকার চা জন্মে তাহা সুমূল্য এবং সাধারণ লোক তাহাই ব্যবহার করে। তাহারা ভোজনের পর রসুন ও তিলের সহিত মিশ্রিত করিয়া চা পান করে। এবং কোন লোক আইলে প্রথম ঐ দ্রব্য দিয়া সম্বর্দ্ধনা করে এক্ষণে এতদ্দেশে যেমন তামাকু।

ব্রহ্মদেশহইতে চীনদেশে এই২ বস্তু প্রেরিত হয় বিশেষতঃ তুলা হস্তিদন্ত মোম এবং

বিলাতি বনাত। আরো শুনা গিয়াছে যে সত্তরি হাজার গাঁইট তুলা বৎসর২ ব্রহ্মদেশহইতে চীনদেশে যায় সে সকল তুলা প্রায় তাহারা পরিষ্কার করিয়া পাঠায় ব্রহ্মদেশের দক্ষিণ ভাগে যে তুলা জন্মে সে তুলা কিছু খাটো কিন্তু উত্তর ভাগে যে জন্মে সে লম্বা। আরো আমরা শুনিতেছি যে পিগুদেশহইতে চট্টগ্রামে যে তুলা আইসে সেই তুলা দ্বারা ঢাকাই উত্তম মলমল প্রস্তুত হয়।

ব্রহ্মদেশে আর এক প্রকার বাণিজ্য আছে বিশেষতঃ যে দেশকে ইংগ্লণ্ডীয়েরা লাওস বলেন এবং চীনদেশীয়েরা সান বলে তদ্দেশীয়েরদের সহিত ব্রহ্মদেশীয়েরদের নানাপ্রকার বাণিজ্যবাহুল্য আছে অবর্ষাকালে তাহারা আঁবাহইতে চারি ক্রোশ দক্ষিণ প্রেকনামক স্থানে আসিয়া মোম ও একপ্রকার বকম কাষ্ঠ এবং গোঁদ ও রেশম ও তুলাভরা মাজা ও পেঁয়াজ রসুন হরিদ্রা ও মসালা বিক্রয় করে এবং তাহারা ব্রহ্মদেশহইতে লবণ ও শুষ্ক মৎস্য লইয়া যায়। ঐ প্রেক স্থান বিনা ঐরাবতী নদীর তীরে মধ্যে২ গোলাগঞ্জ আছে তাহাতে দেশীয় লোকেরা আপনারদের মধ্যে বাণিজ্য করে।

(২০ নভেম্বর ১৮১৯। ৬ অগ্রহায়ণ ১২২৬)

এই সপ্তাহের বাজার ভাও।—

জালুন তুলা আটার টাকা মোন।
কাচোড়া তুলা সতর টাকা মোন।
পাটনাই তণ্ডুল তিন টাকা বার আনা মোন।
পাছড়ি তণ্ডুল উত্তম তিন টাকা দুই আনা মোন।
মধ্যম তণ্ডুল দুই টাকা দশ আনা মোন।
মুগী তণ্ডুল উত্তম এক টাকা বার আনা মোন।
মধ্যম তণ্ডুল এক টাকা এগার আনা মোন।
বালাম তণ্ডুল এক টাকা তের আনা মোন।
নীল উত্তম এক শত ষাটি টাকা মোন।

এই সপ্তাহে তুলার ক্রয় বিক্রয় অত্যল্প হইয়াছে এবং গত সপ্তাহহইতেও তুলার দর ফি মোন ছয় আনা অধিক মূল্য হইয়াছে।

(১৬ জানুয়ারি ১৮১৯। ৪ মাঘ ১২২৫)

হাসীল দপ্তরখানা।—কলিকাতার পুরাণা কিল্লার যে অবশিষ্ট ছিল তাহা এখন ভাঙ্গা গিয়াছে এবং সেই স্থানে একটা নূতন হাসলীদপ্তরখানা প্রস্তুত হইবেক তাহার প্রথম পাথর পত্তন করিবার সম্ভ্রম কাহার হইবে তাহার নিশ্চয় হয় নাই যেহেতুক ইউরোপীয়েরদের এমত ব্যবহার আছে যে যখন বড় গৃহাদি নির্ম্মাণ হয় তখন যে ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত তিনি প্রথম এক ইষ্টক কিম্বা এক প্রস্তর গাঁথেন। ঐ প্রস্তর এই মাসের মধ্যে গাঁথা যাইবে এই ঘর হইলে শহরের অত্যন্ত উপকার

হইবে। যে শহরে যাবৎ ভারতবর্ষের বাণিজ্যের বস্তু একত্র হয় এমত মহাশহরে যে ইহার পূর্ব্বে ইহার উপযুক্ত ঘর না ছিল ইহাতে শহরের অতি অসম্ভম যেহেতুক কলিকাতার ঐশ্বর্য্যের মূল বাণিজ্য।

(১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯। ৩ ফাল্গুন ১২২৫)

নূতন হাসীল দপ্তরখানা।—কল্য চারি ঘণ্টার সময়ে কলিকাতার তাবৎ ইংগ্লণ্ডীয়েরা একশ্চেঞ্জ ঘরে একত্র হইয়া সাবিং হইয়া চলিয়া পুবাণা কুঠী পর্য্যন্ত গেলেন এবং সেইখানে নূতন হাসীলদপ্তরের ঘরের প্রথম ইষ্টক তাঁহারা গাঁথিলেন এই নূতন হাসীলদপ্তরখানা কলিকাতাব ঐশ্বর্য্য সদৃশ হইবেক।

(১২ আগষ্ট ১৮২০। ২৯ শ্রাবণ ১২২৭)

নূতন হাসীলের ঘর।—মোং কলিকাতায় গঙ্গাব তীবে হাসীল দপ্তবের কারণ এক বড় ঘর নূতন প্রস্তত হইতেছে সে ঘর এইরূপ বড ও উৎকৃষ্ট হইবে যে শ্রীশ্রীযুতের ঘর ব্যতিরিক্ত কলিকাতার মধ্যে তেমন ঘর আর প্রায় হয় নাই। সেই ঘরের মধ্যে তাবৎ মাসুলের জিনিস ধরিবেক এবং রৌদ্রে অথবা বৃষ্টিতে লোকসান হইবেক না এই মত তদবীব হইতেছে। এবং আমরা শুনিতে পাই যে অনুমান বাইশ তেইশ বৎসর হইল এই দেশের মধ্যে জিনিসের মাসুল আদায় হইত না কেবল বাহিরে জাহাজদ্বারা যেং জিনিসের আমদানী রপ্তানী হইত তাহারি-মাত্র মাসুল আদায় হইত। এক গ্রামহইতে অন্য গ্রামে জিনিস যাইবার মাসুল ছিল না। এখন জিনিসের মাসুলে কোম্পানির অনেক টাকা আদায় হইতেছে।

(৪ সেপ্টেম্বর ১৮১৯। ২০ ভাদ্র ১২২৬)

জাহাজ।—১ সেপ্তেম্বর মোং কলিকাতায় নানা জাতিরদের এক শত পাচিশ জাহাজ ছিল। গত বৎসরে প্রথম আট মাসে পচাশী জাহাজ জিনিস বোঝাই করিয়া মোং ইংগ্লণ্ডহইতে বাঙ্গালাতে আসিয়াছিল। এই বৎসবের প্রথম আট মাসে পঞ্চান্ন জাহাজ আসিয়াছে অতএব পূর্ব্ব বৎসরহইতে এ বৎসরে ত্রিশ জাহাজ কম আসিয়াছে তথাপি লোকেরা কহে যে এতদ্দেশে যে তণ্ডুলাদির দুর্ম্মূল্যতা সে কেবল ইংগ্লণ্ডদেশে বপ্তানিপ্রযুক্ত।

(১২ আগষ্ট ১৮২০। ২৯ শ্রাবণ ১২২৭)

কলিকাতার জাহাজ সংখ্যা। ১ আগস্ত ১৮২০ সাল।—কোম্পানির চীনার জাহাজ দুই খান। বিলাতি সওদাগরের জাহাজ পোনের খান। ইংগ্লণ্ডে গমনাগমনের দেশী জাহাজ চারিখান। চীনদেশে গমনাগমনের দেশী জাহাজ পাঁচখান। অন্যং স্থানে গমনাগমনের দেশী জাহাজ উনত্রিশখান। খালি জাহাজ চৌত্রিশখান তাহার মধ্যে কতক বিক্রয়ের কারণ ও

কতক ভাড়ার কারণ আছে। ফরাশীস জাহাজ দুইখান। মারেকিন জাহাজ দুইখান পোর্ত্তুগীশ জাহাজ তিনখান সর্ব্বশুদ্ধা ছেয়ানব্বই জাহাজ মোঃ কলিকাতায় আছে।

(২৯ জুলাই ১৮২৬। ১৫ শ্রাবণ ১২৩৩)

জাহাজ ভাসান।—বহু দিবসাবধি এ প্রদেশে জাহাজ ভাসান রহিত হইয়াছিল এপ্রযুক্ত এতদ্দেশস্থ অনেক কারিগরদিগের কর্ম্মাভাব হইয়াছিল কিন্তু সংপ্রতি এদেশে ও বেলাতে জাহাজের প্রয়োজন হওয়াতে কারিগর লোক সকলে নিজকর্ম্মপ্রাপ্ত হইয়াছে ইদানীন্তন মোং সালিখায় মিঃ গিলমোর কোম্পানির কারখানায় এক সুন্দর চারিশত টন অর্থাৎ দশ হাজার নয়শত নয় মোন বোঝাধারি এক জাহাজ প্রস্তুত হইয়া গত ২২ জুলাই বেলা দুই প্রহরের পর ভাসিয়াছে এই জাহাজ ভাসিবার কালে অনেক সাহেব লোক দর্শনার্থে আসিয়া একত্র হইয়াছিলেন। জাহাজ ভাসিলে পর ইহার নাম উইলেম রাখিলেন কারণ ঐ নামে এক ব্যক্তি ঐ সাহেবদিগের কারখানায় প্রধান ছিলেন এবং ঐ কারখানাহইতে বহুদিবস পরে অবকাশ হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন এই জাহাজ এ প্রদেশে তেজারত বিষয়ের নিমিত্তে নিরূপিত থাকিবেক ইহা স্থির করণানন্তর জাহাজের কর্ত্তা ঐ দর্শনাগত সাহেব লোকেরদিগের মধ্যে প্রধান২ সাহেব লোককে কিঞ্চিৎ২ উত্তম দ্রব্যাদি ভোজনদ্বারা সন্তোষপূর্ব্বক বিদায় করিলেন।

(৩ এপ্রেল ১৮১৯। ২২ চৈত্র ১২২৫)

শ্রীরামপুরের সঞ্চয়ার্থ ব্যাঙ্ক।—১ দফা। ১ মার্চ ১৮১৯ সালে সঞ্চিত টাকা নিভাবনাস্তে ন্যস্ত করিবার নিমিত্ত যে বাঙ্ক শ্রীরামপুরে স্থির হইয়াছে তাহাতে কোন ব্যক্তি রবিবার ব্যতিরিক্ত সপ্তাহের কোন দিনে এক টাকাপর্য্যন্ত রাখিতে পাবে কিন্তু এক টাকার ন্যূন কিম্বা ভাঙ্গা টাকা রাখা যাইবে না।

২ দফা। এই বাঙ্কের মধ্যে যত টাকা ন্যস্ত হয় তাহার সুদ দেওয়া যাইবে। কোম্পানীর কাগজের উপরে যে সুদ পাওয়া যায় তাহার কম সুদ দেওয়া যাইবে না। এবং শতকরা নয় টাকার হিসাবের বাড়া সুদ দেওয়া যাইবেক না কিন্তু বাজার ভাওতে সুদের কমি বেশী প্রযুক্ত গত বৎসরের টাকার সুদ যে ভাও দেওয়া যাইবেক তাহা প্রতি বৎসর ৩০ এফরেলে প্রকাশ হইবেক।

৩ দফা। টাকা ন্যস্ত করিবার সময়ে কোন ব্যক্তিহইতে পৃমিয়ম কিছু লওয়া যাইবেক না এবং যে ব্যক্তি কোন মাসের ১৫ তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে টাকা রাখে তাহার সুদ তাহার পর মাসের প্রথম তারিখ অবধি চলিবেক।

৪ দফা। যে টাকা এই বাঙ্কে ন্যস্ত হয় সে টাকা কোম্পানির কাগজে রাখা যাইবেক কিম্বা বাঙ্গাল বাঙ্কেতে কিম্বা অন্য২ কুঠীতে রাখা যাইবে। যে ব্যক্তিরা এই বাঙ্কের অধ্যক্ষ আছেন তাহারা বাঙ্কে ন্যস্ত প্রত্যেক টাকার দায়িক। কিন্তু এই বাঙ্কের এই অলংঘনীয়

ব্যবস্থা যে এই বাঙ্কের ন্যস্ত টাকার মধ্যে এক টাকাও বাণিজ্যাদিতে নিয়োগ করা যাইবেক না।

৫ দফা। ইংগ্লণ্ড দেশে এই মত বাঙ্কে যে বিষয় চেষ্টা এই বাঙ্কেরো সেই বিষয় চেষ্টা যে হিসাব এইমত সহজ হয় যে অত্যল্প কালে বাঙ্কের হিসাব আদি করা যায় এই নিমিত্ত এই বাঙ্কে পূর্ণ মাস ব্যতিরেকে ভাঙ্গা মাসের সুদ দেওয়া যাইবে না এবং বৎসরান্তে হিসাবের সময়ে আনা ও পাইর সুদ দেওয়া যাইবে না। এবং সুদ কষিলে পাই ধরা যাইবে না।

৬ দফা। বৎসরান্তে ৩০ এফরেলে বাঙ্কের হিসাব করা যাইবে এবং সে কালে যে ব্যক্তির নামে যত সুদ হইবেক সেই সুদ আসলের সহিত সংলগ্ন হইয়া ঐ দুএর উপরে আগামি বৎসরের কারণ সুদ চলিবেক।

৭ দফা। কোন ব্যক্তি সেই ৩০ এফরেল তারিখ অবধি ৩১ মে পর্য্যন্ত এই এক মাসের মধ্যে আপন টাকার কতক কিম্বা সুদ সমেত সমুদয় বাহির করিয়া লইতে পারিবেক এই মাস ব্যতিরেকে অন্য সময়ে পাইতে পারিবেক না এবং যখন কেহ টাকা লইতে চাহে তাহার তিন মাস অগ্রে বাঙ্কে সমাচার দিবেক কিন্তু যদি সমাচার দিয়া দুই মাসের মধ্যে তাহার মন ফিরে তবে বাঙ্কে পুনর্ব্বার সমাচার দিলে তাহার টাকা সেইরূপ বাঙ্কে থাকিবেক।

৮ দফা। বাঙ্কহইতে কোন লোকেরদের কাছে তাহারদের নিজ বিষয়ে বাঙ্কের কোন সমাচার পাঠাইতে হইলে তাহার ডাকের খরচ ঐ ব্যক্তিরদের নামে পড়িবেক।

৯ দফা। সরকার ও মুহুরি প্রভৃতি ও হিসাবের কেতাব ও কাগজ ও অন্য২ যে খরচ বাঙ্কের বিষয়ে হইবে তাহার কারণ শতকরা আদ টাকার হিসাবে প্রত্যেক জনের টাকা-হইতে বৎসরান্তে বাদ যাইবেক।

১০ দফা। বাঙ্কের অধ্যক্ষেরদের হুকুম বিনা কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বাঙ্কে আপন ন্যস্ত টাকার বরাৎ দিতে পারিবেক না।

১১ দফা। বাঙ্কের অধ্যক্ষেরদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মরিলে কিম্বা বাঙ্কহইতে ভিন্ন হইলে কিম্বা আর কোন নূতন অধ্যক্ষ বাঙ্কে প্রবেশ করিলে বাঙ্কের অন্তর্গত লোকেরদিগকে সমাচার দেওয়া যাইবেক।

বাঙ্কের অধ্যক্ষেরা এই২।

শ্রীযুত উইল্যাম কেরি সাহেব।

শ্রীযুত জসুআ মার্সমন সাহেব।

শ্রীযুত উইল্যাম ওয়ার্ড সাহেব।

শ্রীযুত জন মার্সমন সাহেব।

যে ব্যক্তি এই বাঙ্কে টাকা রাখিতে বাসনা করেন তিনি মোং কলিকাতা আলেক্সান্দর কোম্পানির নিকটে টাকা দাখিল করিয়া এই বাঙ্কের রসীত লইবেক।

(১৪ আগষ্ট ১৮২৪। ৩১ শ্রাবণ ১২৩১)

কলিকাতাবাঙ্ক।—ওউল্ডকোর্ট ষ্ট্রিটে ৬১ নম্বর ঘরে অর্থাৎ শ্রীযুত পামর কোম্পানি সাহেবের বাটীতে ২ আগস্ত অবধি কলিকাতাবাঙ্ক নামে এক নূতন বাঙ্ক খুলিয়াছে। ঐ কর্ম্মের অংশী শ্রীযুত জন পামর সাহেব ও শ্রীযুত জন এস ব্রোন রিগ সাহেব ও শ্রীযুত হেন্‌রি উলিয়ম হাবহৌস সাহেব ও শ্রীযুত এড্‌বার্ড আগষ্টস নিউটন সাহেব ও শ্রীযুত এফ টি হাল সাহেব ও শ্রীযুত সি বি পামর সাহেব ও শ্রীযুত উলিয়ম প্রিনসেপ সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রঘুরাম গোস্বামী হইয়াছেন।

ইহারাই ঐ বাঙ্কের লাভ লোকসানের দায়ী। যদ্যপি ঐ বাঙ্কের আর বিশেষ জ্ঞাত হইতে কাহার ইচ্ছা হয় তবে ঐ দপ্তরখানায় অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।

(৩০ মে ১৮২৯। ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬)

কলিকাতার নূতন ব্যাঙ্ক।—গত ২৬ মে তারিখে কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে নূতন এক সাধারণ ব্যাঙ্ক স্থাপনের নিমিত্তে এতদ্দেশীয় ও ইংলণ্ডীয় ভাগ্যবান লোকেরা একত্র হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা এই নিশ্চয় করিলেন যে কলিকাতায় এক নূতন সাধারণ ব্যাঙ্ক স্থাপন করা অতিশয় উচিত এবং ঐ সময়ে যে সকল সাহেব লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারদের সম্মুখে এক ফর্দ্দ কাগজ রাখা গেল সেই কাগজে প্রায় এক শত সাহেবলোকপ্রভৃতি সহী করিলেন তাহার পর সাহেবলোকেরা এই স্থির করিলেন যে সেই ব্যাঙ্ক স্থাপনার্থে এক কমিটি স্থির করা যাইবে সেই কমিটির অন্তঃপাতী অনেক সাহেবলোক ও নীচে লিখিত এতদ্দেশীয় অনেক ভাগ্যবানলোক হইয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর।
শ্রীযুত বাবু রাধাকৃষ্ণ মিত্র।
শ্রীযুত বাবু রাজচন্দ্র রায়।
শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুত বাবু রায়ভন হামিরমল।
শ্রীযুত বাবু দয়াচন্দ্র।
শ্রীযুত বাবু তিলকচন্দ্র।

এই কমিটির সাহেবেরা পুনর্ব্বার ১৫ জুন তারিখে কমিটি করিবেন এবং সেই সময়ে অবশিষ্ট সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত হইবে।

(২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ১১ আশ্বিন ১২৩৬)

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক।— শ্রীযুত রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ত্রষ্টির কর্ম্মে ইস্তফা

দেওয়াতে ঐ ব্যাঙ্কে তাহার পরিবর্ত্তে এক নূতন ত্রষ্টি মনোনীতকরণার্থে আগামি ১ অক্তোবর তারিখে এক বৈঠক হইবেক।...

(১৯ মে ১৮২৭। ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৪)

মিঃ ডেবিডসন কোম্পানি সাহেবানের গত কুঠীর উপর পাওনাওয়ালারদিগের প্রতি সংবাদ।

এই ইশ্‌তেহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে কলিকাতার শহরস্থ মিঃ ডেবিডসন কোম্পানি সাহেবানের মহাজনেরদিগের মধ্যে যাঁহারা আপনং দাবির হিসাব ঐ সাহেবানের ত্রষ্টীদিগের নিকট রেজেষ্টরি করাইয়াছেন সেই সকল মহাজন তাঁহারদিগের দাবির অন্দরে ফি টাকায় চারি আনার হিসাবে ডেবিডেণ্ট অর্থাৎ অংশ আগামি ১ জানুআরি সন ১৮২৮ সাল অথবা ঐ তারিখের পর মোং কলিকাতার রাণীমুদির গলিতে মিঃ ক্রুটেনডেন মেকিলপ কোম্পানি সাহেবানের আফিসে একটিং ত্রষ্টি জেমস্ মেং জিমিস কলন সাহেবের নিকট পাইবেন। .....

তারিখ ২৩ এপ্রিল। কলিকাতা। ১৮২৭ সাল।

এ কালবিন।
জে কালেন।
ই ট্রটর।
রামচন্দ্র দাস।
রসময় দত্ত।
জান মেকেঞ্জি।
কে আর মেকেঞ্জি।
ডবলিউ এস বএড।
জান লো।

মিসিউঅর্স ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানির গত ফারমের ত্রষ্টীরা।

(৩ জানুয়ারি ১৮২৪। ২০ পৌষ ১২৩০)

সঞ্চয় ভাণ্ডার।—সংপ্রতি শুনা গেল যে শহর কলিকাতার বড়বাজার নিবাসি শ্রীযুত গদাধর সেট ও রূপনারায়ণ বসাক ও বিজয়কৃষ্ণ সেট ও ভুবনমোহন বসাক ইহারা ঐক্য হইয়া সঞ্চয় ভাণ্ডার নামক এক কর্ম্মারম্ভ করিয়াছেন তাহার স্থূল বিবরণ এই। এই সঞ্চয় ভাণ্ডারের ৬৪ অংশ হইয়াছে ঐ অংশের টাকার সুদহইতে কোম্পানির লাটরির টিকিট ক্রয় হইবেক তাহাতে যে প্রাইজ পাওয়া যাইবেক তাহা চৌষট্টি অংশে বিভাগ হইয়া তাবৎ অংশিরা পাইবেন ইহার বিশেষ ঐ ভাণ্ডারের নিমিত্ত যে আয়িন প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই জানা যাইতে পারে।

এই আয়িন আমরা পাঠ করিয়াছি তাহাতে ঐ সকল ব্যক্তিরদিগের যে প্রকার বুদ্ধির সৃষ্টি প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে কাহার টিকিট ক্রয় বিষয়ে ক্ষতি হইতে পারে না এবং ইহাতে ধনের বৃদ্ধি হইতে পারে। অপর অত্যল্প অর্থাৎ পঞ্চাশ টাকা প্রথম দিয়া তাহাতে অংশী হইতে হয় পরে প্রতিমাসে দশ টাকা এমত চারি বৎসরকালপর্য্যন্ত দিতে হইবেক দেখ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার দশ টাকা দিতে কাহার কোন ক্লেশ বোধ হইবেক না কিন্তু লভ্য অধিকতর হওনের সম্ভাবনা আছে। না হইলেও আসলের ক্ষতি নাই এবং যদি আসল টাকা কেহ ফিরে চাহেন তাহাও তৎক্ষণাৎ পাইবেন অতএব এই সঞ্চয় ভাণ্ডার সৃজনকারি ব্যক্তিরদিগকে আমরা ধন্যবাদ করিলাম।

এক্ষণে মনে করি তাঁহারদিগের কৃত ঐ ভাণ্ডারের আয়িন লোকে দৃষ্টি করিলে অনেকে ঐ রীতিক্রমে অনেক প্রকার নূতন২ কর্ম্ম আরম্ভ করিতে পারিবেন।

(২৬ এপ্রিল ১৮২৮। ১৫ বৈশাখ ১২৩৫)

দ্বিতীয় সঞ্চয়ভাণ্ডার।—আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে প্রথম সঞ্চয় ভাণ্ডার সৃজনাবধি নিয়মিত কালপর্য্যন্ত জাগ্রৎ থাকিয়া কালবশে নিদ্রিত হইয়াছে এক্ষণে তদধ্যক্ষেরা দ্বিতীয় সঞ্চয় ভাণ্ডার নামরূপে পুনরুত্থান করিয়াছেন। তাহার অনুষ্ঠানপত্র অধ্যক্ষেরদিগের অনুমত্যনুসারে চন্দ্রিকায় প্রথম পত্রে প্রকাশ করিলাম।...

(১৭ জুলাই ১৮১৯। ৩ শ্রাবণ ১২২৬)

নূতন গঞ্জ।—শ্রীশ্রীযুত মহারাজ তেজশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর আপন বাটীর পশ্চিমে নূতন এক গঞ্জ করিয়াছেন সেখানে দোকানি পসারি অনেক২ লোককে দোকান করিবার কারণ ছয় মাস সুদ ব্যতিরেকে টাকা কর্জ দিতেছেন ইহাতে প্রতিদিন দোকানি বাড়িতেছে এবং তিনি আপন দেশে যেং দ্রব্য পাওয়া যাইত না তাহাও কলিকাতা মোকামহইতে আনাইয়া তাহার দোকান করাইয়াছেন। ঐ গঞ্জের নাম রাধাগঞ্জ ঐ গঞ্জের দক্ষিণ বক্কেশ্বরী নামে নদী আছে সেই নদী পার হইবার কারণ পাকা এক পুল প্রস্তুত করাইতেছেন অদ্যাপি প্রস্তুত হয় নাই।

(৫ আগষ্ট ১৮২০। ২২ শ্রাবণ ১২২৭)

নূতন বন্দর।—শ্রীযুত মুন্সী গোলাম হোসন মোং বৈদ্যবাটীর উত্তরে কোম্পানির বান্ধা রাস্তার পূর্ব্ব গঙ্গার পশ্চিম তীরে নূতন গঞ্জ ও হাট বসাইতেছেন সেখানে দোকান ঘর প্রায় দশ বারখান প্রস্তুত হইয়াছে আর২ও অনেক হইবেক এমত উদ্যোগ অনেক হইতেছে এবং সেখানকার গঙ্গার পোস্তা বান্ধান যাইবে সেখানকার প্রজা লোকেরদিগকে আপন২ ঘর বাড়ীর মূল্য দিয়া উঠাইয়া দিতেছেন তাহারা তাহার উত্তর চাপদানির মাঠে গিয়া বসতি করিতেছে এবং আপন অধিকারস্থ প্রজারদিগকে এমত শাসন করিয়া দিয়াছেন যে তাহারা কোন প্রকারে

বৈদ্যবাটীর পুরাণ হাটে না গিয়া ঐ নূতন হাটে যায় এবং আপনার নূতন হাটে যদি কাহারো দ্রব্যাদি বিক্রয় না হয় তবে সেং দ্রব্য আপনি মূল্য দিয়া লইবার স্বীকার করিয়াছেন এবং কলিকাতার ব্যাপারি লোকেরা যেং জিনিস পুরাণ হাটে খরিদ করিয়া নৌকা বোঝাই করিত ও কলিকাতাতে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া মুনফা করিত তাহারা যদি পুরাণ হাটে না গিয়া নূতন হাটে যায় এবং সেখানে সেরূপ জিনিস না পায় তবে ঐ ব্যাপারিবদের যে মুনফা তাহাতে হইত তাহা আপন সরকারহইতে দিবেন। এবং যেং লোকেরা সেখানে দোকান করিতেছে তাহারদিগকে তিন বৎসরের মেয়াদে বিনা সুদে জামিনমাত্র লইয়া দোকানের কারণ টাকা দিতেছেন। ইহার দুই ফল নূতন গঞ্জ বসান ও পুরাণ গঞ্জ নষ্ট করা। এবং বৈদ্যবাটীর জমীদারও পুরাণ হাট বজায় রাখিবার কারণ অনেক চেষ্টা করিতেছেন।

(১৫ মার্চ ১৮২৮। ৪ চৈত্র ১২৩৪)

কলিকাতার নূতন বাজার।-নানাপ্রকার পক্ষী ও মাংস বিক্রয়ার্থে কলিকাতায় এক বাজার বসাইবার উদ্যোগ হইতেছে ও তাহার ব্যয়ের আন্দাজি হিসাব নীচে লেখা যাইতেছে।

কলিকাতার জানবাজারের ৬/১৫ জমীর মূল্য	...	৯০০০০
ইমারতী খরচ	...	১৬০০০
চতুর্দ্দিগের প্রাচীর ও দোকানের ছাত প্রভৃতি	...	৭৯৫০
ভূমি সমান করা ও পুষ্করিণী প্রভৃতির খরচ	...	৫০০০
উপরি খরচ	...	৬৫০
শহরের বাহিরে পশ্বাদি পালনের স্থান খরিদ	...	১৯৫০
ঐ স্থান ঘিরিতে খরচ	...	৭৯০০
পশ্বাদি ক্রয়ের জন্য	...	৩০০০
একুনে দেড় লক্ষ টাকা		১৫০০০০

এমত শুনা যাইতেছে যে এই টাকা তিন শত অংশেতে বিভক্ত হইয়া সংগৃহীত হইবেক। পরে ঐ বাজারে যে লাভ হইবেক তাহা বৎসর অন্তর হিসাব করিয়া অংশিরদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া যাইবেক।

আমরা দেখিতেছে যে শ্রীযুত বেলি সাহেব ও শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাফ সাহেব ও কলিকাতাস্থ অন্যং সওদাগর সাহেবলোকেরা এই বাজারের অংশী হইয়াছেন তাহাতে ৪৫ জন অংশির নাম সহী হইয়াছে অর্থাৎ যত অংশী হইবে তাহার ছয় ভাগের এক ভাগের নাম সহী হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয় সফল হইবে কি না তাহা এক্ষণে বলা যায় না।

(৫ জুলাই ১৮২৮। ২৩ আষাঢ় ১২৩৫)

বাজার ভঙ্গ।—বারাশত পরগনার মধ্যে ঠাকুর পুকুরনামক গ্রামের দক্ষিণাংশে

ভট্টাচার্য্যদিগের এক বাজার আছে এবং তাহার উত্তরাংশে শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস এক বাজার বসাইতেছিলেন তাহাতে ভট্টাচার্য্য অনিবার্য্য বিরোধ বুঝিয়া প্রভুবর্জ্জ জজসাহেবের নিকট দরবার করাতে এমত আজ্ঞা দিয়াছেন যে ঐ নূতন বাজার অবিলম্বে স্বহস্তে উৎপাটন করিবেন তাহাতে বিশ্বাস মহাশয় সুতরাং তাহাই করিলেন অতএব নূতন বাজার কিয়ৎকাল রহিত হইল। তিং নাং

(২০ এপ্রিল ১৮২২। ৯ বৈশাখ ১২২৯)

প্রেরিত পত্র। দর্পণ প্রকাশকেষু।—চৈত্র সপ্তবিংশতি দিবসীয় ষষ্ঠ সমাচার চন্দ্রিকার আলোকে আলোকিত হইল তাহাতে লবণ দুর্ম্মূল্যতা কারণ বিজ্ঞাপন প্রার্থনা আছে অতএব অস্মদাদির বুদ্ধ্যনুসারে লবণ দুর্ম্মূল্যতা বিষয়ে যাদৃশ অনুমান হইল তাহা লিখি…।

নিজযশঃপ্রখ্যাপনেচ্ছু কোন ব্যক্তি অন্য২ লোকের নানাবিধ কীর্ত্তি শ্রবণ দ্বারা স্বয়ং খিদ্যমান হইয়া বিবেচনা করিলেন যে এমত এক কর্ম্ম কি আছে যে তাহা করিলে আপামর সাধারণ সকল লোকের অপকার নিষ্পন্ন করিয়া সে সকলের নানা কটূক্তিভাজন অর্থাৎ নানাবিধ গালির স্থান হওয়াতে খ্যাত হইতে পারি। ইহাতে আপনি কিছু স্থির করিতে না পারিয়া আত্মীয় বর্গকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে বাবুজীর পুরোহিত কুকর্ম্ম পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য কহিলেন যে বাবুজী বিলক্ষণ আজ্ঞা করিয়াছেন ইহার উত্তর হটাৎ করিতে পারি না ভাল কল্য বিবেচনাপূর্ব্বক নিবেদন করিব।

পর দিন পঞ্চানন বাবুর নিকটে আত্মশ্লাঘাপূর্ব্বক কহিলেন যে মহাশয় আমি হয়ে এই মন্ত্রণা স্থির করিয়াছি অন্যের কি সাধ্য দেখুন এই পৃথিবীতে কি ধনী কি দরিদ্র সকলেরি লবণে প্রয়োজন লবণরসে অরসিক প্রায় মনুষ্য দেখি না লবণ ব্যতিরেক কাহারো নির্ব্বাহ হয় না অতএব তাহার মূল্যাধিক্যে যদি মনোযোগাধিক্য করেন তবে কেবল এই এক কর্ম্মেতে আপামর সাধারণ তাবতেরি অপকার করিতে পারিবেন এবং নানা দেশে নানা স্থানে নানাবিধ লোকের গালি ভোগ করিতে পারিবেন ইহাভিন্ন আর কোন পথ দেখি না। ইহা শুনিয়া বাবুজী পঞ্চাননকে অনেক সাধুবাদ করিলেন ও কহিলেন যে না হবেক কেন তোমার নামানুযায়ী গুণ বিলক্ষণ মহাশয় তাহাই কর্ত্তব্য।

অতএব আমরা অনুমান করি যে এইরূপ ঘটনা হওয়াতে লবণের মূল্যাধিক্য হইয়াছে।

(১৯ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ৪ আশ্বিন ১২৩৬)

কোম্পানির লবণের মাসুলের পূর্ব্ব বিবরণ।—যেরূপে লবণের দ্বারা রাজস্ব আদায়করণের বর্ত্তমান নিয়ম আরম্ভ হইল তাহা পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকে জ্ঞাত নহেন এপ্রযুক্ত আমরা আপনারদের সমাচারপত্রে ঐ বিবরণ জানাইবার কারণ যৎকিঞ্চিৎ স্থান প্রদান করিলাম।

কোম্পানি বাহাদুর বাঙ্গলাতে বাণিজ্যের কুঠীস্থাপন করিলে তাঁহারা দিল্লীহইতে

এক ফরমান পাইলেন তদ্দারা কোম্পানির কর্ম্মকারকেরা কোম্পানির বাণিজ্যস্বরূপ যত দ্রব্যের আমদানী বা রপ্তানী করেন তাহা মাসুলরহিত হইল। সেই ফরমানে আরো এই নির্দ্ধারিত ছিল যে যে গোমাস্তারদের স্থানে বড় সাহেবের কি ইঙ্গরেজের বাণিজ্যের কুঠীর অন্য২ কর্ত্তারদের দস্তক থাকিবেক তাহারা বিশেষানুগ্রহপ্রাপ্ত হইবেক। তৎকালে কোম্পানির তাবৎ ভৃত্যেরদের বেতন অতিশয় ন্যূন ছিল এবং এমত বোধ হয় যে তাহারা সকলেই স্ব২ লাভার্থে নিজে ব্যবসায় করিত। তাহারদের ব্যবসায়ের দ্রব্যের মধ্যে লবণ পণ্য ছিল।

তাহারদের সকল দ্রব্যসামগ্রী তাহারদের দস্তকের প্রাদুর্ভাবে মাসুলরহিত হওয়াতে দেশের প্রায় সমস্ত আন্তরিক বাণিজ্য তাহারদের হস্তে কিম্বা তাহারদের দস্তকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যবসায়িরদের হস্তে আইল। ইহাতে এদেশীয় মহাজনেরা অত্যুৎকণ্ঠিত হইল এবং বিশেষতঃ নওয়াব ভাবিত হইলেন এবং কাসিম আলী খাঁর সঙ্গে যে বিরোধ হইল তাহার মূল কারণ ঐ বাণিজ্য হইল। কোর্ট আফ ডাইরেক্টর্স সাহেবেরা বহুকালাবধি আপনারদের ভৃত্যেরদের এই নিজব্যবসায়েতে অতি প্রতিকূল ছিলেন এবং ১৭৬৪ সালে তাঁহারা সেই সকল ব্যবসায় তাহারদের হস্তছাড়া করণার্থে অনিবার্য্য হুকুম প্রেরণ করিলেন। কিন্তু লার্ড ক্লাইব সাহেব কোম্পানি বাহাদুরের এই হুকুমের বিপরীতাচারী হইয়া ১৭৬৫ সালে কোম্পানির ভৃত্যেরদের নিজউপকারের নিমিত্তে লবণ ও সুপারী ও তামাকইত্যাদি দ্রব্যের ব্যবসায়করণার্থে কলিকাতায় এক সমাজ স্থাপন করিলেন। বিলায়তের কর্ত্তারা ইহাতে যেন বিরক্ত না হন এতদর্থে তিনি এই নিয়ম করিলেন যে আপনকর্তৃক স্থাপিত সমাজ যত লবণ বিক্রয় করিবেক সেই লবণের উপরে শতকরা ৩৫ পঁয়ত্রিশ টাকার হারে মাসুল সরকারে দেওয়া যাইবে। তিনি আরো বিংশতি বৎসরের অধিক যে আন্দাজ মূল্যে লবণ বিক্রয় হইয়াছিল তাহাহইতে শতকরা পনের টাকা করিয়া কমে বিক্রয় করিতে লাগিলেন।

১৭৬৬ সালে এই নিয়মের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য হইল এবং ঐ লবণের সমাজস্থেরা এই নিয়ম করিলেন যে তাঁহারা লবণ কেবল কলিকাতানগরে মোনপ্রতি দুই টাকার হিসাবে বিক্রয় করিবেন এবং দেশের মধ্যে এই বস্তুর খুজরা বিক্রয় এতদ্দেশস্থ লোকেরদিগের দ্বারা হইবেক এবং কোম্পানিকে তাঁহারা যে মাসুল দিতেন তাহার বৃদ্ধি করিয়া শতকরা পঞ্চাশ টাকা করিয়া মাসুল ধার্য্য করিলেন। কিন্তু কোর্ট আফ ডাইরেক্টর্স এই প্রদত্ত লাভেতে আকৃষ্ট না হইয়া ঐ বাণিজ্যের সমস্ত কল্পনাতে অসম্মত হইলেন এবং নিশ্চয় এই হুকুম পাঠাইলেন যে ১৭৬৮ সালের সেপ্তম্বর মাসে তাঁহারদের কর্ম্মকারকেরা লবণপ্রভৃতি সমস্ত বস্তুর ব্যবসায় ত্যাগ করিবে ১৭৬৫ সালে কলিকাতানগরে লবণের মূল্য একশত মোনপ্রতি ১৭০ একশত সত্তরি টাকা ছিল।

এই ব্যবসায়কারি সমাজ ১৭৬৮ সালে এইরূপে রহিত হইলে নিমকপোক্তানীর কার্য্য ভিন্ন২ মহাজন ও জমীদারেরদের হস্তগত হইল। ১৭৭২ সালে অন্য এক পরিবর্ত্তন হইল গবর্নমেণ্ট এই হুকুম করিলেন যে লবণ কোম্পানি বাহাদুরের লাভের নিমিত্তে প্রস্তুত করা যাইবেক এবং লবণের ইজারদারেরা নির্দ্ধারিত মূল্যে নিমক দাখিল করিবে। ১৭৮০ সালে

এই নিয়মের পুনর্ব্বার মতান্তর হইল এবং আজ্ঞা হইল যে লবণের সরবরাহ এজেণ্টসাহেব-দিগের দ্বারা হইবেক এবং সমস্ত দেশজাত লবণ তাঁহারদের দ্বারা কোম্পানি বাহাদুরের অগ্রে প্রস্তুত করা যাইবেক এবং সেই লবণ মধ্যম অথচ নির্দ্ধারিত মূল্যে নগদ টাকায় বিক্রয় করা যাইবেক এবং সেই নিয়মিত মূল্য প্রতিবৎসর কার্য্যারম্ভকালে নিমকপোক্তানীর গবর্ণমেণ্টকর্তৃক ইশ্‌তিহারের দ্বারা প্রকাশ হইবে। ইউরোপীয় এজেণ্ট সাহেবেরা প্রথমতঃ লবণোৎপন্ন কোম্পানির লাভের উপরে শতকরা দশ টাকা করিয়া কমিসান পাইলেন কিন্তু কালক্রমে তাহা ন্যূন করিয়া তিন টাকা পরে আড়াই টাকা করিয়া স্থির হইল। ১৭৮৭ সালে সমস্ত লবণ নীলামে বিক্রয় করিতে হুকুম হইল।

১৭৯৩ সালে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব মোকররী বন্দোবস্ত করিলে নিমক দপ্তরের কার্য্য বোর্ড ট্রেডের সাহেবদিগের তাবে হইল কিন্তু ইউরোপীয় এজেণ্ট সাহেবদিগের দ্বারা নিমকের সরবরাহকারী কর্ম্ম বজায় থাকিল। বোর্ড ট্রেডের সাহেবেরা যখন লবণের সরবরাহের বিষয়ের তদারক করিতে লাগিলেন তখন তাঁহারা দেখিলেন যে নিমকপোক্তানীর কার্য্য দুই প্রকারে চলিতেছিল। প্রথমতঃ আজ্জোরানামক মলঙ্গীরদের দ্বারা জবরদস্তীতে নিমক প্রস্তুত করা যাইতেছিল দ্বিতীয়তঃ ঠিকা মলঙ্গীরদের দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক বন্দোবস্তের দ্বারা নিমকের সরবরাহ হইতেছিল তাঁহারা আরো দেখিলেন যে ঠিকা মলঙ্গীরা লবণের নিমিত্ত যে মূল্য পাইতেছে তাহার কেবল অর্দ্ধেক মূল্য আজ্জোরারা পাইতেছিল এবং এই অল্প বেতনে তাহারদের অতিশয় কষ্টে প্রাণধারণ হইতেছিল। ঐ সাহেবদিগের কর্ণগোচর হইল যে হিজলী ও তমোলুকের নিমকমহালে ১৩৩৮৮ তের হাজার তিন শত অষ্টাশী পরিজনসমেত আজ্জোরা মলঙ্গীরা আছে এবং তাহারা দুই তিন শত বৎসরাবধি এইরূপ ক্লেশ পাইতেছে। বিবেচনাকরণানন্তর বোর্ডের সাহেবেরা ইহা ঠাহরাইলেন যে ইহার পূর্ব্বে অল্প মূল্যে নিমকের সরবরাহকরণের নিয়মে ঐ আজ্জোরারা স্বকীয় ভূমি নিষ্কররূপে অথবা অতিশয় ন্যূন খাজনায় ভোগ করিল কিন্তু কালক্রমে জমীদারেরা নানাছলে লবণের মূল্যের কিছু বৃদ্ধি না করিয়া সেই২ ভূমির খাজানা সম্পূর্ণরূপে ঐ বেচারা মলঙ্গীরদের স্থানে লইতে লাগিলেন। বোর্ড ট্রেডের সাহেবেরা ইহা অবগত হইবামাত্র আজ্জোরারদের লবণের মূল্য ঠিকা মলঙ্গীরদের লবণের তুল্য করিতে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিলেন এবং অবিলম্বে গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মত হইলেন। নিমকের এজেণ্ট সাহেবেরা গবর্ণমেণ্টকে আরো এই নিবেদন করিলেন যে ঠিকা মলঙ্গীরদের স্থানে যে হারে লবণ লওয়া যাইতেছে তাহাতে তাহারদের উপযুক্তরূপে গুজরাণ হয় না। ঐ সাহেবেরদের পরামর্শক্রমে নিমকের চুক্তির মূল্য শতকরা ৫৫ টাকাঅবধি ৭৭ টাকাপর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা গেল। নিমকের মূল্য এইরূপে বৃদ্ধি হইলে এজেণ্ট সাহেবেরা অধিক লবণ প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন এবং এইরূপে মলঙ্গীরদের উপকার এবং সরকারেরো লাভ হইল।

নিমক পোক্তানীর দ্বারা সরকারের যে লাভ হয় তদ্বিষয়ে নীচের লিখিত তফসীল প্রকাশ করা যাইতেছে।

		টাকা।
১৭৬৬ সালের লবণ জাত রাজস্ব।		১৩০০০০০
১৭৮০ সালে	...	৪০০০০০০
১৮১০।১১।১২ সালে।	...	১১৭২৫৭০০
১৮২১।২২ সালে।	...	১২৮৪০৮৯০
১৮২৫।২৬ সালে।	...	১৫৮৮৫৩৭৬

বর্ত্তমানকালে কলিকাতা ও বোম্বে ও মান্দ্রাজজাত সমস্ত লবণের বিক্রয়েতে ২৫৮২০৩৮৬ টাকা উৎপন্ন হয়। নিমকপোক্তানীর খরচ ৭৭০৮৪৪৯ টাকা হয় অতএব নিমকের কার্য্যে কোম্পানির খরচা বাদে লাভ বৎসরে... ১৮১০০০০০ টাকা।

(২৬ ডিসেম্বর ১৮২৯। ১৩ পৌষ ১২৩৬)

টৌনহালে সভা।—শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের ইজারার কাল উত্তীর্ণ হইলে হিন্দুস্থান ও চীনদেশের মধ্যে বাণিজ্যকার্য্য সর্ব্বসাধারণ হয় আর ইউরোপীয় লোকেরা এদেশে আসিয়া তালুকদারী ও কৃষিব্যবসায় করিতে পারেন এতদভিপ্রায়ে কলিকাতাবাসি কতকগুলীন সওদাগর ইঙ্গরেজ ও বাঙ্গালী বাবুরা ইংগ্লণ্ডের মহাসভায় দরখাস্ত পাঠাইবার পরামর্শ স্থিরনিমিত্ত গত ১৫ দিসেম্বর মঙ্গলবার টৌনহালে এক সভা করিয়াছিলেন শ্রীযুত জান পামর সাহেব সভাপতি হইয়া উক্তবিষয় ব্যক্ত করাতে মেং জান স্মিত সাহেবপ্রভৃতি কএক জন সওদাগর আপন২ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এতদ্দেশীয়েরদিগের মধ্যে ঐ সভায় আর কেহ না গিয়া থাকিবেন কিন্তু কেবল শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর দ্বিতীয় শ্রীযুত বাবু প্রসন্ননাথ ইঙ্গরেজী কাগজে লিখিয়াছে অনুমান হয় বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর হইবেন ইঁহারদিগের অভিপ্রায় ঐ সাহেবেরদিগের সহিত ঐক্য হইল কিন্তু শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সিবিল কিম্বা মিলিটরি চাকর কেহ ঐ সভায় যান নাই এবং তাঁহারদিগের মধ্যে কাহার মত আছে ইহাও কোন কাগজে প্রকাশ পায় নাই।

এতদ্বিষয়ে আমারদিগের অভিপ্রায় কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতে অভিলাষ হইল অতএব লিখি ইউরোপীয় লোকের এ অভিলাষ অর্থাৎ ইঙ্গরেজ তালুকদার ও কৃষক হইলে তাঁহারদিগের মঙ্গল আছে বিশেষতঃ নীলওয়ালা লোকের মহোপকার হইবেক যেহেতুক ইউরোপীয় লোক এক্ষণে এতদ্দেশীয় লোকের দ্বারা ভূমি ইজারা লইয়া কর্ম্মনির্ব্বাহ করিতেছেন ইহার পর জমীদার বা তালুকদার হইয়া সংপূর্ণ স্বামিত্বরূপে এ দেশের দীনদুনিয়ার মালিক হইবেন সে যাহা হউক বাঙ্গালী মহাশয়েরা যাঁহারা ঐ প্রার্থনাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন বা করিবেন তাঁহারদিগের ইহাতে কি উপকার তাহা জানিতে বাঞ্ছা করি যদি পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ লিখিয়া বাঙ্গলা সমাচার পত্রে প্রকাশ করেন তবে এতদ্দেশীয় অনেকে ঐ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া তদুৎপন্ন মঙ্গলের অংশী হইবার চেষ্টা করিতে পারেন। সং চং

(৯ জানুয়ারি ১৮৩০। ২৭ পৌষ ১২৩৬)

ক্লোনিজেসিয়ান। অর্থাৎ ইঙ্গরেজলোকের এদেশে চাসবাসকরণবিষয়ক।—উপর উক্তবিষয় সিদ্ধ হইলে ইঙ্গরেজ লোক আসিয়া এদেশে ভূমির উপর ভূরিরূপে বসতিকরত কৃষিকর্ম্ম ও শিল্পকর্ম্মাদি নানাপ্রকার ব্যবসায় করিবেন ইহাতে কাহার২ বিবেচনা হইয়াছে যে সাধারণের ঐশ্বর্য্য ও সুখবৃদ্ধি হইবেক এ আশা দুরাশামাত্র যেহেতুক তাঁহারদিগের শিল্পবিদ্যাদির ব্যবসায়দ্বারা এদেশের লোকের বর্ত্তমান কালে যে দুরবস্থা হইয়াছে তাহার বহু দৃষ্টান্ত আছে জমীদারী বা তালুকদারীর সুখ ঐর্ ওদেশের অবস্থাই দৃষ্টান্ত আছে আর ব্যবসায়ের দৃষ্টান্ত কিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

ইমারতি কর্ম্ম। বর্ত্তমান সময়ের বিংশতি বৎসরের পূর্ব্বে যখন এই রাজধানীতে গোরা রাজমিস্ত্রী ছিল না তখন সুলতান আজদ্দীন চাঁদ মিস্ত্রী প্রভৃতি অনেক এদেশীয় মিস্ত্রী ঐ ব্যবসায় করিয়া ধনবান হইয়াছিল তাহারদিগের বিভব অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে পরে কতকগুলিন গোরা মিস্ত্রী আসিয়া ঐ কর্ম্ম তাবৎ গ্রাস করিলেন তাহার মধ্যে বৃরুস স্মাইলবরণকরি প্রভৃতি মিস্ত্রীবা অনেক লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া কর্ণিক ছাড়িয়া কেহ স্বদেশে গমন করিলেন কেহ বা কলম লইলেন অভাগা বাঙ্গালী মিস্ত্রীরা কর্ণিক ত্যাগ করিয়া পাগড়ি বান্ধিয়াছিল তাহা গিয়া কোদালি হস্তে হইল এক্ষণে অন্নাভাবাপন্ন ইত্যবধানে বিবেচনা করিতেছি ইঙ্গরেজ লোক রাজমিস্ত্রীর কর্ম্ম করাতে এদেশীয় মিস্ত্রীরা উচ্ছিন্ন হইয়াছে।

বাড়ুই মিস্ত্রীর কর্ম্ম।—এই কর্ম্মে পূর্ব্বে পালপ্রভৃতি ঐশ্বর্য্যবন্ত হইয়াছিলেন। তাহারদিগের পরিবারেরা অদ্যাপি তদ্ধনদ্বারা খ্যাত্যাপন্ন ও সুখী আছেন পরে বোল্ট কোম্পানি-প্রভৃতি অনেক গোরা বাড়ুই মিস্ত্রী হইয়া ঐ ব্যবসায় ভক্ষণ করাতে মৃত রামতনু ঘোষপ্রভৃতি এদেশীয়েরা সকলে গজ ফেলিয়া বাইশ লইল ইহাতে উদরান্নেরো অনাটন হইয়াছে।

স্বর্ণকারের কর্ম্ম। এই কর্ম্ম করিয়া শিবমিস্ত্রাপ্রভৃতি অনেকলোক ভূবি ধনোপার্জ্জন করিয়াছে পরে মিং হেমিল্টন কোম্পানি প্রভৃতি আসিয়া ঐ কর্ম্ম করাতে এদেশীয় স্বর্ণকারেরদিগের প্রায় অদ্য ভক্ষ্যাভাব হইয়াছে আর কোন বাঙ্গালী মিস্ত্রী ধনবান হইতেছে কেহ কহিতে পারিবেন না।

দরজীর কর্ম্ম। এই কর্ম্ম করিয়া রমজান ওস্তাগরপ্রভৃতি কতলোক ধনসঞ্চয় করিয়াছিল ইহারদিগের ভূমিসম্পত্তি হওয়াতে ইহারা প্রসিদ্ধ ধনবানরূপে খ্যাত। পরে মিং গিবসন কোম্পানি-প্রভৃতির আগমনে সূচীব্যবসায়িরা এক্ষণে সূচ্যগ্রে ভূমিক্রয় করা দূরে থাকুক অন্নাভাবে সূচের ন্যায় শুষ্ক হইয়া গেল।

নৌকার ব্যবসায়। পূর্ব্বে দত্তপ্রভৃতি সুলুপাদি ভাড়াদেওন কর্ম্মে বহু ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন সাহেবেরা বোট আফিস করিয়া নৌকাদির ভাড়াদায়ক ও ঘাটমাজিপ্রভৃতির কর্ম্মও কাড়িয়া লইলেন ইহাতে উক্তব্যক্তিরদিগের অনেক লক্ষ টাকার সুলুপ ও বজরাদিগর জলে ভাসিতে২ জল হইয়া গেল।

অতএব বিবেচনা কর শিল্পকর্ম্মকারিরা দুই জন পাচ জন এই নগরে আসাতে এদেশীয় শিল্পকর্ম্মকারিপ্রভৃতি লোকের কি অবস্থা হইয়াছে পরে ভূরিলোক আইলে কি হইবে তাহা কি এই দৃষ্টান্তে বুঝা যায় না।

(১৫ জানুয়ারি ১৮২০। ৩ মাঘ ১২২৬)

প্রতারণা।—মোং শান্তিপুরে শ্রীগুরু ও গোপেশ্বর নামে দুই মামা ভাগিনেয় বাস করিতেন তাহারা চিরকাল ধূর্ত্ততা করিয়া কাল যাপন করিতেন অন্য জীবিকা তাহারদের ছিল না অনেক২ লোকেরদের স্থানে প্রতারণাদ্বারা ধনোপার্জন করিতেন। এক কালে দুই মামা ভাগিনেয় পরামর্শ করিয়া দেশান্তরে গেলেন ৭ সেখানে এক গ্রামে এক ভাগ্যবান লোকের বাটীতে উপস্থিত হইয়া মামা সেই ভাগ্যবানকে বিনয়ে কহিলেন যে মহাশয় আমার সঙ্গি এক ব্রাহ্মণবালককে আমি বিক্রয় করিব আপনকার বাটীতে বিগ্রহসেবা আছে যদি আপনি ক্রয় করেন তবে উপযুক্ত মূল্য দিয়া ক্রয় করুন আপনকার বাটীতে বিগ্রহ সেবাদি করিবেন। তাহাতে ভাগ্যবান ব্যক্তি স্বীকৃত হইল ও উভয় সম্মতিতে এক শত টাকা তাহার মূল্য স্থির হইল এবং অন্ন বস্ত্র সরকার-হইতে পাইবেক। এই নিয়মে মামা ভাগিনেয়কে বিক্রয় করিয়া এক শত টাকা নগদ লইয়া প্রস্থান করিল। ভাগিনেয় ঐ ভাগ্যবানের বাটীতে বিগ্রহসেবার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া পুষ্পচয়ন ও পাক ও জলাহরণাদি সকল কর্ম্ম করিতে লাগিল ক্রমে২ ঐ ব্রাহ্মণের সহিত ভাগ্যবান ব্যক্তির নানা প্রকারে আহার ব্যবহার হইল। এই রূপে মাসেক দুই মাস গত হইলে ঐ ধূর্ত্ত ভাগিনেয় সে কর্ম্ম করাতে বিরক্ত হইয়া সেখানহইতে মুক্ত হইবার এই উপায় ভাবিয়া স্থির করিল। পর দিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া পুষ্পচয়নে গেল ও অপ্রকাশরূপে পুষ্প বনে পশ্চিমাস্য হইয়া ও কাছা খুলিয়া যবনের মত নমাজ করিতে লাগিল। ঐ বাটীর কর্ত্তা তাহা দেখিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে যবন জ্ঞান করিয়া অতি উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিল যে হায় এই অজ্ঞাত কুল শীল অপরিচিত ব্যক্তিকে একশত টাকা দিয়া ক্রয় করিলাম এ কদাচ হিন্দু নহে এ নিতান্ত যবন হায় আমার এক শত টাকাও গেল জাতিও গেল যদি আমার জ্ঞাতি কুটুম্বিরা ইহা জানিতে পায় তবে আমাকে অব্যবহার্য্য করিবে। দুই তিন দিন তাহার এই রূপ ব্যবহার দেখিয়া বাটীর কর্ত্তা ব্রাহ্মণকে নিশ্চয় যবনজ্ঞান করিল ও শীঘ্র তাহাকে বিদায় করিবার নিমিত্ত তাহাকে কহিল যে হে বাপু তুমি আপন পিতা মাতার নিকটে যাও। ধূর্ত্ত কহিল যে কেন মহাশয় আমার কোন কর্ম্মে ক্রটি পাইয়া আমাকে বিদায় করেন আমি তোমার আশ্রয়ে অন্ন বস্ত্রে সুখে আছি আপন পিতা মাতার নিকটে গিয়া কি খাইব যদি তুমি আমাকে নিরপরাধে বিদায় কর তবে সকল কথা প্রকাশ করিব। ইহা শুনিয়া ঐ কর্ত্তা ভীত হইয়া আর এক শত টাকা দিয়া ও অনেক বিনয় করিয়া বিদায় করিল ঐ ধূর্ত্ত বিদায় হইয়া আপন মামার নিকটে গেল ও মামার নিকটে সকল বৃত্তান্ত কহিল। মামা শুনিয়া কহিলেক যে না হইবেক কেন মামার উপযুক্ত ভাগিনেয় বটে। শ্রীগুরু গোপেশ্বরের এই রূপ অনেক কথা প্রসিদ্ধ আছে।

(১৮ জানুয়ারি ১৮২৩। ৬ মাঘ ১২২৯)

কুবাণিজ্য বারণ।—ইংগ্লণ্ডে বর্ত্তমান শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের ভ্রাতা শ্রীশ্রীযুত ডিউক আফ গ্লাষ্টর সাহেব আফ্রিকা দেশের নূতন আবাদবিষয়ে এক প্রধান কর্ম্মকারী তাঁহাকে শ্রীযুত লিষ্টের ষ্টনহোপ নামে এক সাহেব পত্র লিখিয়াছেন ও প্রার্থনা করিয়াছেন যে আফ্রিকা দেশে ও হিন্দুস্থান-মধ্যে দাস দাসী ক্রয় বিক্রয়রূপ বাণিজ্য বারণ কর্ত্তব্য এবং এ বিষয়ের বিশেষ লিখিয়াছেন ও শ্রীযুত কোলব্রুক সাহেবকৃত এতদ্বিষয়ক হিন্দুস্থানীয় ব্যবস্থাও পাঠাইয়াছেন তাহাতে সপ্তপ্রকার দাসত্ব লিখিত আছে। প্রথম যুদ্ধে পরাজিত দ্বিতীয় উপকৃত তৃতীয় দাসসন্তান চতুর্থ ক্রীত পঞ্চম দানলব্ধ ষষ্ঠ পৈতৃক সপ্তম দণ্ডার্হ। ইহারা দুইপ্রকার কর্ম্মে নিযুক্ত হয় এক গৃহকর্ম্মে অন্য কৃষিকর্ম্মে। গৃহকর্ম্মকারী দাস ধনি লোকের বাটীতে অধিক থাকে এবং বেশ্যা বাটীতে ক্রীতা দাসী অধিক থাকে তাহারদের মধ্যে কেহ গৃহকর্ম্ম করিয়া অন্নবস্ত্র পায় কেহ বা বেশ্যাবৃত্তি-দ্বারা যে উপার্জ্জন করে তাহা কর্ত্রীকে দিয়া আপনি অন্নাচ্ছাদনমাত্র পায়। এবং কৃষিকর্ম্মকারী দাসেরাও কেবল অন্নবস্ত্র পাইয়া কৃষিকর্ম্ম করে। হিন্দুস্থানে গৃহকর্ম্মকারী দাস দাসী অনেক আছে এবং করমণ্ডল ও মালাবা ইত্যাদি সমুদ্র তীরস্থ প্রদেশে কৃষিকর্ম্মকারী অনেক দাস আছে। অন্য২ দেশ অপেক্ষায় এই কএক দেশে অর্থাৎ আরকট ও মাদুরা ও কনারা ও কৈয়মটুর ও তিন্নিবেলী ও ত্রিচীনাপল্লী ও মালাবা ও বেনাদ ও তঞ্জাউর ও চিঙ্গলিপটাম প্রভৃতি দেশে কৃষিকর্ম্মকারী দাস বিস্তর আছে মোং কনারাতে অনুমান ষোল হাজারের ন্যূন নাই। ইহারদের মূল্য কিছু নিশ্চয় নাই স্থানভেদে মূল্য বিভিন্ন বালকের মূল্য চারি টাকাঅবধি ১৫ টাকাপর্য্যন্ত স্ত্রী লোকের ১৬ টাকা অবধি ২৪ টাকা পর্য্যন্ত। পুরুষের মূল্য ২৪ টাকাঅবধি এক শত ষাটিপর্য্যন্ত। এইরূপ দাসত্বগ্রস্ত অনেক লোক অতিকষ্টে কালক্ষেপ করিতেছে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারে যে এরূপ হয় সে কেবল দুঃখের বিষয় তাহা নহে কিন্তু অখ্যাতির বিষয়ও বটে অতএব এই প্রার্থনা যে কোনরূপে এই বাণিজ্য বারণ করা যায়।

(১১ অক্টোবর ১৮২৮। ২৭ আশ্বিন ১২৩৫)

ভার্য্যা বিক্রয়।—শ্রীআনন্দচন্দ্র নন্দীর প্রমুখাৎ আমরা অবগত হইলাম যে জিলা বর্দ্ধমানের মধ্যে এক ব্যক্তি কলু অনেক দিবসাবধি বাস করিত সংপ্রতি বর্ত্তমান বৎসরে তণ্ডুলের মূল্য বৃদ্ধি দেখিয়া মনে২ মন্ত্রণা করিয়া আপন স্ত্রীকে বিক্রয় করিবার কারণ তত্রস্থ কোন স্থানে লইয়া গেল তাহাতে তত্রস্থ এক যুবা ব্যক্তি আসিয়া কএক টাকাতে তাহাকে ক্রয় করিল ঐ স্ত্রী দর্শনে বড় কুরূপা নহে এবং তাহার বয়ঃক্রম অনুমান বিংশতি বৎসর হইবেক যাহা হউক সেই কলুপো কএক টাকা পাইয়া ভার্য্যা দিয়া অনায়াসে গৃহে প্রস্থান করিল এতাবন্মাত্র শুনা গেল।

(১১ মার্চ ১৮২৬। ২৯ ফাল্গুন ১২৩২)

তণ্ডুল সম্পাদক নূতন যন্ত্র। অর্থাৎ ধানভানা কল।—১৫ ফেব্রুআরি বুধবার এগ্রিকলটিউর

সোসৈয়িটি অর্থাৎ কৃষি বিদ্যাবিষয়ক সমাজের এক সভা হইয়াছিল। ঐ সভায় ডেবিড স্কাট সাহেবকর্তৃক প্রেরিত কাষ্ঠ নির্ম্মিত ব্রহ্মদেশে ব্যবহৃত তণ্ডুলনিষ্পাদক একপ্রকার যন্ত্র অর্থাৎ যাঁতাকল সকলে দর্শন করিলেন ঐ যন্ত্রে প্রতিদিন কেবল দুই জন লোকে ১০ মোন তণ্ডুল প্রস্তুত করিতে পারে তাহার এক জন কল নাড়ে ইহাতে পরস্পর শ্রান্তিযুক্ত হইলে ঐ কর্ম্মের পরিবর্ত্তন করে এতদ্দেশে ঢেঁকি যন্ত্রে তিন জন বিনা অর্দ্ধমোনের অধিক তণ্ডুল হওয়া দুষ্কর আর তাহারা পরিশ্রান্ত হইলেই ঢেঁকি বন্ধ হয়।

(৮ আগষ্ট ১৮২৯। ২৫ শ্রাবণ ১২৩৬)

কলিকাতার গঙ্গাতীরস্থ কল।—যে কল কএক মাসাবধি কলিকাতাব গঙ্গাতীরের রাস্তার উপর প্রস্তুত হইতেছিল তাহা সংপ্রতি সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং কলিকাতাস্থ লোকদিগকে সুজি যোগাইয়া দিতে আরম্ভ করা গিয়াছে। এই কলের দ্বারা গোম পেষা যাইবে ও ধান ভানা যাইবে ও মর্দ্দনের দ্বারা তৈলাদি প্রস্তুত হইবে এবং এই সকল কার্য্য ত্রিশ অশ্বের বল ধারি বাষ্পের দুইটা যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হইবে। এতদ্দেশীয় অনেক লোক এই আশ্চর্য্য বিষয় দর্শনার্থে যাইতেছেন এবং আমরা আপনারদের সকল মিত্রকে এই পরামর্শ দি যে তাঁহারা এই অদ্ভুত যন্ত্র বাষ্পের দ্বারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুই হাজার মোন গোম পিষিতে পারে তৎস্থানে গমন করিয়া তাহা দর্শন করেন।

(১ সেপ্টেম্বর ১৮২৭। ১৭ ভাদ্র ১২৩৪)

কৃত্রিম ঘৃত।—পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে এই কলিকাতা নগরে কএক স্থানে ঘৃত বিক্রেতারা ঘৃতের সহিত চরবি মিশ্রিতপূর্ব্বক বিক্রয়ের নিয়ম করিয়াছিল এতদ্রূপ ব্যাপার কএক জনের দৃষ্টিগোচর হইবাতে তন্মধ্যে এতদ্দেশ জাত এক জন সাহেব দয়া পুরঃসরে পুলিসে সম্বাদ দিবাতে বিচারকর্ত্তারা ঘৃত বিক্রেতারদিগকে ঘৃতের সহিত আনয়ন করিতে পদাতিকে আজ্ঞা দিলেন পদাতিকর্তৃক কএক জন ঘৃতবিক্রেতা ধৃত হইয়া পুলিসে উপনীত হইল এবং বিচারান্তে ডাক্তর সাহেবের দ্বারা ঘৃতের পরীক্ষা হইবাতে চরবি মিশ্রিত সপ্রমাণ হইল এমতে বিচারকর্ত্তারা তাহারদের মধ্যে দুই জনকে সে দিবস অপরাধী বোধ করিয়া ৫০ পঞ্চাশ২ মুদ্রা দণ্ড এবং ছয়২ মাস কারাগারে স্থান প্রদান করিয়াছেন অবশিষ্ট বিক্রেতারদের সে দিন বিচার না হইবাতে দণ্ডের নির্ণয় হইল না আগামিতে যাহা জানা যায় প্রচার করা যাইবেক।

আমরা ইহাতে অতিশয় আক্ষেপ করিলাম যেহেতুক এখনকার ব্যবসায়ি অধমেরা এমত কর্ম্ম নাই যে তাহা সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইতে না পারে পূর্ব্বে শুনা যাইত যে অন্য২ বস্তু সংযুক্ত করিত এক্ষণে চরবি মিশ্রিত করিতে আরম্ভ করিলেক। ইহাতে হিন্দুলোকের ধর্ম্ম কি মতে রক্ষা হইতে পারে এবং লোক সমূহের নানা মতে পীড়িত হইবারই ইহাতে কি২ সম্ভাবনা না আছে এক্ষণে অভিপ্রায় করি যে বিচারকর্ত্তারদের শাসনে এমত বা আর না হয় আমরা এই বিষয় কোন বিশিষ্ট লোকের প্রমুখাৎ শুনিয়া প্রকাশ করিলাম…। তিং নাং

(২৩ নবেম্বর ১৮২২ । ৯ অগ্রহায়ণ ১২২৯)

ঋণদ্বেষকের পত্রের অবশিষ্ট কথা ॥—ঋণগ্রস্ত হওনেচ্ছা কেবল এক অঞ্চলে কিম্বা এক গ্রামে কিম্বা এক জাতির মধ্যে আছে তাহা নয় কিন্তু সর্ব্বত্র সাধারণ হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ কর্ম্মেতে আলস্য যে লোক বিশ বৎসরপর্য্যন্ত কর্জ্জ করিয়া কালক্ষেপণ করিয়াছে সে যদি চেষ্টা করে তবে এক বৎসরের মধ্যে মুক্ত হইতে পারে কিন্তু সাধারণ লোকেরদের মধ্যে এমন ইচ্ছা প্রায় নাই। এক ঋণহইতে মুক্ত না হইতে২ অন্য ঋণ করে আপন সংভ্রম পর্য্যন্ত যাহার স্থানে যত পাইতে পারে তাহা লইতে অনিচ্ছুক হয় না অনুমান হয় যে ষোলআনার মধ্যে বারআনা ঋণগ্রস্ত ও চারি আনা মহাজন। হিন্দু লোকেরা কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিতে পারিলেই তাহাতে অলঙ্কার ও লওয়াজিমা বাসন প্রভৃতি করে এই সকল দ্রব্য করাতে আত্মোপকার অধিক হয় না যেহেতুক কোন দায় উপস্থিত হইলে ঐ সকল দ্রব্য অর্দ্ধ মূল্যে মহাজনের নিকটে বন্ধক রাখে পরে অল্প দিবসের মধ্যে শুদে মূলে সে দ্রব্য বিকাইয়া যায়। প্রথম অলঙ্কার বন্ধক দেওন কালে মহাজনের সঙ্গে আলাপ হয় পরে ক্রমে২ বাটীর সকল জিনিস দিয়া কেবল আপনারদের ব্যবহার্য্য দুই এক জলপাত্র অবশিষ্ট রাখে। পরে অতিদায়গ্রস্ত হইয়া তাহাও মহাজনকে দেয় অবশেষে থালের পরিবর্ত্তে কদলীপত্রে ভোজন করে কিন্তু এ সকল অতি-দুঃখির চিহ্ন।

(২৪ মার্চ ১৮২৭ । ১২ চৈত্র ১২৩৩)

প্রেরিত পত্র। চন্দ্রিকা পত্রহইতে নীত।—সেবক শ্রীরসিকারমণ পোদ্দারস্যনিবেদনমিদং। মহাশয়ের ২৩ ফালগুণ তারিখের চন্দ্রিকাতে কোন এক বিজ্ঞ মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া নাগরির সমাচারের কাগজে মারবাড়ি মহাজনেরা আমারদিগকে যে অপবাদ দিয়াছেন তাহা তরজমা করিয়া প্রকাশ করাতে আমরা অবগত হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ দিলাম এক্ষণে সেই মহাজনের-দিগের কথার উত্তর প্রদান করি।

প্রথমতঃ লেখেন বাঙ্গালি ক্ষুদ্রমহাজনেরদের সহিত আমরা ব্যবহার রাখিব না ইংরদিগের সহিত ব্যবহারে আমারদিগের দুই লক্ষ টাকা অপচিত হইয়াছে। উত্তর ক্ষুদ্রের সহিত ব্যবহার করিলে অবশ্যই অপচয় হয় ইহাতে কি বাঙ্গালি কি মারবারি কি অন্যান্যদেশীয় যে ক্ষুদ্র তাহারি ক্ষুদ্রস্বভাব এবং ক্ষুদ্র বুদ্ধি হয় যে ব্যক্তি তত্তুল্য সেই তাহার সহিত ব্যবহার করে আমি এমত অনেক প্রমাণ দিতে পারি যে কত ক্ষুদ্র মারবাড়ির দ্বারা কত বাঙ্গালির ক্ষতি হইয়াছে যে দেশে যাহারদিগের বাস তাহার তাবৎ লোকেরি যদি এস্বভাব হইত তবে মহামান্য ইংগ্লণ্ডীয় কোন মহাজনের দ্বারা কোন দেশীয় মহাজনের ক্ষতি হইত না এ সকল ব্যবসায়ের কর্ম্ম লভ্য ও অপচয় হইয়া থাকে ইহাতে জাতির গ্লানি হয় এমত নহে।

দ্বিতীয়তঃ পোদ্দার লোক যে এক২ জন তাবৎ মহাজনের কুটিতে আছে তাহারদিগের

হস্তে ব্যাঙ্কনোট ইত্যাদি পাঠান যাইবেক না মাথাখোলা বাঙ্গালিরা এক আকৃতিরই হয় কখন কে উড়নি উড়াইয়া পলায়ন করিবেক আর আপন২ ঘরের ব্রাহ্মণ অথবা পাচক ব্রাহ্মণ ইত্যাদিদ্বারা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা যাইবেক। উত্তর মাথাখোলা বাঙ্গালি পোদ্দার না থাকিলে তাঁহারদিগের কদাচ কর্ম্ম উদ্ধার হয় না যদি তাহা হইত তবে তাঁহারদিগের স্বদেশীয় শুঁয়াতোলা লাল উষ্ণীষধারি কোমরবান্ধা পানগুয়া গালভরা কি দরবান কি চাকর কি ব্রাহ্মণ কি পাচক ব্রাহ্মণ কি গোমস্তা যাহারদিগের সকলেরি সমান জ্ঞান সমান অবয়ব তাহারদিগেব দ্বারা তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন আমারদিগকে রাখিতেন না দুঃখের কথা কি কহিব এক দিবস এক-খান ব্যাঙ্ক নোট ভাঙ্গাইতে হইবে গদির গোমাস্তা কহিলেন এক আদমি বেঙ্কলমে যাও নোটকা রূপেয়া লেআও অর্থাৎ ব্যাঙ্কে গিয়া টাকা আন ইহা শুনিয়া শুঁয়াতোলা উষ্ণীষবান্ধা এক মহাশয় রাস্তায় গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে বাঙ্কলমে কোন রাস্তাসে যাঙ্গে। এই কথা পাঁচ সাত জনকে জিজ্ঞাসা করিতে এক জন কহিল সেখানে জাহাজের দ্বারা যাইতে হয় ইহা শুনিয়া ফিরিয়া আসিয়া গোমাস্তাকে কহিল হামকো জাহাজমে তেজতেহো। পরে আমি গিয়া টাকা আনিলাম ইত্যাদি কত কথা আছে যদি বল যে কর্ম্মের লোক তোমরা বট কিন্তু অবিশ্বাসী উত্তর অদ্যাপি কেহ বলিতে পারিবেন না যে কোন পোদ্দার কাহারও কুঠীহইতে টাকা লইয়া পলাইয়াছে বরং অনেক ক্ষুদ্র মারবাড়ি পোদ্দারের মাহিয়ানা বাকী রাখিয়া স্বদেশে গমন করিয়া আব আইসে নাই কিমধিক নিবেদনমিতি ২৮ ফাল্‌গুণ। সং চং

(১৮ এপ্রিল ১৮২৯। ৭ বৈশাখ ১২৩৬)

নূতন পয়সা।—পয়সার অপ্রাপ্যতা প্রযুক্ত দীন দুঃখিরদিগের অতিশয় ক্ষতি হয় অর্থাৎ এক টাকায় প্রায় তিন পয়সা বাট্টা যায় এই দুঃখ নিবারণহেতুক শুনা যাইতেছে যে গবর্‌নর্‌-মেণ্টের আজ্ঞায় নূতন পয়সা বাহির হইবে শুনা গিয়াছে যে এ পয়সা বাঙ্গেতে নির্ম্মিত হইবে এবং কড়ি ও পয়সার পরিবর্ত্তে এই পয়সা চলিবে। সং চং

শাসন

(১৬ জানুয়ারি ১৮১৯। ৪ মাঘ ১২২৫)

ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকৃত নানাদেশের বিচারস্থান।—এই হিন্দুস্থান ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধীন হওয়াতে বিচারস্থান এই কএকটা নিরূপিত হইয়াছে ইহার কারণ এই যে সকল লোক নিকটে বিচারস্থান পায় যেহেতুক প্রজা লোকেরদের পরস্পর দৌরাত্ম্য হইলে তন্নিবারণার্থ বিস্তর দূর যাইতে না হয়। বাঙ্গালার মধ্যে তিন স্থানে কোর্ট আপীল আছে কলিকাতা ও ঢাকা ও মুরশেদাবাদ। আর পশ্চিমেও তিন স্থান আছে। পাটনা ও

বানারস ও বরেলি। এই ছয় কোর্টের অধীন তাবৎ হিন্দুস্থানের বিচারস্থান এই২ প্রকারে বিভক্ত আছে।

কলিকাতার অন্তঃপাতী নয় বিচারস্থান। বর্দ্ধমান ও কটক ও নবদ্বীপ ও হুগলি ও যশোহর ও জঙ্গলমহল ও মেদনিপুর ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তি প্রদেশ ও চব্বিশ পরগণা।

ঢাকার অন্তর্গত সাত বিচারস্থান। বাখরগঞ্জ ও চট্টগ্রাম ও নিজ ঢাকা শহর ও ঢাকা জলালপুর অর্থাৎ ঢাকার জিলা ও মহীমনসিংহ ও শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা।

মুরশেদাবাদের অন্তঃপাতী একাদশ বিচারস্থান। বীরভূমি ও ভাগলপুর ও ভাগলপুরের অন্তঃপাতী মুগের ও দিনাজপুর ও দিনাজপুরের অন্তঃপাতী মালদহ ও নিজ মুরশেদাবাদ ও মুরশেদাবাদের নিকটবর্ত্তি প্রদেশ ও পুরণিয়া রাজসাহী ও রঙ্গপুর দুই।

পাটনার অন্তঃপাতি ছয় বিচারস্থান। বাহার ও নিজ পাটনা শহর ও রামগড় ও সাহরণ ও শাহাবাদ ও তীরহুত।

বানারসের অন্তঃপাতী দশ বিচারস্থান। ইলাহাবাদ ও ইলাহাবাদের অন্তঃপাতী ফতেহ্‌পুর ও বন্দেলখণ্ড ও বন্দেলখণ্ডের অন্তঃপাতী কুলপি ও নিজ বানারস শহর ও গোরকপুর ও গোরকপুরের অন্তর্গত আজমগড় ও জৈনপুর ও জৈনপুরের অন্তঃপাতি গাজীপুর ও মীরজাপুর।

বরেলির অন্তঃপাতি নয় বিচারস্থান। আগরা ও আলীগড় ও নিজ বরেলি ও কানপুর ও ইটায়া ও ফরক্কাবাদ ও মুরাদাবাদ ও দক্ষিণ সাহারণপুর ও উত্তর সাহারণপুর।

(১৯ আগষ্ট ১৮২০। ৫ ভাদ্র ১২২৭)

শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞা। – শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব এতদ্দেশের যেরূপ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাহা পশ্চাতে লিখনের দ্বারা সকলে অবগত হইবেন।

যখন [ফোর্ট উইলিয়াম] কালেজের সাহেবেরদের ইস্তাহাম হয় সেই কালে এমত রীতি আছে যে শ্রীশ্রীযুত তাহারদিগকে হিতোপদেশ কথা কহেন। ঐ কালেজের সাহেবেরা ইস্তাহামে উত্তীর্ণ হইলে রাজ্যের নানা কর্ম্মে নিযুক্ত হন অতএব রাজ্যের কর্ম্মে তাহারা নিযুক্ত হইলে এতদ্দেশীয় লোকেরদের উপকারার্থে ঐ সাহেবেরদের যে২ কর্ম্ম কর্ত্তব্য তাহা গত ইস্তাহামের পর শ্রীশ্রীযুত এই রূপে তাহারদিগকে কহিলেন।

এই কালেজ ২০ বৎসর স্থাপিত হইয়াছে ইহার মধ্যে চারি শত জন সাহেব এই কালেজে শিক্ষিত হইয়া কোম্পানির কর্ম্ম যোগ্য হইয়াছেন। ও দেড় শত হইতে অধিক বহী উৎপন্ন হইয়াছে ইহার মধ্যে ব্যাকরণ ও অভিধান ও অন্য২ বহী পূর্ব্বদেশীয় ষোল ভাষাতে প্রস্তুত হইয়াছে এখনও আমারদিগের ভরসা আছে যে শ্রীযুত লেপটেনেন্ট এইটন সাহেব কর্ত্তৃক নেপালীয় ভাষা ও নেওয়ারীয় ভাষাতে দুই ব্যাকরণ প্রস্তুত হইবেক। যে সকল সাহেবেরা কোম্পানীর কর্ম্ম যোগ্য হইয়া কর্ম্মে চলিষ্ণু তাহার-

দিগের প্রতি কিছু হিতোপদেশ ও কর্ম্মের পরামর্শ বিধান কথনের যে সাবকাশ আছে তাহা আমি ত্যাগ করিতে পারি না আমার যে আবশ্যক কথা তাহার মূল আমি. পূর্ব্বেই কহিয়াছি কিন্তু যে উচ্চপদে তোমরা নিযুক্ত হইতেছ তাহাতে তোমারদিগের পুনঃ২ স্মরণার্থ আমার কথনের আবশ্যকতা আছে কোম্পানীর কর্ম্মের প্রথম আবশ্যক ভারতবর্ষের ভাষা জ্ঞাত হওয়া তাহা আপন সম্রমে তোমরা জ্ঞাত হইয়াছ। এখন তোমরা ইহাহইতে ভারি কর্ম্মে নিযুক্ত হইবা তোমরা যে সকল কর্ম্মে নিযুক্ত হইবা ইহাহইতে ভারি কর্ম্ম মনের গোচরে আইসে না কালক্রমে তোমরা অত্যল্প লোক হইয়াও অনেক লোকের মধ্যে স্বদেশস্থেরদের প্রতিনিধি হইবা এবং স্বদেশের সম্রম ও দেশের ব্যবস্থা তোমারদিগের হস্তে সমর্পণ করা গেল। আমারদের রাজ্য এ দেশের সুখ কিম্বা দুঃখ জন্মাইবে সে তোমারদিগের হাতে। আমারদিগের অধীন লোক হইতে ধন্যপ্রাপ্ত হই কিম্বা শাপগ্রস্ত হই সে তোমারদিগের কর্ম্মদ্বারা প্রকাশ হইবেক এবং ভারতবর্ষীয় লোকেরা ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগের যেমত অনুরোধ রাখে ইহার তুল্য পৃথিবীর বিবরণের মধ্যে আহ্লাদীয় বিষয় নাই। এবং এই অতিশয় মহারাজ্য ভারতবর্ষ ইহার মধ্যে এই অনুরোধ প্রকাশ। চতুর্দ্দিগে দেখ ও আপনারদিগকে জিজ্ঞাসা করহ যে এ অনুরোধের মূল কি এবং দেখ আমারদিগের উপর তাবৎ ভারতবর্ষীয় লোকেরা কি রূপ ভরসা রাখে এবং আমারদিগের শিক্ষার উপর ও পরামর্শের উপর ও আমারদিগের প্রীতির উপর তাহারদিগের কি পর্য্যন্ত ভরসা। ও মধ্য হিন্দুস্থানীয়েরদের যে অশ্রুত বাক্য অর্থাৎ সুখ সে আমারদিগের দত্ত এই সকল আপন মনে বিবেচনা করিয়া কহ আমারদিগের রাজকর্ম্ম ও সৈন্যীয় কর্ম্মের লোকেরদিগের উদ্যোগ ভিন্ন কি ইহা হইতে পারিত আরও এই স্নিগ্ধ বৃক্ষের একটী পাতা অকর্ত্তব্য কর্ম্মদ্বারা শুষ্ক করিও না কালক্রমে তোমারদিগের সকলকে এই চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে এই বৃক্ষের ডাল ও পাতা সর্ব্বদা স্নিগ্ধ থাকে। এ পর্য্যন্ত যে শিক্ষা করিয়াছ ইহাতেই কৃতকার্য্য হইয়াছ এমত মনে করিও না যেহেতুক যে ভাষাদ্বারা ভারতবর্ষীয় লোকেরদিগের মনের উপরে যে অনুরোধ করিবা ইহার কিছু সংখ্যা নাই। যে বিষয় তাহারদিগকে জ্ঞাত করাইতে বাসনা করহ যে বিষয় স্থির রূপে ও কাঠিন্যরূপ প্রকাশ ভিন্ন অন্যরূপে কখন পারিবা না ভারতবর্ষীয় লোকেরদিগের কি রূপে উপকার হয় ও স্বদেশের সম্রম বৃদ্ধি হয় শ্রীযুত কোম্পানির এতদ্ভিন্ন অন্য চেষ্টা নাই।

আমি আরও বিশেষ কিছু তোমারদিগকে কহিব তোমরা সাধু স্বভাবে সর্ব্বদা সৎপথে থাক ইহাও আমার বলিবার আবশ্যক ছিল না যেহেতুক বালক কালাবধি যে শিক্ষা পাইয়াছ ও যে সকল লোকের মধ্যে সর্ব্বদা রহিয়াছ ইহাতে আমার ভরসা হয় যে ইহা আমার কহার আবশ্যক নাই তোমরা সর্ব্বদা সাবধান থাক ও খোসামুদে লোকের প্রতি কর্ণ অধিক দিও না ও গরীবের প্রতি কর্ণ বন্ধ করিও না যে সকল কর্ম্ম তোমারদিগের

হাতে সমর্পণ করা গেল তোমরা ইহা অন্তের হস্তে সমর্পণ করিও না যেহেতুক তাহারা কুকর্ম্মদ্বারা তোমারদিগের অসংভ্রম জন্মাইতে পারে আপন ষড়বর্গে সাবধান হও যাহাতে তোমার স্বাভিমত বারণ হয় আর বহুব্যয়ী হইও না কিন্তু হইলে দুষ্ট হস্তে পতিত হইয়া তাহার বশীভূত হইবা এবং তোমার নামে গরীব লোকেরদের প্রতি অন্যায় করিয়া তোমারদিগের অসংভ্রম জন্মাইবেক ও শেষে সর্ব্বনাশ করিবেক ধৈর্য্যাবলম্বনে গরীবের প্রতি অনুগ্রহ রাখিবা যদ্যপি গরীব লোকেরা নানা প্রকার সোর করে ও রোদন করে তথাপি তুমি ক্রোধ করিবা না যেহেতুক তাহারা অজ্ঞান এ কারণ তোমাকে ধৈর্য্য হইতে হইবেক তোমার সকল কর্ম্মের সঙ্গে দয়া রাখিবা এ প্রকার চলিলে এই২ উপকার হইবেক আপনার ও স্বরাজ্যের সংভ্রম বৃদ্ধি হইবেক ও রাজশাসনের প্রীতি ও আপনারদিগের প্রীতি পাইবা ও তোমার চতুর্দিগস্থ লোকেরা তোমার সম্মান রাখিবে ও প্রেম করিবে ও আপন অন্তঃকরণে সর্ব্বদা তুষ্ট থাকিয়া এই সকল হইতে অধিক আর কি।

(৮ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ২৫ ভাদ্র ১২২৮)

পুরুষাঙ্গচ্ছেদন ॥—মোকাম কালনার নিকটবর্ত্তি দারেটন নামে এক গ্রামের এক জন তিলি মোকাম কলিকাতাহইতে বাটী যাইতেছিল তাহাতে ২৯ আগস্ত বুধবার বাঙ্গালা ১৫ ভাদ্র মোকাম ত্রিবেণীর উত্তরে নওয়া সরাইয়ের দক্ষিণে চন্দ্রহাটী গ্রামের নীচে গঙ্গাতীরের রাস্তা দিয়া ঐ তিলি একাকী যাইতেছিল তখন সূর্য্য প্রায় অস্তগত। এই সময়ে দুই জন দস্যু আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল ওরে তোর ঠাঁই কি আছে। তিলি কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া উত্তর করিল যে আমার স্থানে চারি আনা পয়সামাত্র আছে আর কিছু নাই। পরে ঐ দুষ্ট দুই জন তাহা লইয়া বার২ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে তোর ঠাঁই আর কি আছে। তাহাতে ঐ তিলি রাগাপন্ন হইয়া নীচ লোকের ব্যবহারানুসারে কহিল যে আমার ঠাঁই অমুক আছে তাহা কাটিয়া লইবি। ইহা শুনিয়া ঐ দুই জন কহিল যে হাঁ কাটিয়া লইব ইহা কহিয়া এক জন তাহাকে ধরিল অন্য ব্যক্তি অস্ত্র লইয়া তাহার অর্দ্ধ পুরুষাঙ্গচ্ছেদন করিল। সে তিলিও বলবান আপনার নিতান্ত অনুপায় ভাবিয়া যথাশক্তি তাহারদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরে তিন জন মারামারি করিতে২ জলে পড়িল। তখন ঐ দুষ্ট দুই ব্যক্তি তাহাকে অতিশক্ত বুঝিয়া তাহার গলায় এক ছোরা মারিল সে ছোরা তাহার গলায় না লাগিয়া কেবল ঘাড়ের যৎকিঞ্চিৎ স্থান কাটিল কিন্তু তাহারা জানিল যে নিশ্চয় তাহার গলায় ছোরা লাগিয়াছে ইহাতেই শালা মরিবেক। তিলিও জলে ডুব দিয়া তাহারদের হাত ছাড়াইল এবং একটানা গঙ্গার আনুকূল্যে ভাসিতে২ অত্যল্প ক্ষণের মধ্যে ত্রিবেণীর ঘাট পাইল। সেখানে জলহইতে উঠিয়া ত্রিবেণীর থানায় গিয়া তাবৎ বৃত্তান্ত জানাইল ও প্রত্যক্ষতো দেখাইল। পরে তথাকার দারোগা অনেক লোক সরঞ্জাম সমেত সেই রাত্রিতে ঐ চন্দ্রহাটী গ্রাম ঘেরিয়া প্রাতঃকালপর্য্যন্ত রহিল পর দিন প্রাতে ঐ গ্রামের তাবৎ পুরুষেরদিগকে ত্রিবেণীর হাটখোলায় আনিল এবং ছয় সাত লোক একত্র আনিয়া

ঐ তিলিকে দেখাইতে লাগিল অনেক ক্ষণ পরে তিলি সেই দুই জনকে চিনিয়া ধরাইয়া দিল। দারোগা ঐ দুই জনকে শক্ত কএদ করিয়া ঐ তিলির সহিত সদরেতে চালান করিয়াছে।

এই রাহাজানি হওয়া অবধি সে গ্রামের নাম অমুক কাটা চন্দ্রহাটী খ্যাত হইয়াছে।

(৭ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ২৬ মাঘ ১২৩০)

হুগলী।—জিলা হুগলীর বিচারকর্ত্তার সদ্বিচারানুসারে দুষ্ট দমন শিষ্ট পালন ইত্যাদি রাজনীতি বিষয় ব্যবহারে প্রশংসা বহুতর শুনা যাইতেছে। ২ মাঘ তারিখের গভীর রাত্রি কালে শ্রীযুক্ত স্বজাতীয় পরিচ্ছদ পরিবর্ত্ত করিয়া বাঙ্গালা পোশাক পরিধানপূর্ব্বক কিছু দূর ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন তাহাতে মোং শাহাগঞ্জের চৌকীদার দেখিয়া এককালে হস্ত ধরিয়া কহিলেক যে কে তুমি এত রাত্রিতে যাইতেছ আমারদের সাহেবের এমত হুকুম নাই তাহাতে কিছু টাকা দিতে স্বীকার করিলেন কিন্তু চৌকীদার কহিলেক যে এক শত টাকা দিলেও এ রাত্রিতে তোমাকে ছাড়িতে পারি না। পরে এইরূপ কথোপকথন হইতে শ্রীযুতের পশ্চাদ্বর্ত্তী নিজের লোকেরা আসিয়া কহিলেক যে ইনি সাহেব এঁহাকে ছাড়িয়া দে তখন চৌকীদার জানিতে পাইয়া বিস্তর স্তব করিতে লাগিল তাহাতে শ্রীযুক্ত কহিলেন যে তোর ভয় নাই তুই কল্য আমার নিকট যাইস ইহা কহিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। পর দিন ঐ চৌকীদার শ্রীযুতের সমীপে উপস্থিত হওয়াতে পঞ্চাশ টাকা বকশীশ করিয়াছেন।

(১৫ ডিসেম্বর ১৮২৭। ১ পৌষ ১২৩৪)

এতদ্দেশীয় ডাকাইতি।—গত দশ দিবসের মধ্যে কলিকাতার ইংগ্লণ্ডীয় সমাচার পত্রের মধ্যে কোম্পানির রাজশাসনের বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে…তাহার মধ্যে ডাকাইতি নিবৃত্তির বিষয়ে যে সমাচার প্রচার হইয়াছে তাহা আমরা প্রকাশ করিতেছি। ১৮০৩ সালেতে কৃষ্ণনগর জিলায় ১৬২ স্থানে ডাকাইতি হয় পরে ১৮০৪ সালে ১৩০ এবং ১৮০৫ সালে ১৬২ ও ১৮০৬ সালে ২৭৩ এবং ১৮০৭ সালে ১৫৪ এবং ১৮০৮ সালে ৩২৯ তারপর ১৮২৫ সালে কেবল ২১ স্থানে ডাকাইতি হয় ইহাতে দেখা যে পূর্ব্বাপেক্ষা ডাকাইতির কত অল্পতা হইয়াছে।

(১৬ মার্চ ১৮২২। ৪ চৈত্র ১২২৮)

সহমরণবিষয়।—সহমরণে গর্ভবতী ও বালিকার সহমরণ শাস্ত্রসিদ্ধ নহে যেহেতুক ইহার বিধি নিষেধ শাস্ত্রে বিস্তারিত আছে। গর্ভবতী ও বালিকার প্রতি সহমরণের বিধির লেশমাত্র নাই বরং পুনঃ২ নিষেধ লিখিয়াছেন যে গর্ভবতী ও বালাপত্যা ও বালিকারদিগের সহমরণ অকর্ত্তব্য। এবং কোন২ লোক স্ত্রীলোককে মাদক দ্রব্য খাওয়াইয়া অচৈতন্য করিয়া তাহারদিগের স্বেচ্ছা ভিন্ন মৃত স্বামির সহিত অগ্নি প্রবেশ করণে প্রবৃত্তি জন্মায় এ অতিশয় অনুচিত। এবং প্রাচীন ব্যবহারের বিপরীত। ইহাতে শ্রীশ্রীযুত রাজশাসনকর্ত্তার অনুমতিতে

সকল থানাদারকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাহারদিগের স্বাধীন স্থানমধ্যে পূর্ব্বোক্ত মন্দ রীতি অর্থাৎ অশাস্ত্র সহমরণ উপস্থিত হবামাত্র তাহারা দমন করিবে। এবং যে কেহ সহগমন করিবেক সম্বাদ প্রাপ্তমাত্রে স্বয়ং কিম্বা আপন মুহুরির অথবা জমীদার এক জন হিন্দু বরকন্দাজ লইয়া সেখানে গিয়া বৃত্তান্তাবগত হইবেক। যে সে স্ত্রীর সহমরণের ইচ্ছা বটে কিনা এবং পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের সন্ধানাদি করিবেক এবং যদ্যপি সে স্ত্রী বয়ঃপ্রাপ্তা না হইয়া থাকে কিম্বা গর্ভের লক্ষণ হইয়া থাকে অথবা মাদক দ্রব্যাহারে অজ্ঞানা হইয়া থাকে তবে থানাদারাদি লোকেরা দৌরাত্ম্য বিষয়হইতে নিবর্ত্ত করিবেক এবং সকলকে জানাইবে যে রাজাজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া অযুক্ত অশাস্ত্র কর্ম্ম পুনঃ২ প্রচার হইলে দণ্ডার্হ হইবেক। যদি বয়ঃপ্রাপ্তা স্ত্রী সহগমনোদ্যতা হয় ও উপরের লিখিত প্রতিবন্ধক না থাকে তবে তাহার যাবৎ সহগমন বিধিবোধিতরূপে নির্ব্বাহ না হয় তাবৎ থানাদারের লোক সেই স্থানে থাকিবেক। যদ্যপি কেহ বলাৎকারে ও মাদক দ্রব্যদ্বারা স্ত্রীলোককে দগ্ধ করণের চেষ্টা করে তবে তাহা বারণ করিবেক। এবং সকলকে জ্ঞাত করাইবে যে শ্রীযুত রাজ শাসনকর্ত্তার কখন এমত মনস্থ নহে যে এতদ্দেশীয় প্রজারদিগের শাস্ত্রসম্মত কর্ম্ম করণে প্রতিবন্ধক হয়।

এই সহগমনের পূর্ব্বে রাজাজ্ঞা লওনের আবশ্যক নাই পুলিসের দারোগারদিগের উপরে এই আজ্ঞা দেওয়া যাইতেছে যে তাহারা বিধিপূর্ব্বক সহগমনের বারণ না করে ও কোন ব্যাঘাত না জন্মায়। এবং মেজষ্টর সাহেবেরদিগের গোচরার্থে সম্বাদপত্র পাঠাইবে ও শাস্ত্র সম্মত এই কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইলে আপন২ প্রতিমাসিক রিপোর্টে তাহার বিবরণ দেয়।

(২০ এপ্রিল ১৮২২। ৯ বৈশাখ ১২২৯)

 সুপ্রীমকোর্ট।—জিলা কোমিল্লার জজ শ্রীযুত জন হেজ সাহেবের উপরে এক খুনী মোকদ্দমা হইয়াছিল। ৮ এপ্রিল সোমবারে সুপ্রীমকোর্টে তাহার অদালত হইল। তাহাতে ফৈরাদীর সাক্ষিরা এইরূপ কহিল যে ত্রিপুরার এক জমীদার প্রতাপনারায়ণ দাসকে মোকাম কোমিল্লাতে থাকিবার কারণ জজ সাহেব আজ্ঞা দিয়াছিলেন এবং সাহেব কর্ম্ম ক্রমে গত জুলাই মাসে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন এই অবকাশে ঐ জমীদার আপন পুত্রের অসুস্থতা সম্বাদ শ্রবণ করিয়া বাটী গিয়াছিল। এবং সে পুত্র মরিল তথাপি জজ সাহেবের কোমিল্লাতে পঁহুছিবার দুই দিন অগ্রে ঐ জমীদার কোমিল্লাতে পঁহুছিল। পরে সাহেব শুনিলেন যে ঐ জমীদার আজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া বাটী গিয়াছিল ইহাতে জমীদারকে ধরিয়া আপন নিকটে আনিতে আজ্ঞা করিলেন তাহাতে যে পেয়াদারা আনিতে গিয়াছিল তাহারা জমীদারকে হাঁটাইয়া আনিতে স্থির করিল কিন্তু জমীদার ঐ পেয়াদারদিগকে কিঞ্চিৎ ঘুস দিয়া সোবারিতে উঠিয়া কতক দূর আসিয়া নিকটহইতে হাঁটিয়া সাহেবের নিকটে আইল। সাহেব কোন তজবীজ না করিয়া আগতমাত্র হারামজাদা গালি দিয়া ২০ বেত মারিতে আজ্ঞা করিলেন তাহাতে জমীদার কহিল যে আমি এমত দুষ্কর্ম্ম করি নাই যে আমার অসম্ভ্রম করেন যদি করেন তবে আমি বাঁচিব না বরং

জরিপানা যে করিতে চাহেন তাহা দিতে মজুত আছি। সাহেব তাহা না শুনিয়া তাহাকে দশ বেত মারিলেন তাহাতে সে জমীদার মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ভূমিতে পড়িল পুনর্ব্বার উঠাইয়া আর দশ বেত মারিলেন পরে দুই জন চাপরাসী তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া কারাগারের মধ্যে লইল এবং তাহার নিকটে তাহার চাকর কিম্বা বন্ধু লোককে যাইতে দিলেন না তৎপ্রযুক্ত সে মারির চিকিৎসাও হইল না আহারাদিও পাইল না তৃতীয় দিবসে তাহার মৃত্যু হইল। পরে তাহার জ্ঞাতি কুটুম্বেরা তাহার উত্তর ক্রিয়া করিবার নিমিত্ত মৃত শরীর লইতে চেষ্টা করিল তাহাতে সে সাহেব বারণ করিয়া বন্দুয়ান লোকের দ্বারা তাহার সৎকার করাইলেন। এই রূপ এক পক্ষীয় সাক্ষিরা প্রমাণ দিয়াছিল। পরে আসামীর সাক্ষিরা শপথপূর্ব্বক পূর্ব্ব সাক্ষিরদের কথার বিপরীত সাক্ষ্য দিল যে প্রতাপনারায়ণ মফস্বলে কোম্পানির খাজানার বিষয় দাঙ্গা করিয়াছিল এই অপরাধে ও আজ্ঞা লঙ্ঘনাপরাধে দণ্ড হইয়াছিল সে অতিবলবান ও তাহার বয়ঃক্রম ৪০।৪৫ বৎসর তাহাতে বেত্রাঘাতের পরও স্বচ্ছন্দে চাপরাসীরদের সহিত জেলখানায় গিয়াছিল এবং যে বেত্রাঘাত হইয়াছিল সেও সামান্য এবং বাঙ্গালি ডাক্তরের দুই সন্ধ্যার চিকিৎসাতে দিনদিন উপশম বোধ হইয়া তৃতীয় দিনে ঐ ক্ষত শুষ্ক হইল তাহাতে সে প্রতাপনারায়ণ জেলখানার বহির্ভাগে বেড়াইত ও সেইখানে আহারাদি করিত পরে তাহার শয্যায় চিহ্নদ্বারা বোধ হইল যে ওলাউঠারোগ হওয়াতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। পরে সে মৃত শরীর তজবীজে সেই প্রকার প্রমাণ হইল অনন্তর জজ সাহেবের আজ্ঞানুসারে তাহার কুটুম্বাদি দ্বারা দাহাদি হইয়াছে বন্দুয়ানেরা সৎকারের কারণ কেবল কাষ্ঠাহরণার্থে গিয়াছিল সুতরাং সিফাহিরা চৌকি দিয়াছিল এইরূপ বিচার দ্বারা শ্রীযুত হেজ সাহেব নিরপরাধ হইয়াছেন।

(১৫ নভেম্বর ১৮২৩। ১ অগ্রহায়ণ ১২৩০)

দাঙ্গা।—শুনা গেল যে ২ কার্ত্তিক মোং চাকদহ গ্রামে দুই জমিদারে কাজিয়া হইয়াছিল তাহার বিবরণ। রাণাঘাটনিবাসি শ্রীযুত উমেশ পাল চৌধুরী ঐ গ্রামের ছয় আনি জমিদার এবং উলানিবাসি শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র মুসতফি দশ আনি জমিদার উভয়ে আপন২ অভিমত স্থানে হাট বসাইবার কারণ বিবাদ হইয়া উভয় পক্ষের লোক আসিয়া হাটের লোকেরদিগকে ধরিয়া আপন২ স্থানে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল ইহাতে মহাগোলমাল হইল। অনন্তরে দুই জমিদারের লোকেরদের মধ্যে প্রথম পরস্পর গালাগালি পরে চুলাচুলি তৎপরে হাতাহাতি অনন্তর কাটা-কাটি হইয়া এক পক্ষের তিন জন ও এক পক্ষের চারি জন লোকের হস্ত চ্ছেদন হইয়াছে। পরে হাকিম পক্ষীয় লোক আসিয়া ঐ ছিন্ন হস্ত কএকখান ও দাঙ্গাদার লোকেরদিগকে বন্ধন করিয়া মোং কৃষ্ণনগরে বিচারকর্ত্তা সাহেবের নিকট চালান করিয়াছে শেষ জানা যায় নাই।

(২৫ ডিসেম্বর ১৮২৪ । ১২ পৌষ ১২৩১)

মুরশেদাবাদের নবাব শ্রীশ্রীযুত মবারক আলী খাঁ যে সুবে বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যার সুবেদারি পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন তজ্জন্যে ২৩ দিসেম্বর তারিখে শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞানুসারে শহর কলিকাতার গড়ে উনিশ তোপ হইয়াছে।

(১৮ ডিসেম্বর ১৮২৪ । ৫ পৌষ ১২৩১)

শ্রীরামপুর।—শুনা যাইতেছে যে আগামি জানুআরি মাস অবধি শহর শ্রীরামপুরে ধারানুসারে টেক্স অর্থাৎ প্রতি পাকা ঘরের কারণ কিছু২ কর নিরূপিত হইবেক কিন্তু শহর কলিকাতা অপেক্ষা ন্যূন।

(২২ জানুয়ারি ১৮২৫ । ১১ মাঘ ১২৩১)

অত্যাবশ্যক ইশ্‌তেহার।—৮ জানুআরি তারিখে শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনেরাল বহাদর বোর্ডরিবিনুর দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে ১৮১৯ শালের ২৮ মে তারিখে কলিকাতার ভূমির রাজকরবিষয়ে শ্রীশ্রীযুতের যে আজ্ঞা প্রকাশ হইয়াছিল তাহা এক্ষণে রহিত হইল এবং তাহার পরিবর্ত্তে তদ্বিষয়ে এক্ষণে এই আজ্ঞা প্রকাশ হইল।

যে কলিকাতা নগরস্থ যে প্রজারা স্ব২ ভূমির নিরূপিত বার্ষিক রাজস্ব দিয়া থাকেন তাহারা সেই ভূমি এইরূপে কতক দিবসের কারণ নিষ্কর করিতে পারিবেন। যিনি সংপ্রতি একবারে সাড়ে সাত বৎসরের রাজস্ব দিবেন তিনি দশ বৎসরপর্য্যন্ত নিষ্করে তদ্ভূমি ভোগ দখল করিবেন। এতদ্রূপে একেবারে সাড়ে দশ বৎসরের রাজস্ব দিলে পোনর বৎসর ও সাড়ে বার বৎসরের কর দিলে বিংশতি বৎসর ও চতুর্দ্দশ বৎসরের কর দিলে পঁচিশ বৎসর ও সাড়ে পোনর বৎসরের কর দিলে ত্রিশ বৎসরপর্য্যন্ত নিষ্করে ভোগ দখল করিতে পারিবেন। যাহারা পঞ্চাউল্লুওরূপে পাট্টা করিয়া জমী ভোগ করিতেছেন তাহারাও এইরূপে আপনারদের ভূমি নিষ্কর করিতে পারিবেক কিন্তু বিংশতি বৎসরের অধিক নয়। যাহারা এতদ্রূপে আপনারদের ভূমি নিষ্কর করিতে বাসনা করেন তাহারা বোর্ডরিবিনুতে কিম্বা কলিকাতার কালেক্টরি দপ্তরে দরখাস্ত করিলে নিয়মানুসারে নূতন পাট্টা পাইতে পারিবেন।

(১৫ ডিসেম্বর ১৮২৭ । ১ পৌষ ১২৩৪)

কলিকাতার ঘরের টাক্স।—গত ১৬ নবেম্বর তারিখে শ্রীযুত স্মোলট সাহেব কলিকাতার ক্লার্ক আফ দি পিস সাহেব এই ইশ্‌তেহার দিয়াছেন যে কলিকাতার ঘরওয়ালা লোকেরা বাটী খালি থাকা বলিয়া কোন২ সময় টাক্স দিতে ওজর করে এবং তাহাতে হিসাবের অনেক গোলমাল পড়ে অতএব সেই গোলমাল না হইবার কারণ

কলিকাতার চিপ জুষ্টিস আফ দি পিস সাহেব লোকেরা এই হুকুম দিয়াছেন যে যাহার ঘর যখন খালি হইবেক তখন সে ব্যক্তি আপন ঘর খালি হইলে এক সপ্তাহের মধ্যে টাক্সের কালেক্টর সাহেবের নিকট আসিয়া তাহার রিপোর্ট দিবে এবং কালেক্টর সাহেব তাহা এক বহীর মধ্যে লিখিয়া রেজিষ্টরি করিবেন যে পরে তদ্বিষয়ে কোন ওজর না হয় কিন্তু বাটী খালি হইলে পর সাত দিনের মধ্যে সমাচার না দিলে তাহার কোন ওজর শুনা যাইবে না পূর্ব্ববৎ পুরা টাক্স লওয়া যাইবেক।

(৩ জুন ১৮২৬। ২২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩)

সমাচার পত্রবিষয়ে ॥—গত সপ্তাহে আমরা প্রকাশ করিয়াছি যে কোম্পানির কর্ম্ম-সম্পর্কীয় কোন সাহেব লোক সমাচার পত্রের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিতে পারিবেন না কিন্তু গত বুধবারের বাঙ্গাল হরকরানামক ইংরাজী সমাচার পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ঐ আজ্ঞা গবর্ণমেণ্ট গেজেটনামক ইংরাজী সমাচারপত্রপ্রকাশক শ্রীযুত উইলসন সাহেবব্যতিরেকে অন্য সকলের উপর প্রবল থাকিবেক এবং ইহা শুনিলে সকলেরি আহ্লাদ জন্মিবেক।

(২৭ জানুয়ারি ১৮২৭। ১৫ মাঘ ১২৩৩)

নূতন ষ্টাম্পের আইন।—১ মে অবধি কলিকাতার তাবৎ দেনা পাওনার কাগজ পত্র ও রসিদ ও হুণ্ডী ও খত খরিতকী প্রভৃতি মূল্যক্রমে ষ্টাম্প কাগজে লেখাপড়া হইবেক। অত্যল্প দিবসের মধ্যে শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞানুসারে তদ্বিষয়ক আইনও এই সমাচার পত্রদ্বারা প্রকাশিত হইবে। কলিকাতায় প্রায় এমত বিষয়ি লোক নাই যাহার উপর এই আইন না অর্শিবে অতএব সে আইন প্রকাশ হইবার চারি দিন পরে তাহা স্বতন্ত্র করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করা যাইবেক এবং যাহার ক্রয় করিবার বাসনা হয় তিনি কলিকাতার পটলডাঙ্গায় শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সংস্কৃত কালেজের উত্তর বড় রাস্তার পূর্ব্ব ধারে কেতাবের গুদামে শ্রীরামতনু সরকারের নিকট গেলে অথবা শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় আইলে পাইতে পারিবেন।

(৩ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭। ২২ মাঘ ১২৩৩)

সুপ্রিমকোর্টের জুরিবিষয়ে ॥—বড় আদালতে এতদ্দেশীয় লোকেদের জুরি হওন বিষয়ে অসন্তুষ্টি দর্শাইয়া কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল হরকরানামক ইংরাজী সমাচার পত্রে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার স্থূলমাত্র আমরা নীচে প্রকাশ করিতেছি।

সংপ্রতি এতদ্দেশীয় লোক সুপ্রিমকোর্টে জুরির পদে নিযুক্ত হইবার বিষয়ে ঐ কোর্টের প্রধান বিচারকর্ত্তা যে আইন অর্থাৎ নিয়ম করিয়াছেন তাহাতে অনেকেরি অসন্তুষ্টি জন্মিয়াছে তাহার কারণ এই যে ঐ নিয়মে এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে যে ব্যক্তির পাঁচ সহস্র টাকার বিভব

থাকে ও যে ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার কেরেয়ার যোগ্য বাটীতে বাস করে সেই ব্যক্তি জুরির যোগ্য হইবেক কিন্তু ইহা দেখা যাইতেছে যে যে ব্যক্তির ঐ পূর্ব্বোক্ত টাকার সম্ভাবনা ও ঐ প্রকার বাস স্থান নাই অথচ তৎকর্ম্ম সম্পাদনে সম্যকপ্রকারে যোগ্যতা আছে তাহারা ঐ নিয়মদ্বারা তৎপদহইতে বহিষ্কৃত হইয়া যাহারা সামান্য সরকারাপেক্ষা ইংরাজী বুঝিতে অযোগ্য তাহারা ঐ ধন ও বাস স্থান স্বত্বে তৎপদাভিষিক্ত হইতে পারেন। যাহা হউক বিচারসম্মত এই হয় যে ধন ও বাটীর উপর লক্ষ না করিয়া দোষশূন্য ও বিশিষ্ট এবং ভাষাজ্ঞামাত্রেই জুরি হইবার যোগ্য হন এমত আজ্ঞা হইলে ভাল হয়। বাঙ্গাল হরকরা ৯ জানুআরি।

আমরা এই লেখকের অভিপ্রায়ে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি যেহেতুক বিচারকর্ত্তার নিরূপিত আইনে যদ্যপিও এমত উল্লেখ আছে যে ভাষাজ্ঞ ব্যক্তি জুরি হইবেক তত্রাপি সম্ভাবনার উপর নির্ভর আছে কিন্তু এ লেখকের অভিপ্রায় এই যে উপস্থিত কর্ম্মের উপযুক্ত হইলেই জুরি হইতে পারে ধনী হইলে পক্ষপাত শূন্য ও মার্জ্জিত বুদ্ধি হয় এমত নহে। ২৭ জানের।

(১৬ জুন ১৮২৭। ৩ আষাঢ় ১২৩৪)

বাঙ্গালী জুরি।—এই কলিকাতাস্থ বিজ্ঞ বাঙ্গালিরদিগকে এই উচ্চ জুরিপদ অর্পণ করিবার মানসে বিশেষ অনুসন্ধান করাতে এক্ষণে এই প্রকাশ পাইয়াছে যে ঐ ব্যক্তিরা যাঁহারা আইন মতে পিটি জুরি হইতে অন্যথা হইয়াছেন এবং গ্রান্দজুরি হইবার অনুপযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা ইসপিসিএল অর্থাৎ বিশেষ জুরি হইতে ইচ্ছুক হন কি না ইহার প্রশ্ন করাতে তাঁহারা অনেক অক্ষম স্বীকার করিয়াছেন এবং যাঁহারদিগের কথনের ক্ষমতা আছে তাঁহারা এই আপত্তি করিয়া কহেন যে তাঁহারদিগের এমত ইংরাজীতে দখল নাই যে তাঁহারা কৌন্সলীরদিগকে তর্ক এবং জজেরদিগের প্রশ্ন বুঝিতে পারেন এবং আরো কহেন যে এই জুরির কর্ম্মেতে হাজির হইতে হইলে তাঁহারদিগের পরমার্থ ও জাতির বিষয়ে কিঞ্চিৎ লাঘবতা হইবেক এবং জুরির আসনে নিয়মিত সময়াবধি আটক থাকনে কঠিন এবং অসুসার বোধ হইবেক এবং তাঁহারা কহেন যে জুরির আসনে বসিয়া এক ব্রাহ্মণের বিষয়ের ক্ষতি কিম্বা তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিতে কদাচ পারিবেন না। শীলন দেশে তদ্দেশীয় জুরি স্থাপিত হইলে তাঁহারা এ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওনে কোন আপত্তি করেন নাই। ঐ শীলনদেশস্থ অনেকেই খ্রীষ্টীয়ান এবং অবশিষ্ট লোকেরা বৌদ্ধ। অতএব উভয়েই জাতির বন্ধন হইতে মুক্ত বাঙ্গালার লোকেরা হিন্দু ইহারা যদবধি এই ব্যবস্থাতে থাকিবেক তদবধি ইংরাজী জুরির কর্ম্ম নিষ্পত্তি করিতে পারিবেক না এবং পারিলেও করিবেক না এইমত গবর্ণমেণ্ট গেজিটিতে প্রকাশ পাইয়াছে। সং চং

(১৩ ডিসেম্বর ১৮২৮। ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৩৫)

জুরি।—নূতন রীতিমত সুপ্রিমকোর্টের এই মিসিলে অন্য২ পীটি জুরির মধ্যে ব্রজমোহন সেন এক জন পীটি জুরি হইয়াছেন…।

(৩ নভেম্বর ১৮২৭। ১৯ কার্ত্তিক ১২৩৪)

সৈন্য।—গত সোমবার তেলিকা নামে বাস্পের জাহাজ গোরা সৈন্য লইয়া শ্রীরামপুরের নীচের গঙ্গা নদী দিয়া চুঁচড়ায় গমন করিল। সেই সকল সৈন্য অনুমান আড়াই শত তাহারা ইংগ্লণ্ডহইতে একটা জাহাজদ্বারা গত বৃহস্পতিবারে এখানে পঁহুছিল। গত দুই বৎসরের মধ্যে ইংগ্লণ্ডহইতে যে সকল গোরা সৈন্য এখানে পঁহুছিয়াছে তাহারদের বিষয়ে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর পূর্ব্ব রীতির অপেক্ষা অনেক ব্যতিক্রম করিয়াছেন। সকলেই অবগত আছেন যে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি দেশে বিংশতি রেজিমেণ্ট গোরা সৈন্য আছে সেই সকল রেজিমেণ্টের মধ্যে অনুমান বিশ হাজার গোরা সৈন্য হইবে তাহারদের মধ্যে বৎসরে২ অনেক লোক পীড়া এবং কারণান্তরে মরে অতএব সেই সৈন্য সম্পূর্ণরূপে ভর্ত্তি রাখিবার জন্যে অনেক সেনাপতি ইংগ্লণ্ডদেশের নানাস্থানে নিযুক্ত আছে এবং তাহারা ইংগ্লণ্ডদেশে নূতন গোরা সৈন্য একত্র করিয়া এ দেশে প্রেরণ করে এতদ্দেশে সেই সৈন্যেরা প্রেরিত হইলে যে স্থানে সে রেজিমেণ্ট থাকে সে স্থানে প্রেরিত হইয়া তাহাতে ভর্ত্তি হয়। ইহার পূর্ব্বে যখন নূতন সৈন্য এ দেশে পঁহুছিত তখন তাহারা কলিকাতার কিল্লাতে আসিয়া কিছু দিন থাকিত কিন্তু কলিকাতা নগরহইতে কিল্লা অতিনিকট এপ্রযুক্ত তাহা দেখিবার কারণ আগত নূতন সৈন্যেরা ছুটি লইয়া কলিকাতা নগরের মধ্যে যাইয়া রৌদ্রেতে ভ্রমণ এবং মদ্যপান ও লম্পটতাদি এরূপে নানাপ্রকার অত্যাচার করিত তাহাতে অনেক সৈন্য আপনারদের রেজিমেণ্টে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই কালপ্রাপ্ত হইত।

যখন হলণ্ডীয়েরা চুঁচড়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নিকটে বিক্রয় করিল তখন শ্রীশ্রীযুত এই নিশ্চয় করিলেন যে সেই চুঁচড়াতে ইংগ্লণ্ডহইতে নূতন আগত সৈন্য সকল সংগ্রহ হইবে পরে সেখান-হইতে আপন২ রেজিমেণ্টেতে বিলি হইবেক ইহাতে এই উপকার দর্শিল যে নূতন সৈন্য সকল কলিকাতার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না তাহাতে তাহারা ঐ সকল লম্পটতাদি হইতে নিবৃত্ত রহিল। শ্রীশ্রীযুত এ বিষয়ে আরো এই নিয়ম করিয়াছেন যে যখন ইংগ্লণ্ডহইতে নূতন সৈন্য এখানে পঁহুছে তখন জাহাজহইতে বাস্পের জাহাজদ্বারা তাহারদিগকে ও তাহারদের পরিবার লোককে ও লওয়াজিমা দ্রব্য সকল একেবারে চুঁচড়ায় পঁহুছিয়া দিবেক তাহাতে ঐ সৈন্য কলিকাতায় কোন লেটার মধ্যে যাইতে পারিবেক না।

ইহাতে উভয়দিগে উপকার দর্শিয়াছে সৈন্যেরদের উপকার এই যে তাহারা এখানে পঁহুছিবামাত্র অধিক শাসনের নীচে থাকে। কোম্পানির উপকার এই যে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প লোক মরে। যেহেতুক যত গোরা সৈন্য ইংগ্লণ্ডহইতে এতদ্দেশে আইসে তাহারদিগের প্রত্যেককে কেবল এ দেশে আনিবার কারণ হাজার টাকার কম লাগে না।

(১১ অক্টোবর ১৮২৮। ২৭ আশ্বিন ১২৩৫)

মহেশতলার জমীদার শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তত্রস্থ শ্রীযুত বাবু অভয়চরণ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত দাঙ্গাকরণ অপরাধে কারাগারে কএদ হইয়াছে পরে বিচারে যাহা হয় বিশেষ অবগত হইয়া সমুদায় বিস্তারিত প্রকাশ করা যাইবেক।

(৮ আগষ্ট ১৮২৯। ২৫ শ্রাবণ ১২৩৬)

সুপ্রিমকোর্ট।—গত বুধবার বাঙ্গাল হেরেল্ডনামক সমাচারপত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুত মার্ত্তিন সাহেব ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন হালদার ও শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের নামে সুপ্রিমকোর্টের ওয়াইটনামক উকীল সাহেবের গ্লানিপ্রকাশকরণাপরাধবিষয়ে যে নালিশ হইয়াছিল তাহা গ্রান্দজুরীর সাহেবেরা গ্রাহ্য করিলেন। নালিশ ইহাতে জন্মিল যে বাঙ্গাল হেরেল্ডেতে ফরিয়াদী সাহেবের ওকালতী কর্ম্মের বিষয়ে যাহা প্রকাশ হইয়াছিল তাহাতে তাঁহার মানহানি হয়।

স্বাস্থ্য

(৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৫। ২০ ভাদ্র ১২৩২)

ওলাউঠা॥- শহর কলিকাতার মধ্যে যেরূপ ওলাউঠা রোগের প্রাবল্য হইয়াছে তাহার বর্ণনা করিতে লেখনী অসমর্থা যাঁহারা মফঃসলে আছেন তাঁহারা প্রায় ইহাতে বিশ্বাস করিবেন না কিন্তু তাঁহারা ভাগ্য করিয়া মানুন যে এ সময় তাঁহারা কলিকাতায় নহেন। কলিকাতায় যত লোক প্রতিদিন মরিতেছে তাহার সংখ্যা করা সুকঠিন কিন্তু আমরা শুনিয়াছি যে এই সপ্তাহে গড়ে প্রতিদিন যদি চারি শত করিয়া ধরা যায় তবে প্রায় সমান হইতে পারিবে এবং কিছু কমিও বা হয়। এই সপ্তাহে মুসলমান অধিক মারতেছে বিশেষতঃ আমরা শুনিয়াছি যে এক দিনের মধ্যে ৫৭১ পাঁচ শত একাত্তর জন লোক মরিয়াছে কিন্তু ইহাতে প্রায় বিশ্বাস হয় না যে হউক তাহার কারণ সকলেই কহিতেছে যে সম্প্রতি মুসলমানেরদের মহরমেতে একাদিক্রমে তিন চারি রাত্রি জাগরণ করিয়াছিল ও আবর অত্যাচার করিয়াছিল এইহেতুক অধিক মুসলমান মরিতেছে। এবং যাহারা কদর্য্য গলির মধ্যে বাস করে তাহারদের মধ্যেও অধিক লোক মরিতেছে যেহেতুক কদর্য্য স্থানের দুর্গন্ধেতে ও মন্দ বায়ুতে এ রোগ জন্মে। যাহারা বড় রাস্তার ধারে উচ্চ স্থানে বাস করে তাহারদের মধ্যে এত লোক মরে নাই এবং আমরা শুনিয়াছি যে ভাগ্যবান লোকেরদের মধ্যে প্রায় এ রোগ হয় নাই। মুসলমানেরা এক হস্ত গভীর মৃত্তিকা খনন করিয়া কবর দেয় তাহাতে আরো মন্দ হয় যেহেতুক রাত্রিকালে শৃগালাদি আসিয়া মৃত্তিকার মধ্যহইতে শব বাহির করে পরে সেই সকল শব পচিয়া অতিশয় দুর্গন্ধ হয়।

অনেকে ভয়েতে মরে ওলাউঠা রোগে ভয় অপেক্ষা প্রবল উপসর্গ আর নাই এবং অনেকে ঐ ভয়েতে রোগগ্রস্ত হয় পরে হঠাৎ গঙ্গাতীরে লইবার উদ্যোগ হয় তাহাতে রোগির যত সাহস

বৃদ্ধি হয় তাহা প্রায় সকলেই বিবেচনা করিতে পারেন। যখন রোগিকে কহা যায় যে তোমাকে গঙ্গাযাত্রা করিতে হইবে তখন সে ভাবে যে এই আমার অগস্ত্যযাত্রা আরো আমরা দেখিতেছি যে রোগের প্রথমাবস্থাতে যাহারা সাহেবলোকেরদের ঔষধ সেবন করে তাহারদের ভেদ বমি তৎক্ষণাৎ বন্দ হয় এবং অনেকে রক্ষা পায় কিন্তু খেদপূর্ব্বক লেখা যাইতেছে যে অনেক লোক রোগের প্রথমাবস্থাতে না আসিয়া শেষাবস্থাতে আইসে তাহাতে ঔষধে কিছু করিতে পারে না কিন্তু রোগ হইবামাত্র যত লোক ঔষধ সেবন করিয়াছে তাহারদেব মধ্যে প্রায় অনেকে রক্ষা পাইয়াছে।

সংপ্রতি মোং শালিখাতে এক জন ভাগ্যবান লোক এই বোগে পীড়িত হইয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া কফাভিভূত হইলে সকলে তাহার মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া চিতা প্রস্তুতা করিল ও মৃত ব্যক্তিকে চিতার উপর তুলিয়া অগ্নি দিল। কিঞ্চিৎকাল পরে অগ্নিব উত্তাপে সে উঠিয়া বসিল কিন্তু তাহার আত্মীয় অথবা উত্তরাধিকারী কোন ব্যক্তি তাহার মস্তকে যষ্ট্যাঘাত করিয়া তৎক্ষণাৎ খুন করিল এবং অগ্নির মধ্যে পুনর্ব্বার নিঃক্ষেপ করিল। এই সমাচাব অমূলক নয় যে সাহেব এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন তাহার প্রমুখাৎ শুনা গিয়াছে।

শহর শ্রীরামপুরেও ওলাউঠা রোগ আগমন কবিয়াছে কিন্তু বড় প্রবল হয় নাই চাতরা ও শ্রীরামপুর দুই গ্রামের মধ্যে প্রতিদিন তিন চারি জন করিয়া মরিতেছে।

কিন্তু রোগের প্রথমাবস্থাতে অর্থাৎ একবার কিম্বা দুইবার ভেদ হইলে যাহারদিগকে ঔষধ দেওয়া যায় তাহারদের মধ্যে প্রায় কেহ মবে না। সম্প্রতি চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া ঔষধ দেওয়াতে অনেকের রক্ষা হইতেছে। গত বুধবারে শ্রীরামপুরেব যুগল আঢ্যের বান্ধাঘাটেতে ওলাউঠা রোগগ্রস্ত এক জন অনাথ বৈষ্ণবকে ফেলিয়া গিয়াছিল তাহার মুখে জল দিতে কোন লোক ছিল না পরে আমারদের প্রেরিত চিকিৎসক সেখানে গিয়া তাহাকে ঔষধ দিতে লাগিল ও তিন দিবসের মধ্যে সে ব্যক্তি সুস্থ হইল। ঐ ঘাটে তৎকালে আর এক বেশ্যা অনেক পরিবারে পরিবৃতা হইয়া আসিয়াছিল এবং সেও ঔষধ খাইয়াছিল কিন্তু সে মৃতা হইয়াছে।

(২১ নভেম্বর ১৮১৮। ৭ অগ্রহায়ণ ১২২৫)

যশোহর।—যশোহরে যেং লোকের ওলাউঠা বোগ হইয়াছিল তাহারা হরিতাল ভস্ম ঔষধি সেবন করিয়া রক্ষা পাইয়াছে এবং যাহারদিগের নাড়ী ত্যাগ ও হিমাঙ্গ প্রভৃতি মৃত্যুচিহ্ন হইয়াছিল তাহারাও ঐ হরিতাল ভস্ম দ্বারা রক্ষা পাইয়াছে হিন্দুস্থানমধ্যে পূর্ব্ব দক্ষিণ উত্তর পশ্চিম যত দেশ প্রদেশ আছে সম্বৎসরের মধ্যে ওলাউঠা রোগ না হইয়াছে এমত দেশ ও প্রদেশ দেখিলাম না ও শুনিলাম না কিন্তু দেড় বৎসর পর্য্যন্ত এ রোগ হইতেছে তথাপি ইহার কারণ কেহ কোন স্থানে নিশ্চয় করিতে পারিল না ইহাতে অনুমান এই হয় যিনি মৃত্যু তিনি অন্ধকার হইতে বিষাক্ত বাণ নিক্ষেপ করিয়া লোক সংহার করিতেছেন।

(৬ মে ১৮২০। ২৫ বৈশাখ ১২২৭)

ওলাউঠা।—ওলাউঠা রোগ এতদ্দেশে কতক পরাক্রম সম্বরণ করিয়াছে যেহেতুক যাহারদের২ ঐ দুর্জ্জয় রোগ হইতেছে তাহারদের মধ্যে অনেকে রক্ষা পাইতেছে কিন্তু সমাচার পাওয়া গেল যে মোং যশোহর প্রদেশে তাহার পরাক্রম অতিশয়। সেখানে কোন২ গ্রাম ঐ রোগে উচ্ছিন্ন হইয়াছে তাহাতে মুসলমান লোক মরিলে লোকাভাবপ্রযুক্ত তাহারদের গোর হওয়া ভার এবং হিন্দুলোকের প্রায় সৎকার হয় না। একবার নামে একবার উঠে ইহাতেই নাড়ী বসিয়া গিয়া ক্ষণেক কাল পরে মরে।

(১ মে ১৮২৪। ২০ বৈশাখ ১২৩১)

ওলাউঠা রোগ।—শুনা গেল যে নবদ্বীপে রোজ২ ওলাউঠা আপন সৈন্য সন্নিপাত সমভিব্যাহারে গমনানন্তর অবিরোধে রাজ্য শাসন করিয়া অতিশয় প্রবল হইয়া বসিয়াছেন। এবং তাহার সহকারী হইয়া অনাবৃষ্টি ও গ্রীষ্ম সুখে কালক্ষেপণ করিতেছে। ঐ রোগরাজের আজ্ঞানুসারে সন্নিপাত সৈন্য মহোৎপাত করিয়া বহু লোককে কাতর করিয়াছে এবং করিতেছে। এক দিবস ঐ রোগরাজ নবদ্বীপে বহু জনতা দেখিয়া কোপাবিষ্ট হইয়া সন্নিপাতকে কহিলেন তুমি আমার কর্ম্মে আলিস্য করিতেছ তাহাতে সন্নিপাত আপন ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া এক দিবসেই ছত্রিশ জনের প্রাণ নষ্ট করিয়াছে এবং অদ্যাপিও ঐ রাগে প্রতিদিন দশ বারো জনকে নষ্ট করিতেছে তাহাকে নিবারণ করে এমত কাহার ক্ষমতা হয় না। ইহা দেখিয়া ভয়ে ভীত হইয়া বিদেশী যে সকল লোক নবদ্বীপে বাস করিতেছিল তাহারা পলায়নপর হইয়াছে ও প্রতিদিন ক্রন্দন ধ্বনিতে সুস্থ লোকেরো ভয় জন্মিতেছে এবং শোকাবিষ্ট লোকেরো শোকশান্তি হইতেছে এরূপ যদ্যপি আর কিছু কাল নবদ্বীপে ঐ সৈন্য সমভিব্যাহারে ওলাউঠা প্রবল হইয়া বসতি করেন তবে ঐ নবদ্বীপ দ্বীপমাত্র হইবেক।

(১৭ এপ্রিল ১৮২৪। ৬ বৈশাখ ১২৩১)

মেদিনীপুর।—৫ এপ্রিল তারিখের পত্রদ্বারা জানা গেল যে কএক মাসাবধি তৎপ্রদেশে কিছুমাত্র বৃষ্টি হয় নাই এবং উত্তরীয় কিম্বা পশ্চিমা বায়ুও প্রায় বহে নাই তৎপ্রযুক্ত অতিশয় গ্রীষ্ম হইয়াছে এবং জরেতে অনেক লোক পীড়িত হইয়াছে। এবং ওলাউঠা রোগও ঐ প্রদেশে অতি প্রবল হইয়া ঐ জিলার দক্ষিণ অঞ্চলের অনেক লোককে সংহার করিতেছে। আরো জানা গেল যে শ্রীক্ষেত্রের যাত্রিরদের ও মহামহাবারুণীযোগে গঙ্গাস্নান করিয়া যাহারা ফিরিয়া যাইতেছিল তাহারদের এত লোক মারা পড়িয়াছে যে মড়ার গন্ধেতে পথে চলা অতিকঠিন হইয়াছে। যে লোকেরা পথ প্রস্তুত করিতেছিল তাহারদের মধ্যে অনেকে ঐ রোগে মারা পড়িয়াছে এবং প্রতিদিন তিন জন অবধি বার জনপর্য্যন্ত মরিতেছে।

(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮২৫ । ৩ আশ্বিন ১২৩২)

ঢাকা ॥—ঢাকার পত্রদ্বারা ওলাউঠা রোগের বিষয় যেরূপ শুনা গেল তাহাতে প্রায় বিশ্বাস হয় না বিশেষতো গত মাসের শেষ সপ্তাহে আট শত লোক পঞ্চত্ব পাইয়াছে এবং বর্ত্তমান মাসের প্রথম সপ্তাহে সাত শত লোক মারা পড়িয়াছে। পত্রলেখক সাহেব লিখিয়াছেন যে ইহাতে লোকেরদের মধ্যে অতিশয় ভয় জন্মিয়াছে এবং হাহাকার রব উঠিয়াছে লোকেরা স্থান ও কাষ্ঠের অভাবপ্রযুক্ত শব দাহ করিতে পারে না। এক্ষণে আদালত ও অন্যং কার্য্যকর্ম্ম সকল বন্দ হইয়াছে এবং লোকেরা পলায়ন করিতেছে। এত রোগে সকলেরি ভয় জন্মিতে পারে যেহেতুক কোন ঔষধেতে কিছু উপকার দর্শে না।

(২৯ সেপ্টেম্বর ১৮২৭ । ১৪ আশ্বিন ১২৩৪)

ওলাউঠার ঘটা।—পরম্পরা অবগত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে সংপ্রতি শহর হুগলির সামিল চুঁচড়া ও কেকসিয়ালিপ্রভৃতি কএক গ্রামে ওলাউঠা রোগ অতিপ্রবল হইয়া বসিয়া তত্রস্থ অনেক লোককে সংহার করিয়াছেন এবং অদ্যাপিও ঐ রোগে প্রতি দিন দশ বার জন শমনসদনে গমন করিতেছে তাহাকে নিবারণ করে এমত কাহার ক্ষমতা হয় না ইহা দেখিয়া ভয়ে ভীত হইয়া বিদেশী যে সকল লোক ঐ সকল গ্রামে বাস করিতেছিল তাহারা পলায়নপর হইয়াছে এতাবন্মাত্র শুনা গিয়াছে। তিং নাং

(২২ ডিসেম্বর ১৮২৭ । ৮ পৌষ ১২৩৪)

ওলাউঠা রোগ।—শুনা গেল যে উলাগ্রামে প্রাণনাশক গুণধাম ওলাউঠা সংপ্রতি তথায় অবস্থিতি করিয়া অনেককে কাতর করিয়াছেন তাহাকে কাতর করিবার নিমিত্তে কবিরাজসকলে সন্ধান করিতেছেন কিন্তু সে সন্ধান বলবান না হইবাতে ঐ ওলাউঠা ঐ চিকিৎসকদিগকে ঠাট্টা করিতেছে আর যাহার নিকটে ঐ রোগরাজ বিরাজ করিতেছেন তাহাকে তৎক্ষণাৎ সন্নিপাত সঙ্গে দিয়া ধর্ম্মরাজের নিকটে পাঠাইতেছেন। গং চং

(১৬ জুন ১৮২১ । ৪ আষাঢ় ১২২৮)

জ্বর।—মোকাম কলিকাতায় সাহেব লোকেরদের মধ্যে অতিশয় জ্বর হইতেছে তাহাতে এক দিন দুই দিনের জ্বরে অনেকে মরিয়াছেন গত রবিবারে দশ জন সাহেবের কবর হইয়াছে।

(৭ আগষ্ট ১৮২৪ । ২৪ শ্রাবণ ১২৩১)

জ্বরাগমন।—শহর কলিকাতায় জ্বররাজ রাজ্য করিবার বাসনায় সমাগমন করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার সমভিব্যাহারে অধিক সৈন্য নাই কেবল প্রবল এক সৈন্য আছে সে শরীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় ক্ষমতাতে অস্থি চুর্ণ করে তাহাতেই জ্বররাজ অতিসন্তুষ্ট আছেন অন্যান্য সৈন্যেরদিগকে

আহ্বান করেন না। এ জ্বররাজ অতিদয়াশীল যেহেতুক প্রজারদিগের প্রাণরূপ করগ্রহণে ক্ষান্ত আছেন ইহার আগমনের তাৎপর্য্য এই বুঝা যাইতেছে যে পূর্ব্বে ওলাউঠা রোগরাজ এই রাজধানীতে স্বীয় সৈন্য সন্নিপাতাদি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং রাজ্যও বিলক্ষণরূপে করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার প্রবল প্রতাপে ভীত হইয়া অনেক প্রজা জীবনরূপ রাজস্ব দিয়াছে তাহাতে তাঁহার নির্দ্দয়তা প্রকাশ হইয়াছিল। এক্ষণে কালবলে তিনি কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন অতএব জ্বররাজ বিরাজমান হইয়া স্বীয় শীলতা প্রচারে রাজ্য করিতে আসিয়াছেন ইহার সংপ্রতি কিছু দিন স্থিতি হইবে তাহার কারণ এই যে এ নগরে অনেক দেশীয় অনেকের বসতি আছে সকলে এক্ষণপর্য্যন্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই ক্রমে২ সাক্ষাৎ করিতেছেন এবং করিবেন।

(৬ আগষ্ট ১৮২৫। ২৩ শ্রাবণ ১২৩২)

ঢাকা।—এস্থানে সর্ব্ব সাধারণ জ্বরোৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু অদ্যাবধি কেবল দেশীয় লোক বিনা অন্যের উপর আক্রমণ করে নাই। প্রথমতঃ সর্ব্বাঙ্গ বেদনা ও অসহিষ্ণু শিরোবেদনার সহিত জ্বরের প্রারম্ভ হয় কিন্তু তিন চারি দিনের অধিক থাকে না জ্বরত্যাগ হইলেও রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ থাকে। সং চং

(২৭ ডিসেম্বর ১৮২৮। ১৪ পৌষ ১২৩৫)

কালের গতি।—ওলাউঠার রাজ্য শাসনকালে জ্বরাদি রোগ মহাশয়েরা কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহার কিঞ্চিৎ আলস্য দেখাতে ঐ জ্বরাদি রাজ্য করিতে গাত্রোত্থান করিয়াছেন ইনিও এক্ষণে বড় মন্দ নহেন শুত হওয়া গেল যে অল্প দিনের মধ্যেই অনেককে কাতর করিয়া প্রাণরূপ কর গ্রহণ করিতে বিলক্ষণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছেন যাহা হউক এ নিরাশ্রয় প্রজাবদিগের উপরে শাসন করিতে কোন রাজাই কম করেন না। সং চং

(১৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৮। ৩০ ভাদ্র ১২৩৫)

তমোলুক।—তমোলুকহইতে আগত পত্রদ্বারা জ্ঞাত হওয়া গেল যে তথায় জ্বররোগ আসিয়া প্রবেশ করণানন্তর বহু জনের কষ্টদায়ক হইয়াছে এবং তত্রস্থ রাজার ছোট রাণীর প্রাণ পক্ষিকে দেহ পিঞ্জরহইতে বাহির করিয়া লইয়াছে তাহাতে বৈদ্য মহাশয়েরা মহাভাবিত হইয়াছেন ও তাহার পরাক্রম খর্ব্ব করিতে অশক্ত আছেন।

(১৬ জানুয়ারি ১৮৩০। ৪ মাঘ ১২৩৬)

মুরশিদাবাদ।—আমরা এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রদ্বারা অবগত হইলাম যে মুরশিদাবাদে একপ্রকার সর্ব্বসাধারণ জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে অধিকন্তু ঐ জ্বর অনেক ভাগ্যবন্ত লোককে আক্রমণ করিয়াছে তাহাতে তাঁহারদের পরিজনলোকেরা শোকসাগরে মগ্ন হইয়াছে।

(৩ এপ্রিল ১৮১৯ । ২২ চৈত্র ১২২৫)

বসন্ত রোগ।—এ দেশে এই বৎসর অতিশয় বসন্ত রোগ বৃদ্ধি হইয়া অনেক লোক মরিতেছে যে লোকের টীকা না হইয়াছে এমত অনেক লোক মরিতেছে সেই ভয়ে যে২ লোকের টীকা না ছিল তাহারদেরও টীকা দিতেছে। আমরা শুনিয়াছি যে গত বৎসর ওলাউঠ রোগনিবারণার্থ কলিকাতাস্থ ইংগ্লণ্ডীয়েরা নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছিলেন সেই মত বসন্ত রোগেরও উপায় চেষ্টা করিতেছেন। এই হিন্দুস্থানের মধ্যে আশী নব্বই বৎসর বয়স্ক লোকেরদের হস্তে টীকার চিহ্ন দেখা যায় এবং চন্দ্রপত্তনে অর্থাৎ মান্দরাজে হিন্দুরদের মতাবলম্বী এক গ্রন্থ দেখা গিয়াছে তাহাতেও টীকার বিষয়ে চিকিৎসা লিখিয়াছে ইহাতে অনুমান হয় যে এই চিকিৎসা অনেক কালপর্য্যন্ত এই হিন্দুস্থানের মধ্যে চলিত আছে। ইংগ্লণ্ড দেশে জেনর সাহেব প্রথম এই চিকিৎসা প্রকাশ করিলেন তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় মহাসভা বুঝিলেন যে ইহাতে পৃথিবীর লোকের অতিশয় উপকার হইবেক এই কারণ তাহাকে দেড় লক্ষ টাকা পারিতোষিক দিলেন।

(২১ আগষ্ট ১৮১৯ । ৬ ভাদ্র ১২২৬)

বসন্ত রোগ।—মোকাম বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে হিজলনা গ্রামে এমত বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে প্রায় প্রতিদিন দুই এক জন লোক ঐ রোগদ্বারা মরিতেছে ইহাতে গ্রামস্থ তাবৎ লোকেই শঙ্কিত হইয়াছে।

(১৪ এপ্রিল ১৮২৭ । ২ বৈশাখ ১২৩৪)

বসন্তে বসন্ত রোগের আগমন।—পূর্ব্বে যে সকল প্রবল রোগ ছিল সে সকলকে দুর্ব্বল করিয়া মহাবলপরাক্রম ওলাউঠারোগ স্ববাহুবলে পূর্ব্ব রোগরাজেরদিগের রাজ্যচ্যুত করণান্তর সর্ব্বদেশে সেনাসন্নিপাত সঙ্গে লইয়া কিয়ৎ প্রজাগণের স্থানে প্রাণরূপ কর গ্রহণপূর্ব্বক রাজ্য স্বহস্তগত হওয়াতে সুস্থচিত্ত ছিলেন সংপ্রতি এ অশান্ত বসন্ত রোগের আগমন হওয়াতে রোগাধিপ ওলাউঠা তাঁহার চরিত্র দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়াছেন আর যে২ ভবনে বসন্ত বাস করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অত্যাচার দেখিয়া অরিবোধে পূর্ব্ব রাজা রোগাধীশ ওলাউঠাও স্বীয় প্রতাপ কোন২ স্থানে প্রকাশ করিতেছেন ইহাতে আমরা ভীত হইয়া লিখিতেছি যে যদ্যপি তাঁহারদিগের পরস্পর পরাক্রম প্রকাশের উদ্যোগ হয় তবে খা শত্রু পরে২ অর্থাৎ তাঁহারদের উভয়ের কোন হানি হইবেক না মধ্যে২ মাদারি মারা যায় অর্থতো অস্মদাদির প্রাণপক্ষী তদুভয়ের একতরের পক্ষপাতে পলায়ন করিবেন অতএব এক্ষণে ইহার উপায় যদ্যপি পরমেশ্বর মধ্যস্থ হইয়া করেন তবেই উভয়ের বিবাদ ভঞ্জন হইতে পারিবেক নোচেৎ বড়ই বিপৎ। সং চং

(২৭ নভেম্বর ১৮২৪ । ১৩ অগ্রহায়ণ ১২৩১)

চক্ষুরোগের চিকিৎসালয়।—সর্ব্বহিতাভিলাষি পরমকারুণিক শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি

বহাদর এতদ্দেশীয় চক্ষুরোগগ্রস্ত লোকেরদের রোগশান্তির কারণ চক্ষুরোগ চিকিৎসায় অতিবিজ্ঞ শ্রীযুত এজের্টন সাহেবকে এ দেশে পাঠাইয়াছেন। এবং শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব ১৮ নবেম্বর তারিখে তচ্চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন।

এই চিকিসালয়ে যত ব্যয় হইবেক সে সকল কোম্পানি বহাদর দিবেন। চিকিৎসালয়ের কারণ ও চিকিৎসক সাহেবের বাসার কারণ কলিকাতা নগরের মধ্যে স্থান নিরূপণ করা যাইবেক। চিকিৎসক সাহেব স্বপদবৃত্তিব্যতিরেকে এই কর্ম্মের কারণ পাঁচ শত টাকা করিয়া মাসিক পাইবেন এবং ঔষধি ও বস্ত্রাদির কারণ প্রতি মাস এক শত পঁচিশ টাকা এতদ্ভিন্ন স্বোদর পূরণে অক্ষম প্রত্যেক রোগির কারণ প্রতিদিন আড়াই আনা করিয়া পাইবেন।

প্রধান চিকিৎসার কারণ সপ্তাহের মধ্যে দুই দিবস নিরূপিত হইবেক। ইহার পর ইংলণ্ডহইতে যত চিকিৎসক সাহেবেরা এদেশে আসিবেন তাহারা ঐ দুই দিন সে স্থানে যাইবেন। এবং এতদ্দেশে কোম্পানি বহাদরের সৈন্যের চিকিৎসক সাহেবেরা তচ্চিকিৎসায় পারদর্শী হইবার কারণ অবকাশক্রমে ঐ দুই দিন অবশ্যই এই চিকিৎসালয়ে গিয়া তৎকর্ম্ম শিক্ষা করিবেন।

(১১ জুন ১৮২৫। ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২)

হাসপাতাল।—শন ১৭৯২ শালে যে হাসপাতালের অনুষ্ঠান হইয়া ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরদিগের চাঁদাদ্বারা ও শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বহাদরের সাহায্যেতে মোং ধর্ম্মতলাতে স্থাপিত হইয়া তাবৎ দীন দুঃখি লোকেরদিগের উপকার হইতেছে সেই হাসপাতালে ইস্তক ১৭৯২ শাল লাগাইদ সন ১৮২৩ শালপর্য্যন্ত যত রোগির চিকিৎসা হইয়াছে তাহার সংখ্যা।

শাল	ব্যক্তি
১৭৯৪	২৪৭
১৭৯৫	৪২০
১৭৯৬	৪৯৫
১৭৯৭	৬১৬
১৭৯৮	৬৭১
১৭৯৯	৮২৫
১৮০০	২০২৪
১৮০১	২৪৪৫
২	৪৯৪৯
৩	৬১১২
৪	৪৩২৮
৫	৪৩৮০

৬	৩৭৪১
৭	৪৭৯৪
৮	৭০৭৮
৯	৮৯২৬
১০	৭৩৭৬
১১	১১৭৬৪
১২	১২৮৩২
১৩	১৪৫৬৩
১৪	১৩৭৫৩
১৫	১৫৬৫৯
১৬	১৬৫৩১
১৭	২০৪১১
১৮	২৩১৬৮
১৯	২৮১৯৩
২০	২৯১৩৭
২১	৩২১৩২
২২	৩৯৭২৬
২৩	৪১১৬৬
একুন	৩৫৮৮৬৫

(১৮ জুন ১৮২৫ । ৬ আষাঢ় ১২৩২)

নেটিব হাসপাতাল।—নেটিব হাসপাতাল অর্থাৎ এতদ্দেশীয় লোকেরদের স্বাস্থ্যাগার-হইতে যে উপকার হইতেছে তাহার বৃদ্ধিকরণ অত্যাবশ্যক তদধ্যক্ষেরদিগের বিবেচনায় স্থির হইয়াছে যে এই শহরের মধ্যে দুই ডিসপেনসরি অর্থাৎ ঔষধাগার সংস্থাপন হয় আর ঔষধাগারদ্বয়হইতে এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে বিনা মূল্যে ও অনায়াসে ঔষধ দেওয়া যাইবেক ও তাহারদিগের চিকিৎসা করা যাইবেক। ও যাহারা ঐ স্থানে অথবা হাসপাতালে থাকিয়া ঔষধাদি সেবন করিতে ইচ্ছা করে তাহারদিগকে পথ্যও দেওয়া যাইবেক।

নিয়ম

১ যে দুই ডিসপেনসরি হইবেক তাহার একটা সরতির বাগানে আর একটা শোভাবাজারে সংস্থাপিত হইবেক।

২ পীড়িত লোকের গমনাগমন নিমিত্তে দুইখান ডুলি অর্থাৎ পালকী দুই ডিসপেন-সরিতে প্রস্তুত থাকিবেক আর প্রয়োজন মতে ঠিকা বেহারা করা যাইবেক।

৩ বর্ত্তমান নেটিব হাসপাতালহইতে পীড়িত লোকের নিমিত্তে ছয়খান খাট মায় বিছানা দেওয়া যাইবেক।

৪ ঐ হাসপাতালহইতে এই দুই ডিসপেনসরির নিমিত্তে বিলাতি ঔষধ সরবরাহ হইবেক।

৫ নেটিব হাসপাতালের খরচে ডিসপেনসরির নিমিত্তে সংপ্রতি কতকগুলিন বিলাতি ও দেশী ঔষধ ও ঔষধমাড়া খল্ল ও অস্ত্রইত্যাদি ক্রয় করিয়া দেওয়া যাইবেক পরে নেটিব হাসপাতালের সঞ্চিত ও সংগৃহীত যে ঔষধ থাকে তাহাহইতে তন্নির্ব্বাহক ডাক্তর সাহেবের দস্তখতি চিঠিতে মাস২ দেওয়া যাইবেক।

৬ নূতন ডিসপেনসরিতে ঔষধ ও চিকিৎসার নিমিত্তে ঐ স্থানে বাস করণেচ্ছু রোগিরদিগকে তদর্থে সংপ্রতি লওয়া যাইবেক না কিন্তু আগত রোগির বিশেষ পীড়া হয় কিম্বা তাহাকে ডিসপেনসরিতে রাখিয়া চিকিৎসা করা আবশ্যক বুঝা যায় তবে গ্রাহ্য হইতে পারিবেক।

৭ ঔষধ কিম্বা চিকিৎসার নিমিত্তে রোগিরা প্রাতে ইংরেজি ৮ ঘণ্টা লাং ১ ঘণ্টা-পর্য্যন্ত আসিতে পারিবেক আর বর্ত্তমান হাসপাতালের রীত্যনুসারে তাহারদিগকে ঔষধ দেওয়া যাইবেক ও চিকিৎসা করা যাইবেক।

ব্যয়ের বরাওর্দ্দ।

বাটিভাড়া		৬০
বৈদ্যক পাঠশালায় শিক্ষিত ছাত্রেরদিগের মধ্যে উপযুক্ত হিন্দু ডাক্তর ১ জন		২০
মোসলমান ১		২০
ঔষধবাটা ও দেওয়া হিন্দু ১ জন		৫
মুসলমান এক জন		৫
জল দেওয়া ভারি কিম্বা ভিস্তি এক জন		৪
মেহতর		৪
বাক্সে খরচ গড়া কাপড় দেশী ঔষধের মসলা তৈল মাটির পাত্র ঔষধের পাত্র বটির ডিবা ইত্যাদি	১০০ হইতে	১৫০
মাসিক ব্যয় — —	সীং	২৬৮

এই কর্ম্ম সম্পূর্ণ করা ব্যয়সাধ্য বর্ত্তমান হাসপাতালের যে সংস্থান আছে যে যথোপযুক্ত মাত্র সে ধনহইতে নূতন কোন কর্ম্মহইতে পারে না কিন্তু অধ্যক্ষ সাহেবেরদিগের দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে এ সাধারণ উপকারক পুণ্যজনক বিষয়ে দাতা মহৎ বিশিষ্ট ও ধার্ম্মিক লোকের নিকট নিবেদন করিলে ব্যর্থ হইবেক না ও প্রত্যেক দয়াশীল শ্রেষ্ঠ মহাশয়েরা স্বং মহত্ত্বেতে এই সাধন হিতজনক ব্যাপারে অনায়াসে ঔৎসুক্যপূর্ব্বক ইহার বৃদ্ধি চেষ্টা করণে পরাঙ্মুখ হইবেন না এই অভিপ্রায় ও প্রত্যাশাতে এক চাঁদার কাগজ প্রস্তুত

হইয়াছে যাহারং ইহাতে উপকার ও সাহায্য করণে ইচ্ছা হয় তাহারা বেঙ্ক আপ বাঙ্গাল ও হিন্দুস্থান বেঙ্ক ও মিসিএরস কালবিন এণ্ড কোং সাহেবকে লিখিবেন ঐ সাহেব টাকা পাইয়া রসিদ দিবেন॥ গবর্ণমেণ্ট গেজেট॥

(১৯ মে ১৮২১। ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮)

নূতন হুকুম।— শহর কলিকাতাতে সংপ্রতি এই হুকুম প্রকাশ হইয়াছে যে দিবাভাগে শহরের মধ্যে হালালখোরেরা শেতখানা পরিষ্কার করিতে পারিবে না তাহার কারণ এই যে দিবসে শহরের কি রাস্তা কি গলিতে সর্ব্বত্রই অনবরত লোক গমনাগমন এক পলও বিরত হয় না তৎকালে হালালখোরেরা বিষ্ঠার ভার লইয়া রাস্তা দিয়া যাইতে হইলে লোকেরদের সর্ব্বদা কষ্ট জ্ঞান হয়। এবং মলভার লইয়া নির্ম্মল গঙ্গা জলে নিক্ষেপ করে তাহাতে লোকেরদের স্নানাদির ব্যাঘাতও হয় অতএব যাবৎ পর্য্যন্ত লোকেরদের গমনাগমন রাস্তাতে অধিক থাকে তাবৎ হালালখোরেরা স্বব্যবসায় করিতে পারিবে না।

অতএব হালালখোরেরা রাত্রিতে আপনং কর্ম্ম করিতেছে।

সম্ভ্রান্ত লোক

(৩ জুলাই ১৮১৯। ২০ আষাঢ় ১২২৬)

ডক্তর রবিসন সাহেবের মরণ।—গত সপ্তাহে রবিসন সাহেব মোং কলিকাতায় মরিয়াছেন তিনি কোম্পানির চিকিৎসক ও অতিবিজ্ঞ ছিলেন তিনি অনেকং গরীব লোকের বিনামূল্যে রোগ প্রতীকার করিয়াছেন এবং গত বৎসরে কুষ্ঠি লোকেরদের বিনা মূল্যে চিকিৎসার কারণ যে এক চিকিৎসালয় হইয়াছে তাহার মূলীভূত ইনি ছিলেন।

(১৩ নভেম্বর ১৮১৯। ২৯ কার্ত্তিক ১২২৬)

পোষ্যপুত্র।—শুনা যাইতেছে যে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ মহাশয় শ্রীশ্রীযুত গিরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর আপনার ঔরস সন্তানানুৎপত্তি প্রযুক্ত পোষ্য পুত্র লইয়াছেন।

(১৫ জনুয়ারি ১৮২০। ৩ মাঘ ১২২৬)

মরণ।—২৪ পৌষ তারিখে মোকাম কলিকাতা নিমতলার ঘাটে কৃষ্ণগোবিন্দ সেন পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ সেন ও শ্রীযুত শিবপ্রসাদ সেন ও শ্রীযুত রাধামোহন সেন ও শ্রীযুত মদনমোহন সেন ও শ্রীযুত ভুবনমোহন সেন ও শ্রীযুত লালমোহন সেন তাহার

এই ছয় পুত্র আছেন তিনি আপন মরণের পূর্ব্বে আপন সম্পত্তির উয়িল করিয়া গিয়াছেন তাহার টরণি শ্রীযুত লালমোহন চৌধুরি ও শ্রীযুত রাধামোহন চৌধুরি ও শ্রীযুত শিবপ্রসাদ সেন। এবং শ্রীযুত বাবু লাড়লীমোহন ঠাকুরের সহিত যে তাহার জমীদারির মোকদ্দমা সদর দেওয়ানি অদালতে হইতেছিল সে মোকদ্দমা বিলাত আপীল হইয়া সেখানে হইতেছে সে মোকদ্দমারও মোক্তিয়ার ঐ তিন জন।

(২৯ এপ্রিল ১৮২০। ১৮ বৈশাখ ১২২৭)

ওলাউঠা রোগে কলিকাতার এই২ ভাগ্যবান লোক মরিয়াছেন। বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর ও বাবু মোহিনীমোহন ঠাকুর ও কোম্পানির ত্রেজুরির খাজাঞ্চি জগন্নাথ বসু ও কলিকাতার একশ্চেঞ্জ ঘরের কর্ম্মকারী শিবচন্দ্র বসু। এবং ইংগ্রেণ্ডীয় সাত জন সাহেব মরিয়াছেন।

(২০ মে ১৮২০। ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭)

ইস্তাহার।— ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর লোকান্তর গমন কালে শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুরকে আপনার তাবৎ বিষয় সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন এক্ষণে শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। অতএব সূর্য্যকুমার ঠাকুরের সহিত যাহারদের দেনা পাওনা ছিল তাহারা এক্ষণে শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুরের নিকট যাইবেন।

(১৭ জুন ১৮২০। ৫ আষাঢ় ১২২৭)

মরণ।—কলিকাতার মথুরামোহন সেন ধনী ও কোমলস্বভাব ছিলেন এবং তাহার আর২ গুণ ছিল সংপ্রতি ৬ জুন মঙ্গলবার তিনি পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

(১৯ আগষ্ট ১৮২০। ৫ ভাদ্র ১২২৭)

জেলা নদীয়ার মধ্যে বীরনগর গ্রামে অর্থাৎ উলাগ্রামের শ্রীযুত গোবিন্দজীবন মুখোপাধ্যায় বহুজন মান্য ও কুলীন অতি সাত্ত্বিক সদ্বংশজাত ও ধন সম্পত্তিতে ভাগ্যবন্ত···।

(২৮ অক্টোবর ১৮২০। ১৩ কার্ত্তিক ১২২৭)

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে ২ নবেম্বর বৃহস্পতিবার দুই প্রহরের সময় শহর কলিকাতার শ্রীযুত হরলাল মিত্রের বাগবাজারের এক বাটী ও জায়গা সরিফ দপ্তরে নিলামে বিক্রয় হইবেক।

(১১ নভেম্বর ১৮২০। ২৭ কার্ত্তিক ১২২৭)

শ্রীযুত কোঙর হরিনাথ রায়।—কাশীম বাজারের শ্রীযুত কোঙর হরিনাথ রায় বাহাদুরের এলাগাদ নাবালগী প্রযুক্ত তাহার জমিদারি সরবরাহকারের জিম্মাতে ছিল এই বৎসর তিনি

উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া আপন জমিদারির খোদ বন্দোবস্ত করিতেছেন। ইহাতে তাহার সুখ্যাতি হইয়াছে।

(১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ৩ ফাল্গুন ১২৩০)

শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব।—৭ ফেব্রুআরি শনিবার দিবা দশ ঘণ্টার সময় শহর কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট ঘরে এতদ্দেশীয় ও অন্য২ দেশীয় প্রধান২ লোকেরা উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনেরাল বহাদর রাজসভারোহণ করিয়া রীত্যনুসারে সকলের নজরানা অর্থাৎ উপঢৌকন স্পর্শ করিয়া যথাযোগ্য সম্ভাষাপূর্ব্বক এইং লোকেরদিগকে বিশেষ মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন।···

মৃত রাজা লোকনাথের পুত্র শ্রীযুত কুমার হরিনাথ রায়কে পাঁচ পার্চার এক খেলাৎ ও এক শিরপেচ দিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেবের পুত্র শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবকে পাঁচ পার্চার এক খেলাৎ ও এক শিরপেচ দিয়াছেন।

বর্দ্ধমানের মহারাজের উকীল শ্রীযুত বাবু হরিনাথ মল্লিককে এক নিমাস্তিন ও এক যোড়া শাল ও এক গোসআরা ও এক শিরপেচ দিয়াছেন।

কোচবেহারের রাজার উকীল শ্রীযুত দেবনাথ রায়কে এক যোড়া শাল ও এক গোস-আরা দিয়াছেন।···

ত্রিপুরার রাজার উকীল শ্রীযুত রামধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক যোড়া শাল ও এক গোসআরা দিয়াছেন।··

অপর আতর তাম্বুল প্রদানপূর্ব্বক সকলের সম্মান করিয়া বিদায় করিয়াছেন।

(৫ মার্চ ১৮২৫। ২৫ ফাল্গুন ১২৩১)

শ্রীশ্রীযুতের দরবার॥—২৫ ফেব্রুআরি শুক্রবার কলিকাতার রাজগৃহে এক দরবার হইয়াছিল।···তাহাতে শ্রীশ্রীযুত এইং মহাশয়েরদিগকে খেলাৎ দিলেন।······

শ্রীযুত কুঙর হরিনাথ রায় রাজা ও বহাদর খেতাব প্রাপ্তিহেতুক সাত পার্চার খেলাৎ ও এক জিগা ও এক ছড়া মুক্তার মালা ও এক সরপেচ ও মুক্তার চৌকরা পাইলেন।

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬। ২৩ মাঘ ১২৩২)

আগমন।—ছয় সাত দিবস অতীত হইল শ্রীযুত মহারাজ হরিনাথ রায় বাহাদুর মুরশেদাবাদহইতে আগমন করিয়া মহাসমারোহপূর্ব্বক কবরডাঙ্গার বাসায় অবস্থিতি করিয়াছেন।

(৮ সেপ্টেম্বর ১৮২৭ । ২৪ ভাদ্র ১২৩৪)

নবকুমার ।—পত্রদ্বারা জানা গেল গত ১৫ ভাদ্র বৃহস্পতিবার মোকাম কাসীমবাজারের শ্রীযুত হরিনাথ রায় বাহাদুরের শুভ তৃতীয় রাজকুমার জন্মিয়াছেন তদুপলক্ষে মহারাজ অনেক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ও কাঙ্গালিদিগের বস্ত্রালঙ্কার মিষ্টান্নাদি প্রদান করিয়াছেন এবং নানাবিধ নাচগান হইয়াছিল এইক্ষণে স্থূল প্রকাশ করা গেল বিশেষ জ্ঞাত হইলে বিস্তারিত প্রকাশ করা যাইবেক ।

(২০ জানুয়ারি ১৮২১ । ৯ মাঘ ১২২৭)

মহারাজ প্রতাপচন্দ্ররায় বাহাদুর ।—বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীশ্রীমন্মহারাজকুমার মহারাজ প্রতাপ-চন্দ্ররায় বাহাদুর ৩ জানুআরি ২১ পৌষ বুধবারে মোকাম কালনাতে গঙ্গাতীরে পাঞ্চভৌতিক শরীর পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার এই সাংঘাতিক রোগ উপস্থিত হইলে বর্দ্ধমান হইতে কালনাতে আসিয়াছিলেন এবং সেখানে আরোগ্যের কারণ অনেক স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি করাইযা-ছিলেন তাহাতে সদ্ব্যয়ও অনেক হইয়াছে। তাঁহার কারণ খেদ সর্ব্বলোক সাধারণ তাঁহার অনেক সৌজন্য সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে। তাঁহার পিতা শ্রীশ্রীযুত মহারাজ তেজশ্চন্দ্ররায় বাহাদুর কলিকাতার জরনলে সমাচার দিয়াছেন যে বর্দ্ধমানের রাজা প্রতাপচন্দ্ররায় বাহাদুর আপনার দুর্ভগা দুই স্ত্রী ও ভাগ্যহীন পিতা ও গোষ্ঠী কুটুম্বাদি সকলকে শোকসাগরে মগ্ন করিয়া ২৯ উনত্রিশ বৎসর দুই মাস দশ দিনবয়স্ক হইয়া ৩ জানুআরি বুধবারে মোকাম কালনাতে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

(৬ ডিসেম্বর ১৮২৩। ২২ অগ্রহায়ণ ১২৩০)

বর্দ্ধমানাধিপের মোকদ্দমা।—শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্দ্র বহাদরের প্রতিকূলা হইয়া তাঁহার মৃত পুত্র মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বহাদরের রাণীরা সুপ্রীমকোর্টে যে নালিস করিয়াছিলেন ১০ নবেম্বর তাহার মোকদ্দমা হইয়া যে রূপ হইয়াছে তাহার স্থূল বিবরণ। মৃত রাজপুত্রের স্ত্রী মহারাণী পেয়ারিকুমারী ও মহারাণী আনন্দকুমারী নিজ শ্বশুর শ্রীযুত মহারাজের নামে এই নালিস করিয়াছিলেন যে আমরা মৃত রাজার স্ত্রী আমারদিগের পতি বর্দ্ধমান চাকলার দেশাধিপতি ছিলেন ইহাতে তাঁহার বিয়োগে আমরা বর্ত্তমানা থাকিতে অধিকার কোন কারণে আমারদিগের শ্বশুর আপন মাতা মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর নিকট রাজ্য বিক্রয় করিয়াছিলেন তদবধি মহারাণীই রাজ্যের অধিকারিণী ছিলেন পরে আমারদিগের শ্বশুর অনেক কৌশল করিয়া রাজ্যাধিকারোন্মুখ হইয়াছিলেন তাহাতে বিচারে পরাভূত হইয়া তাঁহাকে বর্দ্ধমান ত্যাগ করিয়া চুঁচুড়ায় দুই বৎসরের কারণ বাস করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই বিষয়ের মোকদ্দমা পূর্ব্বে জেলা ও কোর্টে হওয়াতে মহারাজের পক্ষে ভাল হইয়াছিল এবং এইক্ষণও সেইরূপ থাকিল কারণ তাঁহার সম্পর্কীয় কোন মোকদ্দমা সুপ্রীমকোর্টে গ্রাহ্য হইতে পারে না। এই সমাচার চন্দ্রিকাহইতে লওয়া গেল কিন্তু ইহার মধ্যগত কোন২ কথার তাৎপর্য্য গ্রহ হইল না ।

(১২ মে ১৮২১ । ৩১ বৈশাখ ১২২৮, শনিবার)

মরণ।—শ্রীযুত করনল মেকিঞ্জী সাহেব মহা জ্ঞানী ছিলেন তিনি এই ভারতবর্ষের কোন২ স্থানে কি২ আছে এবং পূর্ব্ব কালের কোনহ আশ্চর্য্য প্রস্তর পাওয়া যায় এই সকল সঞ্চয় ও তদ্দারক কারণ শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের তরফ নিযুক্ত ছিলেন গত বুধবারে তাঁহার মরণ হইয়াছে।

(৪ আগষ্ট ১৮২১ । ২১ শ্রাবণ ১২২৮)

মৃত্যু ॥ – দিল্লীর বর্ত্তমান শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের দ্বিতীয় পুত্র মীরজা জাহাঙ্গীর বাহাদুরের ১৮ জুলাই তারিখে মোকাম এলাহাবাদে মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার বয়ঃক্রম বত্রিশ বৎসর হইয়াছিল এবং তিনি অতিসুন্দর পুরুষ ছিলেন তাঁহার অপস্মর রোগ অর্থাৎ মৃগী রোগ ছিল। যে দিবস তাঁহার মৃত্যু হইল ঐ দিবস বৈকালে তাঁহার কবর দিতে যখন লইয়া গেল তখন হাতী ও ঘোড়া ও গাড়ীপ্রভৃতি সঙ্গে গেল ও হিন্দু মুসলমান প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক সঙ্গে গেল তাঁহাকে উত্তম সিন্ধুকে সবুজ বর্ণ রেশমী বস্ত্রে আবৃত করিয়া ও রেশমী চাদর উপরে টানিয়া জুম্মা মসজিদে লইয়া গেল। তথাকার জজ ও কালেক্টর ও রেজেষ্টর ও সৈন্যাধ্যক্ষপ্রভৃতি সাহেবেরা সে স্থানে পূর্ব্বে গিয়াছিলেন সকলে থাকিয়া শাহাজাদাকে মসজিদে লইলেন পরে সে দেশের অতিপ্রাচীন নব্বই বৎসরবয়স্ক ও সকল মৌলবীর মধ্যে প্রধান শ্রীযুত শাহ আজমল কোরাণপ্রভৃতি পাঠ করিলেন এবং পাঠ সাঙ্গ হইলে তাঁহার বয়ঃক্রম বৎসরের অনুসারে গড়ে বত্রিশ তোপ হইল এবং মাস্তলের নিশান অর্দ্ধ মাস্তলপর্য্যন্ত সকল দিন টানান ছিল। পরে মসজিদহইতে সিন্ধুক সমেত পুনর্ব্বার চসরুর বাগানে লইল তাহার অগ্রে সৈন্য চলিল ও শোক চিহ্ন বাদ্য চলিল পশ্চাৎ সাহেব লোকেরা ও ওমরা লোকেরা চলিলেন সেই বাগানে গিয়া তাঁহাকে কবর দিল। মোকাম কলিকাতাতেও শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব হুকুম দিয়াছেন যে বাদশাহজাদার সংভ্রমার্থে গড়ে বত্রিশ তোপ হইবে ও অর্দ্ধ মাস্তলপর্য্যন্ত নিশান উঠান যাইবেক।

(১৮ আগষ্ট ১৮২১ । ৪ ভাদ্র ১২২৮)

মুরশেদাবাদ ॥—সুবে বাঙ্গালা ও সুবে বেহার ও সুবে উড়িস্যার সুবেদার মুরশেদাবাদের নবাব সুজাউল্‌মুলুক মুবারকদ্দৌলা আলীজাহ্ জিনতদ্দীন্ আলীখাঁ বাহাদুর ফীরোজ জঙ্ ৬ আগস্ত অর্থাৎ ২৩ শ্রাবণ সোমবারে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তৎপর দিন ৭ তারিখে অতি-প্রাতঃকালে মোং বহরমপুরহইতে গোরা পল্টন ও সিফাহী পল্টন দুই তোপ লইয়া নবাব বাটীর চকে উপস্থিত হইল পরে নবাব সাহেবের অমাত্যেরা ও আত্মীয় লোকেরা ঐ মৃত শরীর ধৌত করিয়া সবুজবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত অপূর্ব্ব পালঙ্কোপরি তাঁহাকে উঠাইয়া কবর স্থানে লইয়া চলিল। তাঁহার অগ্রে২ ঐ সকল সৈন্য বন্দুক উল্‌টাইয়া চলিতে লাগিল এবং বাদ্য যন্ত্র সকল

কৃষ্ণ বর্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া শোকসূচক বাদ্য করিতে২ চলিল। এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে সরকারী হাতী ও ঘোড়া ও সৈন্য চলিল এবং শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের উকীল ও তত্রস্থ সকল সাহেবেরা সঙ্গে চলিলেন মুরশেদাবাদহইতে এক ক্রোশ নজীমেরদের কবরস্থান জাফরগঞ্জপর্য্যন্ত সকল সমেত গেলেন সেখানে পঁহুছিয়া সিফাহীরা তিনবার বন্দুক ছাড়িল ও তাঁহার বয়ঃক্রম বৎসরানুসারে ২৯ তোপ হইল পরে তাঁহারদের বংশমর্য্যাদানুসারে তাঁহাকে সেইখানে কবর দিয়া সকলে স্ব২ স্থানে গমন করিলেন।

(৫ জানুয়ারি ১৮২২। ২৩ পৌষ ১২২৮)

প্রশংসা পত্র॥—সুপ্রীমকোর্টের প্রধান জজ শ্রীযুত সর এদ্বর্দ হৈড ইষ্ট সাহেব ইংগ্লণ্ডে যাইতেছেন তিনি এতদ্দেশীয় অনেক লোকের অনেক মত উপকার করিয়াছেন অতএব তাঁহার তুষ্টির বিবেচনা কারণ মোং কলিকাতার টৌনহালে ২১ দিসেম্বর শুক্রবারে কলিকাতাস্থ ভাগ্যবান লোকেরা একত্র হইয়াছিলেন তাহাতে সেই সভার মধ্যে শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর কহিলেন যে অদ্যকার সভার প্রধান শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেব ইহাতে সভাস্থ সকলেই অনুমতি করিলেন। পরে তাঁহারা চান্দা করিয়া টাকার বিলি করিলেন যে সে টাকার দ্বারা শ্রীযুত সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন হয়। এবং তাঁহাকে শুনাইবার কারণ তাঁহার এক প্রশংসাপত্র লিখিয়া তাহাতে শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেব ও শ্রীযুত বাবু বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু বিষ্ণুচরণ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক ও শ্রীযুক্ত বাবু রামদুলাল দে ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্র দস্তখত করিলেন।

(১৯ জানুয়ারি ১৮২২। ৭ মাঘ ১২২৮)

প্রশংসা পত্র॥—কলিকাতার অনেক ভাগ্যবান্ লোকেরা শ্রীযুত সর এদ্বর্দ হৈড ইষ্ট সাহেবকে পত্র শুনাইতে গত মঙ্গলবারে সকলে একত্র হইয়াছিলেন। এবং দুই প্রহর এক ঘণ্টা বেলার কিঞ্চিৎ পরে সাহেবের নিকট সুখ্যাতি পত্র দিলেন সে পত্র চর্ম্মে লিখিত চতুর্দিগে স্বর্ণ মণ্ডিত। পারসী ও বাঙ্গালা ও ইংরেজী এই তিন ভাষাতে লিখিত। শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর কহিলেন যে পত্র পাঠ করিয়া শুনান কর্ত্তব্য। তাহাতে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ক্রমে তিন ভাষাতে পাঠ করিয়া পত্র শুনাইলেন সে পত্রের বয়ান।

আমরা শুনিলাম যে আপনি আট বৎসরপর্য্যন্ত এ দেশের এই প্রধান কর্ম্ম করিয়া অতি-শীঘ্র এ দেশ ত্যাগ করিবেন ইহাতে আমরা অতিশয় খিদ্যমান হইলাম ইহাতে আপনাকে স্তব করিতে আমরা সকলে একত্র আসিয়াছি। আপনার আমলে আমরা অনেক উপকার পাইয়াছি এবং আপনার যথার্থ বিচারদ্বারা অতিশয় সুখ্যাতি হইয়াছে এবং আপনি যে হিন্দু কালেজ

করিয়াছেন তদ্দ্বারা আমারদিগের বালকেরদের অনেক উপকার হইয়াছে। এখন আমারদিগের এই প্রার্থনা যে আমারদিগের এ দেশের কারণ আপনি যে উপকার করিয়াছেন তাহার কারণ এইখানে আপনকার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করি। যখন আপনি অদৃশ্য হইবেন তখন এই প্রতিমূর্ত্তি দর্শনে আপনাকে স্মরণ করিব।

ইহার পরে হিন্দু কালেজের ছাত্রেরা এক প্রশংসা পত্র আনিয়া দিল সে পত্র এক ছাত্র শ্রীযুত শিবচন্দ্র ঠাকুর পাঠ করিল যে আপনার অনুগ্রহেতে আমারদিগের জ্ঞানোদয় হইতেছে এইক্ষণে আপনার গমনে আমারদিগের খেদের অনেক কারণ। যে হেতুক ভরসা করি যে আমারদিগের কালেজের বিশেষ ভাল বিবরণ ইংগ্লণ্ডে কহিবেন এবং এই প্রার্থনা যে এ কালেজের সৌষ্ঠব সাধ্যানুরূপ চেষ্টা করিবেন। এবং ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা যে আপনি নির্ব্বিঘ্নে স্বস্থানে পঁহুছিয়া পরমসুখে চিরকাল যাপন করুন। এই সকল শুনিয়া কহিলেন যে আমি তোমারদিগের প্রতি অতিসন্তুষ্ট আছি এবং তোমারদিগের প্রত্যেক জন আমার স্মরণে থাকিল। এইরূপে বালকেরদিগকে সম্মান করিয়া আপনি উঠিয়া আতর ও পান লইয়া তাবৎ ভাগ্যবান লোকের হস্তে দিয়া বিদায় করিলেন।

সমাচার দর্পণ প্রস্তুত হওন কালে এই প্রশংসা পত্রের বিবরণ পঁহুছিল অতএব অনবকাশ প্রযুক্ত ছাপান গেল না আগামী সপ্তাহে ছাপান যাইবে।

পুনর্ব্বার সমাচার আইল যে শ্রীযুত সর এদ্বর্দ হৈদ ইষ্ট সাহেব ১৭ জানুআরি বৃহস্পতিবার চান্দপালের ঘাটে পীনাস আরোহণ করিয়াছেন গঙ্গাসাগরে জাহাজে আরোহণ করিয়া ইংগ্লণ্ডে যাইবেন।

(২৬ জানুয়ারি ১৮২২ । ১৪ মাঘ ১২২৮)

৩ মাঘ মঙ্গলবার বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় শ্রীল শ্রীচিফ জষ্টিস প্রধান বিচারকের সুখ্যাতিপত্র প্রদান কারণ কলিকাতাস্থ এবং তন্নিকটস্থ প্রায় সমুদয় মর্য্যাদাবন্ত প্রধান হিন্দু মুসলমান বড় অদালতনামক গৃহে একত্র হইলেন। সার্দ্ধৈক ঘণ্টার সময় শ্রীশ্রীযুত ঐ গৃহে শুভাগমন করিলেন তদনন্তর চতুরস্র স্বর্ণ চিত্রিত দৃতি নির্ম্মিত পট্টে সুলিখিত ইংরাজী বাঙ্গালা পারসী ভাষা ত্রয় সুরচিত সংকীর্ত্তি পত্র শ্রীযুত বাবু রাধাকান্তদেব কর্তৃক পাঠানন্তর শ্রীহস্তে সমর্পিত হইল। তৎপশ্চাৎ হিন্দুকালেজসংজ্ঞক বিদ্যালয়ের প্রধান ছাত্রবর্গ আর এক সুখ্যাতিপত্র প্রদান করিলেন তৎপরে ধর্ম্মাবতার করুণাসাগর বাষ্প গদ্গদস্বরে তাহার সদুত্তরামৃতাভিষিক্ত করিয়া সকল লোককে গন্ধ তাম্বূল প্রদান দ্বারা সম্মানপূর্ব্বক বিদায় করিলেন।

শ্রীযুত চিপ জষ্টিস সাহেবের সুখ্যাতি পত্র।

মহামহিম করুণাসাগরাসদ্বিচার তিমিরহর মিহির নানাদিগ্দেশীয়াশেষশাস্ত্রবেদক সকল

দয়াধিকরণ কূটসংশয়চ্ছেদক সজ্জন মানস রঞ্জন দুষ্টাশিষ্ট দল দলন দীনগণাভিলাষপূরক শ্রীল শ্রীযুক্ত সর এড্বর্দ হৈড ইষ্ট নাইট প্রধান বিচারক দোর্দণ্ডাখণ্ড প্রবল প্রচণ্ড প্রতাপেষু।

কলিকাতা নগর নিবাসি গণের নিবেদন। ধর্ম্মাবতারের শ্রীযুক্ত কোম্পানী বাহাদুরের হিন্দুস্থান মধ্যগত শাসিত রাজ্যে ধর্ম্ম সংস্থাপকোচ্চপদাভিষেকাবধি অদ্য বর্ষপর্য্যন্ত সদ্বিচার বিস্তারানান্তর সংপ্রতি তদ্বিরতি বাঞ্ছাকরণ নিদারুণধ্বনি শ্রবণ জন্যোৎকণ্ঠিত সুবিচার পালিত প্রজাগণের প্রত্যাশা এই যে শ্রীশ্রীযুক্তের এতদ্রাজ্যে দুষ্টদমন শিষ্টপালন পূর্ব্বক ন্যায় বিতরণ প্রভুতা সংক্রান্ত দুষ্কর ব্যাপার সুগম সুধারাকরণ চমৎকার প্রকাশার্থ এবং উপকারপুঞ্জ জনিত কৃতজ্ঞতাসূচক ধন্য ধন্যেতি গুণানুবাদ করণার্থ অনুমত্যনুসারে সমীপস্থ হই।

বিবিধ ব্যবহারাবলম্বি ভিন্ন২ ভাষাভাষি নানাদিগ্দেশীয় জনগণপ্রতি ন্যায় বিস্তরণে তথা হিন্দু মুসলমান সম্বন্ধি বহুবিধ বিস্তৃত ধর্ম্মপ্রতিপাদক যে সকল গ্রন্থে ধর্ম্মাবতারের বিচারাসনে পদার্পণ করণের পূর্ব্বে কদাচ অবধান হয় নাই তত্তদ্গ্রন্থের তথ্যানুসন্ধানপূর্ব্বক বৈষম্যবিধ্বংসন এবং সদ্ব্যাখ্যাকরণ জন্য ক্লেশ বাহুল্য আজ্ঞানুবর্ত্তি অস্মদাদি সর্ব্বজনের সম্যক্ সুবিদিত আছে। অপরাশ্চর্য্য এই যে এতাদৃশ বৈষম্য সমূহ কদাপি বিচারের প্রতিবন্ধক হইতে পারে নাই বরঞ্চ তাবদ্বক্রিম বিবাদ সংক্রান্ত বাদিপ্রতিবাদিগণ এবং ধর্ম্মাধিকরণ প্রকরণ দর্শনার্থিবর্গ শ্রীশ্রীযুত সন্নিধানহইতে গমনকালে মহাশয়ের ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যাতিশয় পূর্ব্বক বিবেচনাক্রমে অক্ষোভে অকুতোভয়ে বিচার ধর্ম্ম নিয়মাচরণে সকল বিবাদবিষয় তদাদি তদন্ত সুবোধিত সুনিশ্চিত ন্যায্যরূপে নিষ্পত্তি স্বীকার করিয়াছেন এবং এ শুভানুধ্যায়িরদিগের মনোবাঞ্ছা এই যে এতদ্দেশীয় লোকের বালকেরদিগের বিদ্যানুশীলন বৃদ্ধিকরণে ধর্ম্মাবতারের সকরুণান্তঃকরণের নিরন্তর প্রযত্নে অস্মদাদির এবং এতদ্দেশস্থ সমস্ত লোকের যাদৃশোপকার হইয়াছে তাহা সুগোচর করি। মহাশয়ের সদনুকম্পাতে হিন্দু বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয় তাহাতে ইউরোপদেশীয় বিদ্বত্তমগণের সানুকূল্য সাহায্যে জ্ঞান তপন কিরণ সঞ্চার এ প্রদেশে হইয়া এই ক্ষণে এতদ্দেশীয় বালক শিক্ষার্থ সংস্থাপিত বহুতর পাঠশালার সহকারিতার উত্তরোত্তর সমুজ্জ্বল হইতেছে ইহাতে বোধ হয় যে অচিরকালের বিদ্যানীতিজা সুখপ্রভা দেদীপ্যমানা হইবে। পরমেশ্বর অস্মদ্দেশের এবং অস্মদীয় সন্তানেরদিগের বর্ত্তমান ভবিষ্যতের মঙ্গলোন্নতিবিধায়ক মহাশয়কে এই কৃত হর্ষান্বিত লীলাস্পদহইতে প্রস্থানানন্তর গম্যমানোত্তম স্থানে নিত্যারোগ্য সৌভাগ্যযুক্তে কৃতপরোপকার জনিতামোঘ ফলজন্য মহাসুখ ভোগে রাখিবেন। এই ক্ষণে আমরা সকলে মহাশয়ের শ্রীমুখ স্মরণার্থ এক প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া ধর্ম্মাধিকরণোন্নত স্থানে সংস্থাপনের এবং তদধোভোগে সুবিচারকারক করুণাসাগর ধর্ম্মাবতারের নিকটে বিদায় সময়ে কৃতোপকার স্মরণে অস্মদাদি সর্ব্বজনান্তঃকরণে যাদৃশ ভাবোদয় হইল তাহার বিবরণ আমারদিগের বংশ পরম্পরার জ্ঞাপনার্থ অঙ্কিত করণের প্রার্থনা করি।

শাকে রামাব্ধি শৈলেন্দুমানে হ্যমূংকীর্ত্তি পত্রিকাং।
প্রালিখন্ কলিকাতাস্থাস্তেষাং স্মরণকারিকাং॥

সুখ্যাতি পত্রে স্বাক্ষরকারী ॥

হরিমোহন ঠাকুর
চন্দ্রকুমার ঠাকুর
নবকুমার ঠাকুর
দ্বারিকানাথ ঠাকুর
রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়
কালীপ্রসাদ ঠাকুর
কাশীকান্ত ঘোষবাল
হেরম্ব মিশ্র
শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
মতিলাল বাবু
তারাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
রামতনু বন্দ্যোপাধ্যায়
তারাকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়
জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
কালীশঙ্কর ঘোষবাল
রামজয় তর্কালঙ্কার
বামদাস সিদ্ধান্ত পঞ্চানন
বৈদ্যনাথ পণ্ডিত
লাডিলিমোহন ঠাকুর
উমানন্দ ঠাকুর
কালীকুমার ঠাকুর
প্রসন্নকুমার,ঠাকুর
গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
রামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বিশ্বনাথ বাবু
নীলরত্ন হালদার
কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী

কালীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
রামকান্ত চক্রবর্ত্তী
তারাপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ
রবিচন্দ্র তর্কচূড়ামণি
গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার
শিব রাও
জগন্নাথ দাস বাবু
রাজা গোপীমোহন দেব
গোপীকৃষ্ণ দেব
রাধাকান্ত দেব
সীতানাথ বসু
তারিণীচরণ মিত্র
মদনমোহন বসু
রামকমল সেন
মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুর
ভুবনমোহন দেব
মহেন্দ্রনারায়ণ দেব
গঙ্গানারায়ণ দাস
ভগবতীচরণ মিত্র
রাধাকৃষ্ণ মিত্র
জগমোহন বসু
রামদুলাল দে
রসময় দত্ত
গুরুপ্রসাদ বসু
রামকৃষ্ণ দে
তারাচাঁদ বসু
চন্দ্রশেখর মিত্র
ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র
বিশ্বনাথ রায়
লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত

চৈতন্যচরণ শেঠ
কৃষ্ণপ্রসাদ শেঠ
মদনমোহন শেঠ
প্রাণকৃষ্ণ শেঠ
রামগোপাল মল্লিক
মহারাজ রামচন্দ্র রায়
রূপচরণ রায়
রঘুনাথ চন্দ্র
কৃষ্ণমোহন দত্ত
গোলকচন্দ্র দাস
চন্দ্রশেখর দাস
বিষ্ণুলাল চৌবে
৺উদয়করণ দাস শাহা
লালা খোসালচন্দ্র
প্রাণভূষণ দাস। ইত্যাদি মহাজনবর্গ
নবকৃষ্ণ সিংহ
নীলমণি দত্ত
প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস
রামচন্দ্র বিশ্বাস
নীলমণি দে
পীতাম্বর ঘোষ

ভোলানাথ মিত্র
রামচন্দ্র ঘোষ
নীলকমল মজুমদার
বৈষ্ণবদাস মল্লিক
কৃষ্ণচন্দ্র রায়
রাজনারায়ণ সেন
স্বরূপচন্দ্র দে
মদনমোহন মল্লিক
হলধর দে
মৌলবি আবদোল হামিদ
মৌলবি দোরবেশালি
সেখ আবদোল্লা
সৈয়দ দেলেরআলি আলি আকবর
মৌলবি মহম্মদ মোরাদ
মৌলবি মহম্মদ রাশদ
সেখ গোলাম হোসেন
মির বন্দেআলি খাঁ
শেরাজুদ্দীন আলী খাঁ
এফ পরেরা
জান হেন্‌রি

বহু স্বাক্ষর করণার্থী স্থানাভাবে স্বাক্ষর করিতে পারেন নাই।

(১২ জানুয়ারি ১৮২২। ৩০ পৌষ ১২২৮)

গত পরীক্ষা ॥—কলিকাতার শ্রীযুত গোপীকৃষ্ণ দেবের জামাতা শ্রীযুত হরিদাস বসুর বিষয় ২৯ দিসেম্বরের সমাচার দর্পণে ছাপান গিয়াছে এই ক্ষণে জানা গেল যে সেই পরীক্ষার সুখ্যাতিদ্বারা শ্রীযুত মেকিণ্টস্ ফুলণ্টন কোম্পানীর বাটীতে শ্রীযুত কালডর সাহেব তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া ৫ জানুআরিতে কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন।

(২ ফেব্রুয়ারি ১৮২২। ২১ মাঘ ১২২৮)

মরণ ॥—২৫ পৌষ সোমবার ৭ জানুআরি মহিষাদলের জমীদার জগন্নাথ গর্গ লোকান্তর গত হইয়াছেন তাঁহার শ্রাদ্ধ ৫ মাঘ বৃহস্পতিবার সমারোহ পূর্ব্বক হইয়াছে।

(১১ মে ১৮২২। ৩০ বৈশাখ ১২২৯)

মৃত্যু ॥—গত ২৩ বৈশাখ শনিবারে টাকী গ্রামের বাবু গোপীনাথ মুন্সীর মোং বরাহনগরে পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে ইহাতে ছোট বড় তাবৎ লোক খেদিত যেহেতুক ভাগ্যবানের সন্তান অল্পবয়সে অধিক গুণশালী হইয়াছিলেন বিশেষতো মিষ্টভাষী ও উদ্দাম দাতা ও ধার্ম্মিক ও বিষয় কর্ম্মে নিপুণ এতাবান গুণ একাধারে ছিল।

(১৫ জুন ১৮২২। ২ আষাঢ় ১২২৯)

প্রতিমূর্ত্তি ॥—শ্রীযুত হারিস্তন সাহেব অনেক কালাবধি মোং কলিকাতার সদরদেওয়ানি অদালতের প্রধান বিচারকর্ত্তা ছিলেন এবং সে কর্ম্মে তাঁহার সুখ্যাতি সর্ব্বত্র আছে। সম্প্রতি সদরদেওয়ানি অদালতের উকীল শ্রীযুত মুন্সী আমিন উদ্দীন অহম্মদ ও শ্রীযুত বাবু জগন্নাথ সিংহ ও অন্য২ উকীলেরা চাঁদা করিয়া পাঁচ হাজার টাকা জমা করিয়া শ্রীযুত চেনরি সাহেবের দ্বারা শ্রীযুত হারিস্তন সাহেবের এক প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া সদরদেওয়ানি অদালতে রাখিয়াছে।

(১৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৮। ৩০ ভাদ্র ১২৩৫)

হারিণ্টন সাহেব।—শেষজাহাজদ্বারা সমাচার পাওয়া গেল যে ৯ এপ্রিল তারিখে হারিণ্টন সাহেব ইংগ্লণ্ডদেশে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

হারিণ্টন সাহেব ৪০ বৎসরের অধিক কাল কোম্পানির কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। এ দেশে তাঁহার আগমনাবধি তিনি আদালতের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং নানা ক্ষুদ্র২ পদের কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণ পূর্ব্বক শেষে সদরদেওয়ানী আদালতে নিযুক্ত হন সদর দেওয়ানী আদালত নিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করণে এ দেশে যেরূপ সুখ্যাতিপ্রাপ্ত হন তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন এবং এমত কোন লোক নাই যে হারিণ্টন সাহেবের নাম না শুনিয়াছেন ও তাঁহাকে না জানেন। তিনি কোম্পানির আইনের সারসংগ্রহ করিয়া দুই কিম্বা তিন পুস্তক ছাপাইয়াছিলেন এবং সে পুস্তক অদ্যাপি অতিশয় চলিত আছে।

অতিশয় শ্রমপূর্ব্বক সরকারী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণে তাঁহার এই পীড়া জন্মিয়াছিল এবং আট বৎসর হইল তিনি সুস্থহওনার্থে ইংগ্লণ্ডে গমন করিয়াছিলেন আপন দেশের বায়ুতে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া পুনর্ব্বার এ দেশে আইলেন এবং শ্রীযুত কোর্ট আফ ডাইরেক্তর্স সাহেবেরা তাঁহাকে কৌন্সেলে নিযুক্ত করিলেন যখন তিনি পুনর্ব্বার এ দেশে পঁহুছিলেন তখন কৌন্সেলের কোন পদ শূন্য ছিল না এইপ্রযুক্ত তিনি সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান জজের পদে নিযুক্ত হইয়া কিছু কালপর্য্যন্ত সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন পরে কৌন্সেলের পদ শূন্য হইলে তিনি সেই পদে ভর্ত্তি হইয়া দুই বৎসর পর্য্যন্ত সেই কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিলেন পরে তাঁহার পীড়ার বৃদ্ধি হইতে লাগিল তাহাতে তিনি চীনদেশে গমন করিলেন এবং সে দেশহইতে ইংগ্লণ্ডে গমন করিলেন। কিন্তু আপন দেশে পঁহুছিবামাত্র লোকান্তর গত হইয়াছেন।

(১৩ জুলাই ১৮২২। ৩০ আষাঢ় ১২২৯)

মরণ ॥—৮ জুলাই সোমবার এগার ঘণ্টারাত্রি সময় তামস ফেনশ মিডিলটন্ কলিকাতার লার্ড বিসোপ সাহেব লোকান্তরগত হইয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম তিপ্পান্ন বৎসর ছয় মাস। তাঁহার মৃত শরীর বৃহস্পতিবার বৈকালে ছয় ঘণ্টার সময় তাঁহার নিবাসস্থান চৌরঙ্গীহইতে আনিয়া টাঁকশালের সম্মুখস্থ প্রধান গ্রিজাবাটীতে প্রধান স্থানে তাঁহার কবর হইয়াছে। এবং শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে তাঁহার সম্ভ্রমার্থে কবরের সময় শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের চাকর সম্পর্কীয় তাবৎ ইংগ্লণ্ডীয় লোক সেখানে হাজির হইবেন।

(২০ জুলাই ১৮২২। ৬ শ্রাবণ ১২২৯)

মরণ।—গত সোমবার ১৫ জুলাই মোং বালিতে বাবু কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় পরলোকগামী হইয়াছেন তিনি শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের পারসী দপ্তরের প্রধান মুন্সী ছিলেন তিনি এই দপ্তরে সন ১৭৯১ শালে মকরর হন তদবধি শেষ দিনপর্য্যন্ত ঐ দপ্তরে অতিসম্ভ্রমরূপে ও অতিযথার্থরূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন তাঁহার এই গুণে কেবল তাহার মুনীবেরা সন্তুষ্ট ছিলেন তাহা নয় কিন্তু ঐ দপ্তরের তাবৎ লোকের সহিত সৌহৃদ্যপূর্ব্বক এতকাল ক্ষেপ করিয়াছিলেন। ঐ দপ্তরের সকল লোক তাহার কারণ অত্যন্ত খেদ করিতেছে বিশেষতঃ তিনি ১৩ জুলাই শনিবার দপ্তরখানা হইতে মোং বালিতে আইলেন পরে সোমবারে তাঁহার পরলোক হইল।

(৩ আগষ্ট ১৮২২। ২০ শ্রাবণ ১২২৯)

মরণ ॥—১৮২২ সালের ৫ জুলাই তারিখে মোকাম ঢাকার বড় নবাব নসরৎজঙ্গ বাহাদুরের উদরাময় সঞ্চার হইয়াছিল এবং ২২ জুলাই প্রাতঃকালে সাত ঘণ্টার সময়ে তিনি ঐ রোগে লোকান্তরগত হইয়াছেন। ঐ তারিখে বৈকাল বেলা তাঁহার কবর হইয়াছে তাঁহার কবর দেওনের কালে ন্যূনাতিরেক লক্ষ লোক সঙ্গে গিয়াছিল এবং কোম্পানি সম্পর্কীয় ইংগ্লণ্ডীয় সাহেব লোকেরা আপনারদের সৈন্য লইয়া গিয়াছিলেন ও আর২ সাহেব লোকেরাও ঐ সঙ্গে গিয়াছিলেন এবং ঐ নবাব সাহেবের সম্ভ্রমার্থে কোম্পানির সিফাহীরা তাঁহার কবরের নিকটে তিনবার ফএর করিল।...

(১৯ অক্টোবর ১৮২২। ৪ কার্ত্তিক ১২২৯)

মরণ ॥—দিনামার কোম্পানির সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর বিকেভী সাহেব শহর শ্রীরামপুরে ১২ আক্‌টোবর শনিবার রাত্রিতে লোকান্তরগত হইয়াছেন। পর দিন ১৩ আক্‌টোবর রবিবার বৈকালে পাঁচ ঘণ্টার সময়ে শ্রীরামপুরে তাহার কবর হইয়াছে।...এই মেজর সাহেবের পরলোক হওয়াতে অনেক লোক শোকান্বিত হইয়াছে যেহেতুক ইনি অতিবড় বিদ্বান ও অত্যন্ত দয়ালু ও অতিশয় পরোপকারী ছিলেন।

(২ নভেম্বর ১৮২২। ১৮ কার্ত্তিক ১২২৯)

মৃত্যু॥—কলিকাতার পশ্চিম আঁদুল গ্রাম নিবাসি রামসেবক মল্লিকের ভ্রাতৃ পুত্র কাশীনাথ মল্লিক কলিকাতার বাসাবাটীতে ওলাউঠা রোগে ১১ কার্ত্তিক শনিবার পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন ইহার বয়ঃক্রম প্রায় ৪৫।৪৬ বৎসর হইবেক। ইনি শ্রীযুত মহারাজ তেজশ্চন্দ্র রায় বাহাদুরের কলিকাতার বিষয় কর্ম্মের মোক্তিয়ার ছিলেন। আর শুনিতে পাই যে ইনি বিষয় চতুর মনুষ্য ছিলেন।

(৩০ নভেম্বর ১৮২২। ১৬ অগ্রহায়ণ ১২২৯)

মরণ।—১৬ নবেম্বর শনিবার মোং কলিকাতার ভবানীপুরের হরমোহন বাবুর পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে তিনি নল দময়ন্তী যাত্রাতে নল রাজা সাজিতেন তৎপ্রযুক্ত সকলেই তাহাকে নল রাজা করিয়া কহিত তাহার মত সুন্দর পুরুষ অন্বেষণ করিলে অধিক পাওয়া যায় না তাহার মরণে অনেক লোক বিষাদিত হইয়াছে।

(২১ ডিসেম্বর ১৮২২। ৭ পৌষ ১২২৯)

শ্রীশ্রীযুত মারকিস আফ হেষ্টিংস।—গত ১৬ দিসেম্বর সোমবার কলিকাতার সাহেব লোক টৌনহালে সকলে একত্র হইয়াছিলেন তখন শ্রীযুত লেষ্টর সাহেব তাহারদের মধ্যে বন্দোবস্তকারক করা গেলেন তিনি সে সভাস্থ সাহেব লোকেরদিগকে বলিলেন যে শ্রীশ্রীযুতের অশ্বারূঢ় প্রতিমূর্ত্তি করিতে যে আমরা সচেষ্ট ছিলাম তাহাতে শ্রীশ্রীযুক্ত সম্মত হইলেন না। যেহেতুক তাহাতে লোকেরদের অধিক ব্যয় হইবেক। অতএব সে কথা শুনিয়া সে সভাস্থ সাহেব লোক নিয়ম করিলেন যে শ্রীশ্রীযুতের এক ছবি ও টৌনহালস্থিত লর্দ কর্ণেলিয়সের প্রতিমূর্ত্তির মত প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি করিয়া টৌনহালে স্থাপিত করা যাউক। এবং আবো নিরুপণ করিলেন যে আটায় জন সাহেব লোক শ্রীশ্রীযুতের নিকটে গিয়া এই২ বিষয় তাহার আজ্ঞা লইবেন। অতএব ঐ সাহেব লোক সেখানে গিয়া সে বিষয়ে শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

গবর্ণরমেন্ত গেজেট হইতে এই সমাচার লওয়া গেল যে শ্রীযুত মহারাজ রাজকৃষ্ণ বহাদর ও শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণসখা ঘোষ ও শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণব দাস মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু লাডলী মোহন ঠাকুর ইহারা কলিকাতার সরীফ শ্রীযুক্ত কালডর সাহেবকে পত্র লিখিয়াছেন যে এতদ্দেশীয় লোকেরা কলিকাতার মধ্যে এক সভা করেন ও ঐ সভাতে শ্রীশ্রীযুতের প্রশংসা পত্র প্রস্তুত করা যায় তাহাতে কালডর সাহেব হুকুম দিয়াছেন যে ঐ সভা ২১ দিসেম্বরে শনিবারে টৌনহালে হইবেক।..

(২৮ ডিসেম্বর ১৮২২ । ১৪ পৌষ ১২২৯)

প্রশংসাপত্র ।—গত ২১ দিসেম্বর শনিবার শ্রীশ্রীযুত মারকিস আফ হেষ্টিংস বহাদরের বিদায় ও সুখ্যাতিপত্র বিবেচনা করিতে কলিকাতাবাসি বাঙ্গালি ভাগ্যবান্ একত্র হইয়াছিলেন।

শ্রীযুত সরীফ কালভর্ সাহেব তৎ সভা হওনের কারণ সকলকে জ্ঞাত করিলেন।

তাহাতে শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন নিবেদন করিলেন যে শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর এই কর্ম্ম সম্পাদনার্থ চৌকিতে বসুন।

পরে তিনি চৌকিতে বসিয়া ইংগ্লণ্ডীয় ভাষাতে ঐ সভা সমক্ষে নিবেদন করিলেন যে শ্রীশ্রীযুতের বিদায় ও প্রশংসাপত্র প্রস্তুত করণার্থ সভা একত্র হইয়াছেন এবং আরো কহিলেন যে এতাদৃশ দয়াশীল ও জ্ঞানী শ্রীশ্রীযুত আমারদের এখানহইতে প্রস্থানোন্মুখ হইয়াছেন এ অস্মদাদির অতিশয় খেদের বিষয় অতএব তাঁহার শুভ প্রস্থান কালে আমরা যে তাঁহার বিদায় ও প্রশংসাপত্র প্রস্তুত করি সে আমারদের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহার পর শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর পূর্ব্ব প্রস্তুত ইংরেজী ও বাঙ্গালি ও পারসী ভাষাতে লিখিত প্রশংসাপত্র ঐ সভার সম্মুখে পাঠ করিলেন পরে তৎসভাসদ সকলে সে পত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

অনন্তর শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় উঠিয়া কহিলেন যে এই পত্র অত্যুত্তম ও অত্যুপযুক্ত কিন্তু ইহার মধ্যে অন্য দুই এক কথা বিন্যাস করিলে আরো উত্তম হয় অতএব নিবেদন করি যে এই সভা এক সম্প্রদায়রূপে মিলিত হইয়া এই পত্রে যেখানে যে কথা বিন্যাস করিলে উপযুক্ত হয় তাহা বিবেচনাপূর্ব্বক বিন্যাস করেন ইহা কর্ত্তব্য। তাহাতে শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর কহিলেন যে এই পত্রে এই সভ্যেরা স্বাক্ষর করিয়াছেন অতএব আমরা যে সম্প্রদায় মিলিত হইয়া এই পত্র অন্য মত করি ইহা অকর্ত্তব্য। শ্রীযুত বাবু গোপীকৃষ্ণ দেব কহিলেন যে শ্রীশ্রীযুত যে এতদ্দেশীয়েরদিগকে ছাপার প্রেষ করিতে অনুমতি করিয়াছেন ইহাতে এতদ্দেশের মহোপকার জন্মিয়াছে এতদ্বিষয়ক কোন কথা ঐ পত্রে অর্পণ কর্ত্তব্য। শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবও ঐ কথার অনুবাদ করিলেন ও ঐ পত্রের মধ্যে আর এই কথা বিন্যাস করিতে চাহিলেন যে শ্রীশ্রীযুত অস্মদাদির ধর্ম্ম-দ্বেষ করিলেন না ও সহমরণের কোন বাধা জন্মাইলেন না ; এই বিষয়ে আমরা যে তাঁহার প্রশংসা করি সেও অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীযুত রামকমল সেনও সেই কথাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং তৎ কথার প্রামাণ্যের জন্যে যখন সভার সম্মুখে কহা গেল তখন প্রায় সকলেই স্বস্ব সম্মতি জানাইলেন।

শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় পুনর্ব্বার উঠিয়া সভার প্রতি কহিতে লাগিলেন যে আমি বাসনা করি যে আমারদের প্রিয় শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের প্রশংসার নিমিত্ত কোন বহু কালস্থায়ী নিদর্শন স্থাপিত করা যায় তাহাতে এই নিবেদন করি যে চান্দপালের ঘাটে অতিমনোহর এক খীলান গ্রন্থন হয় ও তাহার উপরে শ্রীশ্রীযুতের মূর্ত্তি থাকে ও দুই পার্শ্বের থামে তাঁহার প্রশংসাপত্র খুদিয়া রাখা যায়।

এই কথা শুনিয়া সভার মধ্যে কেহ২ অধিক সাধুবাদ করিলেন কিন্তু সকলের অভিপ্রেত না হওয়াতে সে বিষয় স্থির হইল না।

শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর নিবেদন করিলেন যে এই সভা করণের কারণ উপকার স্বীকার শ্রীযুত সরীফ সাহেবের প্রতি হউক তাহা হইল।

শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন নিবেদন করিলেন যে এই সভাকর্ম্মসম্পাদনের উপকার স্বীকার শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুরের প্রতি হউক তাহা হইল।

এই সভাতে কলিকাতার মধ্যে সকলহইতে ভাগ্যবান্ ত্রিশ চল্লিশ জন ছিলেন। এই সভার কর্ম্মেতে সকলে সন্তুষ্ট হইয়া বিদায় হইলেন।

ঐ সকল কথা ২০ দিসেম্বরের কলিকাতার জরনেলহইতে আমরা লইলাম কিন্তু পরদিনকার জরনেলে ঐ বিষয় এমত ছাপিয়াছে যে কোন ভাগ্যবান বাঙ্গালিহইতে এই সমাচার পাওয়া গেল যে এতদ্দেশীয়েরদের ছাপা যন্ত্র করণে শ্রীশ্রীযুতের অনুমতিপ্রযুক্ত প্রশংসাপত্রে তাঁহার স্তব করার কল্প হইয়াছিল তাহাতে কাহারো অনভিপ্রায়হেতুক সে কথা দেওয়া যায় নাই। এবং শ্রীশ্রীযুত জীবৎ স্ত্রী দাহের বাধা যে না জন্মাইয়াছেন তদ্বিষয়ে তাঁহার সুখ্যাতি লিখন স্থির হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন কহিলেন যে এই ক্রিয়া আমারদের দেশের নিন্দনীয়া অতএব সে কথা ইহাতে বিন্যাস করা কর্ত্তব্য নহে এই নিমিত্তে ঐ সভা শ্রীশ্রীযুতের প্রশংসা পত্রে এতাবন্মাত্র লিখিলেন যে শ্রীশ্রীযুত আমারদের ধর্ম্মদ্বেষ করিলেন না এই সামান্যতো লিখিলেন কিন্তু বিশেষ২ করিয়া কিছু লিখিলেন না। এইরূপ কলিকাতার জরনেলে ছাপা গিয়াছে।

আর এক বিষয় তৎসময়ে স্থির হইল যে অন্য এক সংপ্রদায় নিযুক্ত হইবেন ও তাঁহারা গবর্ণরমেন্ত পারসীয় সেক্রটারির নিকটে গিয়া নিশ্চয় করিবেন যে শ্রীশ্রীযুত আমারদের এই পত্র কোন দিন শুনিতে ইচ্ছা করেন। সে সংপ্রদায় এই শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব ও শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ ঘোষাল।

(১ মার্চ ১৮২৩। ১৯ ফাল্গুন ১২২৯)

মরণ॥—১৮ ফেব্রুআরি মঙ্গলবার কলিকাতার বহুবাজারে বিবী জোহানা বটেলো এক শত বিশ বৎসরবয়স্কা হইয়া পরলোকগামিনী হইয়াছেন যে কালে নবাব সিরাজদ্দৌলা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের উপরে দৌরাত্ম্য করিয়াছিলেন তখন এই বিবী আপন সন্তানেরদিগকে লইয়া মোং বজবজিয়ায় কোম্পানির কিল্লাতে পলাইয়াছিলেন এবং যাবৎপর্য্যন্ত কলিকাতার পুরাণা কুঠিতে সাহেব লোক স্থির হইয়া না বসিলেন তাবৎ সেইখানে বাস করিয়াছিলেন।

(৭ জুন ১৮২৩। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৩০)

মৃত্যু ॥—কলিকাতার জোড়াবাগানের বাবু গঙ্গানারায়ণ সরকার ১৬ই জ্যৈষ্ঠ বুধবারে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার বয়ঃক্রম প্রায় আশী বৎসর হইয়াছিল এবং ইনি একচল্লিশ বৎসর একাদিক্রমে শ্রীযুত পামর কোম্পানির কুটীতে কর্ম্ম করিয়াছেন। এবং যত দিন পর্য্যন্ত ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন তাহার মধ্যে তাহার নাম ও সংভ্রম ও বিশ্বাসের হানি কখনও হয় নাই। এবং তিনি চালাক ও প্রজ্ঞ ও নম্রশীল ছিলেন অতএব তাঁহার মরণে অনেকের খেদ হইয়াছে।

(৭ জুন ১৮২৩। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৩০)

বাগবাজারনিবাসি হরিশ্চন্দ্র মিত্র জমিদার মরিয়াছেন তাঁহার টর্নি বাগবাজারনিবাসি শ্রীযুত রাজচন্দ্র মিত্র হইয়াছেন।

(১৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৩। ২৯ ভাদ্র ১২৩০)

মরণ ॥—শহর কলিকাতার যোড়াবাগাননিবাসি মথুরামোহন সেনের পুত্র রূপনারায়ণ সেন অষ্টম দিবস বিকারপ্রাপ্ত জরভুক্ত হইয়া সন ১২৩০ শালের ২১ ভাদ্র শুক্রবার পরলোকগামী হইয়াছে তাহার বয়ঃক্রম পঁয়ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল ইহার মরণে অনেকে খেদিত আছেন।

(৪ অক্টোবর ১৮২৩। ১৯ আশ্বিন ১২৩০)

বড় খানা।—বড় অদালতের কৌঁশিলি শ্রীযুত ফারগিসন সাহেব অতিত্বরায় বিলাত গমন করিবেন তৎপ্রযুক্ত তাঁহার প্রীত্যর্থে শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক আপন বাটীতে ফারগিসন সাহেবকে এবং উভয়ের আত্মীয় শ্রীযুত পেম্বরটন ও শ্রীযুত টরটন ও শ্রীযুত হুইটলি ও শ্রীযুত ওডোউ। সাহেব প্রভৃতি কএক জন বড় অদালতের কৌঁশিলি এবং শ্রীযুত ইস্‌মন্ট সাহেব প্রভৃতি কএক জন উকিল সাহেবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া অতি উপাদেয় চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য ও নানাপ্রকার পেয় দ্রব্যের বড় খানা দিয়াছেন। সাহেব লোক খানা খাইয়া মহানন্দে আনন্দিত হইয়া গান এবং উৎসাহজনক ধ্বনি করিলেন এবং কএক বার করতালি দিলেন পরে মেং ফারগিসন সাহেব বাবুর গুণ বর্ণন করিয়া অনেক বক্তৃতা করিলেন পরে খানাঘরহইতে সাহেবেরা নাচ ঘরে গিয়া অপূর্ব্ব২ নর্ত্তকীর নৃত্য গীতাদি দর্শন শ্রবণানন্তর সকলে স্বস্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।...

আমার বোধ হয় যে শ্রীযুত ফারগিসন সাহেবের প্রীত্যর্থে অনেকেই খানা দিতে পারেন যেহেতু ইহার বিদ্যা বুদ্ধি বিবেচনা ধার্ম্মিকতা দয়াশীলতা ক্ষমতা বক্তৃতা পরোপকারিতা অনেকে বিশেষরূপে বিদিত আছেন এবং অনেক দীন দরিদ্র লোক উপকারদ্বারা নিতান্ত বাধিত আছে অতএব এমত লোকের যাহাতে প্রীতি জন্মে তাহা তাঁহার ভাগ্যবান আত্মীয়েরা অবশ্য করিবেন।

(৩১ জানুয়ারি ১৮২৪ । ১৯ মাঘ ১২৩০)

শ্রীযুত ফারগীসন সাহেবের ইউরোপ প্রস্থান।—২৪ জানুআরি ১২ মাঘ শ্রীযুত ফারগীসন সাহেব অদালতের ঘরে গিয়া তৎসম্পর্কীয় সাহেব লোকের ও অন্য২ সাহেব লোকেরদের সহিত ও এতদ্দেশীয় অনেক ভদ্র লোকের সহিত বহুবিধ শিষ্টাচার করিয়া প্রায় সন্ধ্যার সময়ে কলিকাতাহইতে প্রস্থান করিয়াছেন।

(২৯ নভেম্বর ১৮২৩ । ১৫ অগ্রহায়ণ ১২৩০)

শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিসাপ সাহেবের উদ্যান দর্শন ॥—৮ আগ্রহায়ণ শনিবার শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিসাপ সাহেব শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুরের গুপ্ত বৃন্দাবননামক উদ্যান দেখিতে গিয়াছিলেন তাহার স্থূল বিবরণ।

দিবা দুই প্রহর পাঁচ ঘণ্টার সময় সাহেব বিবি সাহেবের সহিত উদ্যানে উপস্থিত হইলেন তৎকালে বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু লাড়লিমোহন ঠাকুর পুত্র পৌত্র ভ্রাতৃপুত্র দৌহিত্র বন্ধু বান্ধব ভৃত্য বর্গে বেষ্টিত হইয়া সাহেবের আগ্‌বাড়ান হইলেন। লার্ড সাহেব বাবুর সহিত এবং পাত্র বিশেষের সহিত সেকহেণ্ড অর্থাৎ হস্ত গ্রহণপূর্ব্বক সম্মান প্রদান করিলেন। পরে বিবি সাহেবকে এক তামজানের উপর আরোহণ করাইয়া বাবুরা উভয় পার্শ্বে বেষ্টিত হইয়া উদ্যানের মধ্যে ভ্রমণ করত নানাশ্চর্য্য দর্শন করাইতে লাগিলেন।

প্রথম মৎস্য ক্রীড়া তৎপরে জলের ফোয়ারা অনন্তব দোলনপ্রভৃতি দেখিতে২ রাত্রি হইল তথাচ বাবু ও সাহেব বিবির আনন্দ বৃদ্ধি করণ হেতুক লণ্ঠনের আলোকদ্বারা গোশালা ও অন্তঃপুরের পুষ্করিণী এবং পরিবারেরদিগের বাস স্থানপ্রভৃতি দেখাইলেন অপরঞ্চ তাঁহারা গৃহে গমনোদ্যত হওন সময়ে আতর গোলাব ও অতিউত্তম গোলাব পুষ্পের তোররা এক থুঞ্চা ভরিয়া বিবি সাহেবের সম্মুখে রাখিলেন সাহেবেরা বাবুর সন্তোষ হেতুক তাহা গ্রহণপূর্ব্বক মহা আহ্লাদিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

(৬ ডিসেম্বর ১৮২৩ । ২২ অগ্রহায়ণ ১২৩০)

ইশতেহার।—শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় সকলকে জানাইতেছেন যে তিনি বহুকালাবধি মোং কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটানিবাসী ছিলেন সে বাটী কোন কাজিয়াতে ছাড়া হইয়াছে মোকদ্দমা সুপ্রীম-কোর্টে আছে সময়ানুসারে হইবেক। এইক্ষণে সন ১২২৭ শাল অবধি মোং কলিকাতা জোড়াসাঁকো চাসাধোপা পাড়ার ৩৬ নম্বরের বাটী খরিদ করিয়া সপরিবারে বসতি করিতেছেন ইহা সকলকে বিজ্ঞাপন কারণ জানাইতেছেন। আর কিঞ্চিৎ বাসনা এই যে বহুকাল অর্থাৎ সত্তর আটার বৎসর যশোহর জিলার হাজরাপুর মোতালকে নীলের কুঠীতে মেং ইংলাস এনকো সাহেবের সরকারে প্রসিদ্ধরূপ কর্ম্ম করিয়াছেন সে দেশ গঙ্গাহীন তৎপ্রযুক্ত এই ক্ষণে বাসনা যে যদি শহরে কেহ উপযুক্ত উপলক্ষ্য দিয়া রাখেন তবে তাহার পুণ্য প্রতিষ্ঠার সীমা নাই ইতি।

(৬ ডিসেম্বর ১৮২৩। ২২ অগ্রহায়ণ ১২৩০)

শ্রীযুত রাজা গৌরবল্লভ রায়ের মোকদ্দমার জয়॥—মহারাজ রাজবল্লভ রায়ের মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রের পোষ্য পুত্র লইবার জন্য অনুমতি ছিল। পরে সেই অনুমত্যনুসারে শ্রীযুত রাজা গৌরবল্লভ রায় রাজা মুকুন্দবল্লভ রায়ের রাণীর পোষ্য পুত্র হয়েন। তাহাতে ঐ মহারাজের ভাগিনেয় শ্রীযুত জগন্নাথ প্রসাদ বাবু ঐ পোষ্য পুত্র অন্যথা করিবার মানসে অদালতে মোকদ্দমা করিয়া শ্রীযুত বিচারকর্ত্তারদিগের নিকট দুইবার মহারাজের অনুমতি ছিল না এমত সপ্রমাণ করাতে শ্রীযুত বিচারকর্ত্তারা শ্রীযুত জগন্নাথ প্রসাদ বাবুকে বিভবাধিকারী করিয়া এই আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে ভবিষ্যৎ যদ্যপি কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হইয়া নালিস করে তবে পুনর্ব্বার তাহার নালিস গ্রাহ্য করা যাইবেক। ইহাতে সংপ্রতি ঐ পোষ্য পুত্র বিভবপ্রাপ্তি জন্য সুপ্রীম-কোর্টে নালিস করিয়াছিলেন তাহাতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতপ্রভৃতি অনেকের প্রমাণ এবং অন্যান্য নিদর্শন পাওয়াতে তিনি যথার্থ পোষ্য পুত্র ও মৃত রাজার উত্তরাধিকারী এমত বোধ হইয়াছে।

(২০ ডিসেম্বর ১৮২৩। ৬ পৌষ ১২৩০)

মেং য়্যারনট সাহেবের ইউরোপ প্রেরণ।—২২ দিসেম্বর তারিখের হরকরা পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে কলিকাতা জরনেল কাগজের এক অংশী বা লেখক মেং য়্যারনট সাহেব কলিকাতা-হইতে মোং চন্দননগরে গিয়া তাঁহার আত্মীয় কাং কামনর সাহেবের সহিত কিছুকাল ছিলেন গত ১০ দিসেম্বর বুধবারে প্রবল আজ্ঞার দ্বারা পুলিসের এক বিজ্ঞ মাজিস্ত্রিট শ্রীযুত পাটন সাহেব পুলিসের তরফ হামরাও লোক সঙ্গে লইয়া তথায় মেং য়্যারনট সাহেবকে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতা আনিয়া ঐ দিবসেই শ্রীযুত অনরবল কোম্পানির ফেমনামক জাহাজদ্বারা স্বজন্মভূমি প্রেরণ করিয়াছেন।

(৬ মার্চ ১৮২৪। ২৪ ফাল্গুন ১২৩০)

মৃত্যু।—সংপ্রতি বেলগড়ে মালিপোতানিবাসি জিলা ঢাকার আপিলের পণ্ডিত রাজচন্দ্র তর্কালঙ্কার মহাশয় সাংঘাতিক জ্বর উপসর্গে কর্ম্মস্থলে থাকিয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই মহাশয় অনেক বিষয়ে অতিনিপুণ ছিলেন এবং বহু দিবসাবধি এই প্রধান কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছেন তাহাতে কথন কোন অংশে ত্রুটি পাওয়া যায় নাই।

(২৭ মার্চ ১৮২৪। ১৬ চৈত্র ১২৩০)

খানা।—১৮ মার্চ বৃহস্পতিবার বৈকালে শ্রীযুত বাবু গুরুচরণ মল্লিক কলিকাতার বড়-বাজারের বাটীতে অনেক সাহেব লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া নানাপ্রকার উত্তম২ দ্রব্য ভোজন পান করাইয়াছেন ও ভোজনান্তে উত্তম বাইয়ের নাচ দেখাইয়া বাদশাহী ইংগ্লণ্ডীয় বাদ্য শ্রবণ করাইয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন।

(১ মে ১৮২৪। ২০ বৈশাখ ১২৩১)

সভা।—২১ এপ্রিল বুধবার রাত্রিতে শ্রীযুত লার্ড বিসোপ সাহেবের বাটিতে সভা হইয়াছিল। তাহাতে শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরাল ও শ্রীমতী লেডি আমহার্ষ্ট ও শ্রীমতী লেডি পুলর ও শ্রীযুত চিপজুষ্টীস সাহেব প্রভৃতি কলিকাতাস্থ প্রায় যাবদীয় উচ্চপদাভিষিক্ত সাহেবলোক এবং মহামহিমানিতা বিবি লোক গিয়াছিলেন সকলের আগমনানন্তর অপূর্ব্ব গান বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল ও অনেক সাহেব লোক ও বিবি লোক ঐ বাদ্যোদ্যমে নৃত্য করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু শ্যামলাল ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু লালচাঁদ বসু ও শ্রীযুত কাশীনাথ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু গুরুচরণ মল্লিক ও শ্রীযুত বিশম্ভর পানি প্রভৃতিও ঐ সভারোহণে নিমন্ত্রিত হইয়া নির্ণীত সময়ে গিয়াছিলেন। শ্রীযুত লার্ড বিসোপ সাহেব এবং তাঁহার লেডি বাবুরদিগের আগমন সময়ে মহাহর্ষে অভ্যর্থনা করিলেন বাবুরা সাহেবের বিশেষ সমাদরে বাধিত হইয়া বহুকালপর্য্যন্ত সে স্থানে থাকিয়া নৃত্যাদি দর্শন শ্রবণ করিলেন অনন্তর ইহারদিগের বিদায়কালীন শ্রীযুত লার্ড বিসোপ এবং লেডি উভয়ে আসিয়া বাবুরদিগের প্রত্যেকে আতর ও গোলাপ ও পানের খিলি প্রদানপূর্ব্বক মর্য্যাদা করিয়া বিদায় করিলেন।

(২ অক্টোবর ১৮২৪। ১৮ আশ্বিন ১২৩১)

মৃত্যু।—২৫ সেপ্তম্বর শনিবার প্রাতে জোজেফ বেরাটো সাহেব পরলোকগত হইয়াছেন তাহাতে ২৬ সেপ্তম্বর রবিবার প্রাতে রোমাণকাতোলিক চর্চ অর্থাৎ পোর্ত্তুগীশীয় গির্জায় তাঁহার গোর হইয়াছে। তৎকালে সমারোহ হইয়াছিল যেহেতুক অনেক ইংলণ্ডীয় সাহেব লোক ও নানাদেশীয় খৃষ্টীয়ানেরদিগের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ছিল তৎপ্রযুক্ত তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে অনেকের সমাগম হইয়াছিল।

এই সাহেবের মৃত্যুতে কলিকাতানিবাসি যে সকল লোক তাঁহাকে জ্ঞাত আছেন তাঁহারা সকলেই মহাখেদিত হইয়াছেন এবং আমরা মনে করি যে এই সমাচার সর্ব্বত্র প্রচার হইলে অনেকেই খেদিত হইবেন যেহেতুক ইনি অতিধনাঢ্য এবং পরোপকারী ও সুশীল ও নিরহঙ্কার মনুষ্য ছিলেন।

(২৩ অক্টোবর ১৮২৪। ৮ কার্ত্তিক ১২৩১)

টর্ণি।—…যোড়াসাঁকোনিবাসি প্রাণকৃষ্ণ সিংহ মরিয়াছেন তাহার টর্ণি ঐ স্থাননিবাসি শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ সিংহ হইয়াছেন।

(২৮ মে ১৮২৫। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২)

আশ্চর্য্য মৃত্যু—ভাজনঘাটনিবাসি জনমেজয় রায়নামক এক জন বৈদ্য শ্রীরামপুরের

ছাপাখানায় অনেক দিবসাবধি প্রধানপদে নিযুক্ত ছিলেন।...গত রবিবার...প্রাণবায়ু শরীর ত্যাগ করিল। ইহার বয়ঃক্রম অনুমান আটাইশ বৎসর হইয়াছিল।

(১৬ জুলাই ১৮২৫ । ২ শ্রাবণ ১২৩২)

শ্রীযুত মহারাজ কালীশঙ্কর বহাদর ॥—কাশীতে শ্রীশ্রীযুতের প্রতিনিধি শ্রীযুত ব্রুক সাহেব ইংগ্লণ্ডীয় রাজানুমত্যনুসারে গত ১১ মার্চ তারিখে কাশীধামে রাজদরবারে বসিয়া শ্রীযুত বাবু কালীশঙ্কর ঘোষালকে রাজা ও বহাদর আখ্যা দিয়াছেন এবং সাত পার্চ্চার খেলাৎ ও এক জিগা ও এক শিরপেচ ও এক ছড়া মুক্তার হার ও ঝালর দেওয়া একখান পালকী দিয়াছেন।

(২৭ জানুয়ারি ১৮২৭ । ১৫ মাঘ ১২৩৩)

দরবার।—১৮ জানুআরি বৃহস্পতিবার দিবা এগার ঘণ্টার সময় শ্রীশ্রীযুত লার্ড কম্বরমীর কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট ঘরে এক দরবার করিয়াছিলেন তাহাতে এই২ লোকেরা আসিয়া খেলাৎ পাইয়াছেন।......

দেওয়ান গোবর্দ্ধন মিত্র ত্রিপুরার রাজা কাশীচন্দ্রের রাজ্যপ্রাপ্তিহেতুক এক যোড়া শাল ও এক গোসবারা পাইয়াছেন।

ত্রিপুরার মৃত রাজার উকীল রামধন বন্দ্যোপাধ্যায় আপনপ্রভুর মরণহেতুক এক যোড়া শাল পাইয়াছেন।

রাজা কালীশঙ্কর ঘোষালের পুত্র সীতাচরণ ঘোষাল শ্রীশ্রীযুতের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করণ-হেতুক পাচ পার্চার খেলাৎ ও এক সরপেচ পাইয়াছেন।...

(৩১ ডিসেম্বর ১৮২৫ । ১৮ পৌষ ১২৩২)

দরবার ॥—গত ২৪ ডিসেম্বর ১৮২৫ শাল বাঙ্গালা সন ১২৩২ শাল ১১ পৌষ শনিবার বেলা দশ ঘণ্টার সময় গবর্ণরমেণ্ট হৌসে অর্থাৎ বড়সাহেবের বাটীতে দরবার হইয়াছিল তাহাতে এপ্রদেশস্থ অর্থাৎ সুবেবাঙ্গালা বেহার উড়িস্যার প্রায় যাবদীয় সম্ভ্রান্তলোক বিশেষতঃ শ্রীশ্রীযুত মহারাজরাজচক্রবর্ত্তি ইংগ্লণ্ডীয় বাহাদুরের অধীন যাঁহারা তাঁহারদিগের মধ্যে কেহ২ স্বয়ং কাহার বা প্রতিনিধি অর্থাৎ উকীল শ্রীশ্রীযুত নবাব গবর্ণর্ জেনেরাল বাহাদুরের নিকট হাজির হইয়া-ছিলেন তন্মধ্যে যাঁহারদিগকে খেলাৎ হইয়াছে তাঁহারদিগের নাম এবং কি খেলাৎ হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে।

কলিকাতাস্থ মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুরের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুরকে সাত পারচার খেলাৎ মুক্তার মালা ও সরপেচ ও কলগা সেপরসমসের দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের স্বর্ণমুদ্রা দিয়া বিশেষ সম্ভ্রম করিয়াছেন যেহেতুক তিনি লোকোপকারার্থে অনেক দানাদি করিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি যে মহারাজ সংপ্রতি এইরূপে

এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন তাহার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা বিদ্যাপ্রচারক কমিটিকে দান করিয়াছেন এবং ত্রিশ হাজার টাকা নেটিব হাঁসপাতালের ব্যয়ের কারণ দান করিয়াছেন।···

পূর্ব্বোক্ত মহারাজের পৌত্র রাজা রামচন্দ্র রায়ের পুত্র শ্রীযুত কুঙর রাজনারায়ণ রায় ৬ পারচার খেলাৎ সরপেচ কলগা মুক্তার মালা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কলিকাতার শ্যামবাজারনিবাসি শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসু ৬ ছয় পারচার খেলাৎ এক সরপেচ সহিত সম্মানিত হইয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু রূপলাল মল্লিক ৬ ছয় পারচার খেলাৎ সরপেচ কলগায় সমাদৃত হন।

(৩০ জানুয়ারি ১৮৩০ । ১৮ মাঘ ১২৩৬)

রাজা বৈদ্যনাথ রায়।—গত সপ্তাহে আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি যে গত ফেব্রুআরি মাসে বিংশতি হাজার টাকার এক কোম্পানির নোট কৃত্রিমকরণ এবং কৃত্রিম জানিয়া তাহা চালায়নের বিষয়ে যে নালিশ হইয়াছিল সেই নালিশেতে জুরীর সাহেবেরা রাজাকে নির্দ্দোষী করিয়াছেন।

(২৭ মে ১৮২৬ । ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩)

দরবার।—গবর্ণমেণ্ট গেজেটদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ইং ১৯ মে বাং ৭ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার প্রাতে সাত ঘণ্টার সময় কলিকাতায় শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের ঘরে দরবারে যেং লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহারদিগের নাম এবং শ্রীশ্রীযুতকর্তৃক কে কি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাও প্রকাশ করা যাইতেছে··· ।

ইহারদের মধ্যে শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরকর্তৃক যিনি যাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা লিখা যাইতেছে···

রাজা শিবচন্দ্র রায় রাজাবাহাদুর খেতাব পাওয়াতে এইং পাইয়াছেন।

সাত পার্চার খেলাৎ
এক জিগার ও সরপেচ।
একছড়া মুক্তার মালা।
এবং ঢাল তলবার।

রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় রাজাবাহাদুর খেতাব পাওয়াতে এইং পাইয়াছেন।

সাত পার্চার খেলাৎ।
এক জিগা ও সরপেচ।
একছড়া মুক্তার মালা।
এবং ঢাল তলবার।

(৬ আগষ্ট ১৮২৫ । ২৩ শ্রাবণ ১২৩২)

মৃত্যু ॥—কাঁচড়াপাড়ানিবাসি রামসুন্দর ঘটক মহাশয় যিনি নবলভ্য ব্রহ্মদেশীয় রাজ্যান্তপাতি আরাকাণ প্রদেশে বর্ত্তমান নিয়োজিত পেমেষ্টর অর্থাৎ বক্সি সাহেবের তহবিলদারী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন তিনি জররোগে পীড়িত হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সং কৌং।

(১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬ । ৮ ফাল্গুন ১২৩২)

...মেছোবাজারে শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিকের যে নূতন অট্টালিকা প্রস্তুতা হইতেছে... ।

(১৩ মে ১৮২৬ । ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩)

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারান্দায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব মধুসূদন সান্যালের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামে পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নিলামে এই২ বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ জিলা নবদ্বীপে যে তালুক সর্ব্বত্র গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর নামে খ্যাত তাহার ছয় আনার হিস্যাতে ও হিস্যার মধ্যে ও হিস্যার উপরে আসামীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রয় হইবে।

এবং জিলা জলালপুরের পরগণে নসিবশহিতে বারবাকপুরের সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে তালুক সর্ব্বত্র নসিবশই নামে খ্যাত তাহাতে দুই শত বাষট্টি মৌজা সেই তালুকেতে ও তালুকের মধ্যে ও তালুকের উপরে ঐ পূর্ব্বোক্ত আসামীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রয় হইবেক।

এবং ঐ উপরে লিখিত জিলাতে বা টাঙ্গার সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক নীলের কুঠী আছে ও তাহার সঙ্গে যে খণ্ড ও অংশ ভূমি অনুমান বিশ বিঘা তাহা কিছু বেশী হউক বা কমী হউক এবং তাহার সঙ্গে নীল প্রস্তুত করিবার যে সকল দ্রব্যাদি আছে সে সকলেতে ও সে সকলের মধ্যে ও সে সকলের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রয় হইবেক।

এবং পূর্ব্ব লিখিত জিলাতে মহবৎপুর পরগণায় ছাব্বিশ মৌজায় যে এক তালুক আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রয় হইবেক।

এবং কলিকাতা নগরের মধ্যে যোড়াসাঁকোতে সূতালুটির সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ইষ্টকনির্ম্মিত দোতালা গৃহ বাটী বসতি অনুমান দুই বিঘা তাহা কিছু বেশী হউক বা কমি হউক

তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রয় হইবেক।

(১৭ জুন ১৮২৬। ৪ আষাঢ় ১২৩৩)

মিত্রের প্রতি।—১২২৪ শালে জঙ্গীপুরের দেওয়ান কীর্ত্তিচন্দ্র দত্তের পরলোকপ্রাপ্তি হইলে তাঁহার প্রথম পুত্র শ্রীযুত বাবু মহানন্দ দত্ত অপ্রাপ্তব্যবহারপ্রযুক্ত তৎকালে তাঁহার তাবৎ বিষয় ও জমীদারী কোর্ট আফ ওয়ার্ডসের তাবে ছিল এক্ষণে ১২৩৩ শালের প্রথম বৈশাখ অবধি বাবু মৌসুফ বয়ঃপ্রাপ্তহওয়াতে শ্রীযুত সাহেবান্ আলিসানের হুকুমানুসারে আপন পৈতৃক তাবৎ বিষয়ের অধিকারী হইয়া ২৮ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার আপন পৈতৃক মসলন্দে বসিয়াছেন এবং তদুপলক্ষে বাবুজী নানা দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদিগকে অনেক ধনদান করিয়াছেন ও দীন দুঃখিরদিগকেও আপ্যায়িত করিয়াছেন। আরো শুনা যাইতেছে যে এই আনন্দোৎসবে মাসাবধি মজলিস ও নৃত্যগীতাদীর বাহুল্য হইয়াছিল।

(১০ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭। ২৯ মাঘ ১২৩৩)

খেদজনক সমাচার।—শ্রীযুত বর্দ্ধমানের বড় মহারাজের শেষ বিবাহিতা স্ত্রীর দুই পুত্র হইয়া মৃত হইবার সমাচার পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে এক্ষণে শুনা গেল যে সংপ্রতি ঐ মহারাণীর গর্ভহইতে পূর্ণ অষ্টম মাসে এক পুত্র নির্গত হইয়া মৃত হইয়াছে এবং তদুপসর্গে মহারাণীও পীড়িতা হইয়া বর্ত্তমান ১৩ মাঘ পঞ্চত্বপ্রাপ্তা হইয়াছেন। সং কৌং।

(২১ জানুয়ারি ১৮২৬। ৯ মাঘ ১২৩২)

খেদজনক সমাচার॥—সমাচারদ্বারা প্রচার হইল যে শ্রীযুত বর্দ্ধমানের মহারাজের পূর্ব্বে যে স্ত্রীর সন্তান হইয়া হত হইয়াছিল সেই মহারাণীর গর্ভহইতে পুনরায় ১৩ পৌষ এক সন্তান হইয়াছিল সে সন্তানও সেই দিবস পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে ইহাতে গতিকের উপর কি কহা যায়। সং কৌং।

(৭ এপ্রিল ১৮২৭। ২৬ চৈত্র ১২৩৩)

মরণ।—আমরা অতিশয় খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে দৌলৎ রাও সিন্ধিয়া বাহাদুর ৪৮ বৎসরবয়স্ক হইয়া সংপ্রতি কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন সেইহেতুক গত সপ্তাহে কলিকাতার গড়ে ৪৮ তোপ হইয়াছে। তাঁহার উত্তরাধিকারির বিষয়ে যে কোন বিভ্রাট ঘটিবেক এমত সম্ভাবনা নাই।

(১১ আগষ্ট ১৮২৭। ২৭ শ্রাবণ ১২৩৪)

বাবু কানাই মল্লিকের লোকান্তর গমন।—আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি

যে ১৮ শ্রাবণ শুক্রবার বেলা আড়াই প্রহরের মধ্যে বাবু নিমাইচরণ মল্লিকের চতুর্থ পুত্র বাবু রামকানাই মল্লিক লোকান্তর গমন করিয়াছেন তদ্বিবরণ এই শুনা গিয়াছে কোন পীড়া হয় নাই ঐ দিবস প্রাতে গাত্রোত্থান করণান্তর যে নিয়মিতমত প্রতি দিবস স্বকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন তাহা করিয়া পুত্রের বিবাহ নির্ব্বাহের নানা পরামর্শ ও অন্য বাবুদিগের সহিত তদ্বিষয়ের বহুবিধ কথোপকথন করিলেন এপর্য্যন্ত কোন ব্যামোহ বোধ হয় নাই তৎপরে প্রায় বেলা এগার ঘণ্টার সময়ে বহির্দেশে গমন করিয়া সেখানহইতে আসিয়া কহিলেন আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে এইপ্রকার দুই চারি বাক্য ব্যয়ের পরেই শ্বাশাদি মৃত্যু লক্ষণ হইবাতে ঐ বাটীর মধ্যে সহোদরাদি পরিবার যাঁহারা ছিলেন তাঁহারদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও কথা হইয়াছিলমাত্র ইহার এই মৃত্যু সংবাদে বহুজনের খেদ হইয়াছে এবং হইবেক যেহেতুক ইনি অতি শিষ্ট সাম্প্রদায়িক মর্য্যাদক পরোপকারক সহশীল মনুষ্য ছিলেন তাঁহার সহিত যাঁহার আলাপ হইয়াছে তিনিই বিশেষ জানেন। সং চং

(১৯ এপ্রিল ১৮২৮। ৮ বৈশাখ ১২৩৫)

জেনরল ষ্টুয়ার্টের মৃত্যু।—জেনরল ষ্টুয়ার্ট এই বাঙ্গালার পল্টনভুক্ত ছিলেন তিনি প্রাচীন হইয়া কর্ম্মচ্যুত হইয়াছিলেন সংপ্রতি তিনি কোন পীড়াব উপলক্ষে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন এই ষ্টুয়ার্ট সাহেব এই বঙ্গদেশীয় ভাষার ধারার রীতি এমত অভ্যাস করিয়াছিলেন এবং এমত বাঙ্গালিপ্রিয় ছিলেন যে সকলে ইঁহাকে হিন্দু ষ্টুয়ার্ট কহিত সুতরাং ইনি বাঙ্গালিদিগের সহিত সতত আলাপন করাতে ও শাস্ত্র শ্রবণ করাতে বাঙ্গালিদিগের তাবৎ বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিলেন। ইঁহার এমত সচ্চরিত্র এবং দয়া ছিল যে ইনি সদাসর্ব্বদা লোকের উপকার করিতেন এবং শতং অনাথ ইঁহাহইতে প্রতিপালিত হইত গত দুই বৎসরাবধি জেনরল ষ্টুয়ার্ট সাহেব চৌরঙ্গির নিজ বাটীতে বাস করিতেন ইহাতে এই বাঙ্গালার নানা প্রকার পুরাতন চমৎকারং দ্রব্য সকল অর্থাৎ উত্তমং প্রতিমা ও অভরণ ও অস্ত্রপ্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং যে কেহ ইহা দেখিতে ইচ্ছুক হইতেন তাঁহাকে স্বয়ং আপনি কিম্বা লোক দ্বারা ঐ সব চমৎকৃত দ্রব্য দেখাইতেন। জেনরল ষ্টুয়ার্ট সাহেব এই সকল দ্রব্য আগামি শীতকালে বিলাতে লইয়া যাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন কিন্তু মৃত্যুতে তাঁহার এ আশা নিরাশা হইয়াছে।

(২৬ এপ্রিল ১৮২৮। ১৫ বৈশাখ ১২৩৫)

মৃত্যু।—কলিকাতার মধ্যে প্রায় এমন লোক নাই যে সরকীস সাহেবকে না জানেন দশ পোনর বৎসর হইল তিনি পরলোকগত হইয়াছেন কিন্তু সমাচারে আমরা দেখিতেছি যে তাঁহার স্ত্রী গত সপ্তাহে ৭৬ বৎসরবয়স্কা হইয়া পরলোকপ্রাপ্তা হইয়াছেন।

(২১ মার্চ ১৮২৯। ৯ চৈত্র ১২৩৫)

আসিয়াটিক সোসৈটি।—আসিয়াটিক সোসৈটির শেষ বৈঠকেতে শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার

ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাস ও শ্রীযুত বাবু হরময় দত্ত ঐ সোসৈটির অন্তঃপাতী হইয়াছিলেন।

(১৫ আগষ্ট ১৮২৯। ৩২ শ্রাবণ ১২৩৬)

বাবু হরিনাথ মল্লিকের পরলোকগমন।—আমরা খেদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে আন্দুলনিবাসি বাবু হরিনাথ মল্লিক কোন বিশেষ পীড়ায় পীড়িত হইয়া গত ২৫ শ্রাবণ শনিবার রাত্রি দশ দণ্ডের পর পরলোক গমন করিয়াছেন তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ৪০ চল্লিশ বৎসরের অধিক নহে এই অশুভ সম্বাদে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যেহেতুক ঐশ্বর্য্যশালি লোক তদ্ভোগ না করিয়া অল্পকালে কালপ্রাপ্ত হইলে তাবতেরি মনে খেদ জন্মে।

(২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ১০ ফাল্গুন ১২৩৬)

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র পাল চৌধুরী।—গবর্ণমেণ্ট গেজেটের এক ইশ্‌তেহার দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে রাণাঘাটের ও সংপ্রতি দিনামারের বসতি শ্রীরামপুরনিবাসি শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র পাল চৌধুরি শ্রীযুত উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরির দরখাস্ত করাতে গত শনিবার ১৩ ফেব্রুআরি তারিখে যোত্রহীন সম্পর্কীয় কার্য্য যে করিয়াছেন তাহা ঐ আদালতে স্বীকৃত হইয়া ইনশালবেণ্ট অর্থাৎ যোত্রহীনের ব্যবস্থার উপকারে উপকৃতহওনের যোগ্য হইয়াছেন।

(১৩ মার্চ ১৮৩০। ১ চৈত্র ১২৩৬)

বিজ্ঞাপন। বহুমূল্যের তালুক নীলামে বিক্রয় হইবেক।—সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে জিলা হুগলি এবং চব্বিশ পরগনার মধ্যে শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদারের দরুন তালুক আগামি ১৮৩০ সালের ১৮ মাচ বৃহস্পতিবার শ্রীযুত মিসোর্স টালা এণ্ড কোম্পানি সাহেবেরা তাঁহারদিগের নীলাম ঘরে নীলামে বিক্রয় করিবেন ইহার বিশেষ নীলামঘরে অথবা ইঙ্গরেজী সম্বাদে পাইতে পারিবেন।

(১৩ মার্চ ১৮৩০। ১ চৈত্র ১২৩৬)

উপকার স্বীকার।—হিন্দু রাজা রাজভ্রষ্ট হওনাবধি ক্রমে সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চা অত্যল্প হইয়াছিল যেহেতু প্রায় ভদ্র লোকের সন্তানসকল পারসী ও ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাসে রত ছিলেন এবং পুরুষানুক্রমে যাঁহারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কেবল শাস্ত্রব্যবসায় করিতেন তাঁহারদিগের বালকগণের বিদ্যা হওয়া দুষ্কর ছিল এবং কোন উপায় ছিল না। পরে শ্রীযুত উইলসন সাহেব প্রধান উপায় হইলেন যেহেতু তিনি এতদ্দেশীয় বিদ্যোপার্জনার্থে বহুকাল শ্রম করিয়াছেন তন্মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্রে বিলক্ষণ সংস্কারবান হইয়াছেন তত্তুল্য ইউরোপীয় কোন ব্যক্তি দৃষ্ট হয় না।

সংস্কৃত শাস্ত্র অতি প্রাচীন ও বহু ভাষার মূল এতদ্বিষয়ে অন্য২ দেশীয়েরদিগের ভ্রান্তি

ছিল ইনি স্পষ্টরূপে সে ভ্রান্তির শান্তি করিয়াছেন এই মহানুভব মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টার দ্বারা ঐ শাস্ত্ররক্ষা ও প্রতিপালনার্থে রাজার মনোযোগ ও সাহায্য হইয়াছে।

অপর উইলসন সাহেব আপন চেষ্টা ও সাহায্যের দ্বারা এতদ্দেশীয় বালকদিগের বিদ্যাভ্যাসার্থে অনেক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন।

এবং হিন্দুর ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার বিশেষ সংস্কার আছে তৎপ্রযুক্ত ও সুশীলতা নিমিত্ত হিন্দুরদিগের প্রতি বা শাস্ত্রের প্রতি দ্বেষ নাই। তৎপ্রমাণ প্রত্যক্ষ হইতেছে যেহেতু শাস্ত্রের প্রাচুর্য্যার্থ বালকের বিদ্যাভ্যাসার্থ ও বিদ্যার্থির প্রতিপালনে ও কৃতবিদ্য ছাত্রের ভারি উপপত্তি নিমিত্ত তিনি বিশেষ মনোযোগী। অপর সংস্কৃত গ্রন্থসকল প্রকাশ হইলে ও রচনা করিলে লোকোপকার আছে তজ্জন্য তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা সচেষ্ট তাহাও সফল করিয়াছেন তাহার বিশেষ বর্ণনের প্রয়োজনাভাব তাঁহার মনোযোগ ও পরিশ্রমের দৃষ্টান্তের স্থল হিন্দুদিগের কালেজ। অতএব এমত উপকারকের উপকার স্বীকার করা উচিত। ইনি ধনবান প্রধান পদস্থ ও রাজকর্ম্মে নিযুক্ত ইঁহার পরিশ্রমাদি জন্য উপকারের প্রত্যুপকার সম্ভাবনা নাই এবং আমরা উপকার স্বীকার করি এমতও তাঁহার আকাঙ্ক্ষা নহে যেহেতুক কোন প্রকারে অভিমান বোধ হয় না বরঞ্চ আমরা বলিতে পারি তাঁহার এতাবৎ চেষ্টা নিঃস্বার্থ।

কিন্তু কাহারোকর্তৃক উপকৃত হইলে মনুষ্যের সেই উপকার স্বীকার করা অবশ্যকর্ত্তব্য না করিলে ইহার পরে আমারদিগের সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল চেষ্টা কেহ করিবেন না অতএব কতিপয় প্রধান বিজ্ঞ ব্যক্তিকর্তৃক এই পরামর্শ স্থির হইয়াছে যে মেং উইলসন সাহেবের সম্ভ্রমার্থ ও তাঁহার তুষ্ট্যর্থ এবং উপকার স্মরণার্থ তাঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি অর্থাৎ একখানি ছবি প্রস্তুত করিয়া বিদ্যা বিষয়ক কমিটির অনুমতিক্রমে কালেজ ঘরে স্থাপিত করা যায় এ জন্যে তাবৎকে জ্ঞাত করাইতেছি যে ঐ ছবি প্রস্তুত করণের ব্যয়ার্থে সকলে অর্থাৎ যাঁহারা উক্তোপকার স্বীকার করেন এবং যাঁহারদিগের বালকেরা কালেজে পড়েন কিম্বা বিদ্যানুরাগী হয়েন তাঁহারা যদ্যপি কিঞ্চিৎ চাঁদা দেন তবে চাঁদার বহী শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলালের নিকট এবং শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আছে তাঁহারদিগের নিকট লিখিয়া পাঠাইবেন পশ্চাৎ তাঁহারদিগের নাম সমাচারপত্রে প্রচার হইবেক। চৌরঙ্গীতে বিচি সাহেব ছবি লিখিতেছেন ত্বরায় প্রস্তুত হইবেক ইহার চাঁদাতে যিনি যাহা দিয়াছেন তাঁহারদিগের নাম প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।	...	৩০০
শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও		
শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর।	...	২৫০
শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল।	...	২০০
শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব।	...	২০০
শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন।	...	২০০
শ্রীযুত বাবু রামনাথ বসাক।	...	১০০

শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।	...	৫০
শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত।	..	৫০
শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।	...	৫০
শ্রীযুত বাবু বৈদ্যনাথ বসাক।	...	৫০
শ্রীযুত বাবু গঙ্গানারায়ণ দত্ত।	...	৫০
সং চং।		১৫০০

(৯ জানুয়ারি ১৮৩০। ২৭ পৌষ ১২৩৬)

শ্রীশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের বর্ষবৃদ্ধি উপলক্ষে আনন্দোৎসব।

গত ১ জানুআরি শুক্রবার রজনীযোগে গবর্ণমেণ্ট হৌসে শ্রীশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর এবং শ্রীমতী লেডি উলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সাহেব শ্রীলশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডাধিপের বর্ষবৃদ্ধিনিমিত্তক এতন্নগরস্থ ও ইতস্ততঃস্থানস্থ যাবদীয় রাজকর্ম্মসংক্রান্ত সাহেবলোককে নাচ ও খানানিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলেন।...গবর্ণমেণ্টহৌসে এপ্রকার আমোদপ্রমোদ প্রায় সর্ব্বদা হইয়া থাকে কিন্তু এই কালপর্য্যন্ত এতদ্দেশীয়দিগকে দর্শনার্থ কোন গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের আমলে আহ্বান হয় নাই শ্রীশ্রীযুত এতদ্দেশীয়দিগকে লইয়া এতাদৃশ আমোদপ্রমোদ করাতে তাবতেই মহাসুখী হইয়াছেন।

ঐ সভায় এতদ্দেশীয় যিনি২ উপস্থিত ছিলেন তাঁহারদিগের নাম লিখিতেছি।

শ্রীযুত নবাব হোসেন জঙ্গ বাহাদুর ও নবাব জাফর জঙ্গ বাহাদুর ও নবাব তলবার জঙ্গ বাহাদুর ও আগা কারবেলাই মহম্মুদ সেরাজি ও আকবর আলি খাঁ ও রায় গিরিধারীলাল উকীল ও উমাকান্ত উপাধ্যায় উকীল ও রাও জিতন লাল উকীল ও রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুর ও বাবু গোপীমোহন দেব ও বাবু রাধাকান্ত দেব ও রাজা শিবকৃষ্ণ বাহাদুর ও রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও বাবু রামগোপাল মল্লিক ও বাবু কালাচাঁদ বসু ও বাবু গুরুচরণ মল্লিক ও বাবু রূপলাল মল্লিক ও বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও বাবু নন্দলাল ঠাকুর এবং তাঁহার দুই পুত্র বাবু সত্যকিঙ্কর ঘোষাল ও বাবু সত্যচরণ ঘোষাল ও দেওয়ান শিবচন্দ্র সরকার ও বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক ও দেওয়ান দ্বারকানাথ ঠাকুর ও দেওয়ান প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও দেওয়ান লাডলিমোহন ঠাকুর ও বাবু রাজকৃষ্ণ চৌধুরী ও বাবু কালীনাথ রায় ও বাবু গোপীকৃষ্ণ দেব ও বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু রামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু রামকমল সেন।

ধর্ম্ম

ধর্ম্মকৃত্য

(২০ নভেম্বর ১৮১৯ । ৬ অগ্রহায়ণ ১২২৬)

·· মোকাম বলাগড়ের নিকটবর্ত্তি শ্রীপুর গ্রামে প্রতিবৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে বারোএয়ারি পূজা হইয়া থাকে। তাহাতে অনেক২ সমারোহ হয়। এবং বাজী পোড়ানের অনেক বাহুল্য হইয়া থাকে।···

(৩০ মে ১৮২৯। ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬)

শান্তিপুরের পূজা।—গত বৃহস্পতিবারের গবর্ণমেণ্ট গেজেটে শান্তিপুরে অতিসমারোহপূর্ব্বক যে বারওয়ারী মহাপূজা হইয়াছে তাহার বিষয় লিখিত আছে অনেকে কহিয়াছেন এ শান্তিপুরের বারওয়ারী পূজা যেপ্রকার ঘটাপূর্ব্বক হইয়াছে ইহার পূর্ব্বে ঐ পূজা আর কখন এপ্রকার হয় নাই কিন্তু সে কল্পনামাত্র যেহেতুক পূজা সমারোহপূর্ব্বক না হইয়া বরং তাহার বিপরীত হইয়াছে কেননা এমত কথিত ছিল যে ঐ প্রতিমা ৪৫ হাত উচ্চ কিন্তু তাহা ১৫ হাতের অধিক উচ্চ হয় নাই এবং পঁচিশ কি ত্রিশ হাজার রাজমজুর আসিয়া ঐ গৃহ গ্রন্থন করিল ইহাও কল্পনামাত্র।

(৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ২৪ মাঘ ১২২৬)

হরিদ্বারের যাত্রা।—হরিদ্বারে কুম্ভকামেলা নামে এক যাত্রা আগামি কুম্ভসংক্রান্তিতে হইবেক। সে যাত্রা বার বৎসর অন্তরে একবার হয় তাহার কারণ এই যে যে বৎসর সূর্য্য ও বৃহস্পতি কুম্ভরাশিগত হন সেই বৎসর কুম্ভযাত্রা সেখানে হয় যেহেতুক বৃহস্পতি বার বৎসর অন্তরে কুম্ভরাশিতে গমন করেন সেই যাত্রাতে হিন্দুস্থানের অনেক লোক সেখানে একত্র হয় অনুমান হয় যে দশ লক্ষ লোকের অধিক লোক সেখানে জমা হইয়া থাকে কিন্তু ১৮০৮ সালের যাত্রার মত যদি লোক সমাগম হয় তবে নিঃসন্দেহ আমরা বুঝিতে পারি যে সেখানে বিশ লক্ষ লোক এইবার জমা হইবেক। এইবার যে এত লোক হইবে তাহার কারণ এই যে শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব সিংহল দ্বীপ হইতে কাশ্মীরের পর্ব্বতপর্য্যন্ত এবং সিন্ধু নদীর তীরহইতে চীন দেশপর্য্যন্ত তাবৎ দস্যু প্রভৃতির ভয় দূর করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় যে যাহারা অন্য২ বৎসরে আইসে নাই তাহারা অবশ্য এই বৎসর আসিবে।

এই যাত্রাতে দুই প্রয়োজনের নিমিত্ত লোকেরা যায় প্রথম বাণিজ্যদ্বারা ধন লাভ দ্বিতীয় তীর্থ দর্শন। তাহার মধ্যে অধিক লোক বাণিজ্যের জন্যে অনেক দূর দেশহইতে আইসে। গত যাত্রাতে উত্তর দিকস্থ রুষিয়া দেশহইতে মহাজনেরা আসিয়াছিল ও চীন ও তাতার দেশের মহাজনেরা হিমালয় পর্ব্বত দিয়া চা প্রভৃতি বিক্রয় করিবার নিমিত্তে আসিয়াছিল। অধিক কি লিখিব এমন কোন দ্রব্য নাই যে সেই যাত্রাতে বিক্রয় না হয় যেহেতুক ঐ স্থান আসিয়ার মধ্যবর্ত্তি সেখানে হাজার দেড হাজার মহাজনেরা সকল দেশহইতে আসিয়া মহাবাজারের মত দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করে।

(২৭ এপ্রিল ১৮২২। ১৬ বৈশাখ ১২২৯)

···চৈত্র মাসে গয়া মোকামে মধুগয়া উপলক্ষে যেমত যাত্রিক লোক উপস্থিত হইয়াছিল সেইরূপ ওলাউঠা বৃদ্ধি হইয়া অনুমান ত্রিশ চল্লিশ জন প্রতিদিন মরিয়াছে। বাঙ্গালি যাত্রিক চল্লিশ হাজার ও মহারাষ্ট্রীয় ত্রিশ হাজার ও অন্য২ দেশীয় ত্রিশ হাজার একুনে কম বেশ লক্ষ যাত্রিক হইয়াছিল।

(২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ১৫ ফাল্গুন ১২২৬)

প্রয়াগ।—বৎসর২ নানা দেশহইতে যাত্রিকেরা প্রয়াগ তীর্থে মাঘমাসে গমন করে সে সময় এখন গত হইয়াছে। অন্য২ বৎসর হইতে এই বৎসরে প্রয়াগে অল্প লোক তীর্থ করিতে গিয়াছিল এবং পূর্ব্ব২ বৎসর অপেক্ষায় এই বৎসরে সেখানে গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে অল্প লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এবং সেখানে কোন২ লোক আপনারদের শরীর কাটিয়া ধনবান লোকের নিকটে গেলে তাহারা তাহারদিগকে কিছু২ ধন দেয় এমত ব্যবহার আছে এই বৎসর ঐ রূপ দুই জন লোক পরস্পর কাটা কাটি করিয়া উভয়ের হাতে উভয় মারা পড়িয়াছে। এবং এই বৎসর মহারাষ্ট্রদেশীয় এক জন রাজা প্রয়াগে তীর্থ করিতে আসিয়াছিল তাহার সহিত অনেক লোক আসিয়াছিল সে অনেক ধন দান করিয়াছে।

(৭ এপ্রিল ১৮২১। ২৬ চৈত্র ১২২৭)

মহামহাবারুণী।— গত শনিবারে মহামহাবারুণীর যোগে গঙ্গা স্নানে অনেক২ দেশীয় লোক আসিয়াছিল তাহাতে মোকাম বৈদ্যবাটীতে উৎকল দেশীয় অনেক লোক আসিয়াছিল তাহারা অধিক পথ গমনেতে দুর্ব্বল হইয়া অতিশয় প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপেতে উত্তপ্ত জল পান করিয়া ওলাউঠা রোগে অনেক লোক পথে ও মোকাম বৈদ্যবাটীতে মরিয়াছে। এবং তদ্দেশস্থ লোকেরা অতিশয় নির্দয় ঐ বৈদ্যবাটীতে যে২ লোকের ওলাউঠা রোগ হইয়াছিল তাহারা অবসন্ন হইলে তাহার সঙ্গী লোকেরা ত্যাগ করিয়া পলাইল। ইহাতে গঙ্গার তীরে যে২ অবসন্ন লোক ছিল তাহার মধ্যে অনেকে জোয়ার সময়ে সজীব গঙ্গা পাইয়াছে। তথাকার দারোগা অনেক লোককে

উঠাইয়া ঘোল ও দধিপ্রভৃতি খাওয়াইয়াছিল তাহার মধ্যেও অনেক মরিল কচিৎ কেহ২ বাঁচিয়াছে।

মোং ত্রিবেণীতে মহামহাবারুণীতে ছেষট্টি লোক মরে ইহার মধ্যে ওলাউঠা রোগে ৩০ ত্রিশ জন ও লোকের চাপাচাপিতে ছত্রিশ জন মরে ইহার মধ্যে বৃদ্ধ ৪ চারি জন ও বালক ৭ সাত জন অবশিষ্ট সকলি যুবা। এই সকল লোক প্রায় উড়িষ্যা প্রদেশীয় অন্য২ দেশীয় অল্প। ঐ মোকামে দারোগারা অনেকে আসিয়া তদারক করিয়াছিল কিন্তু কিছুই হইল না কারণ লোকের হঙ্গামে লোক মারা পড়িয়াছে।

(৩ এপ্রিল ১৮২৪। ২৩ চৈত্র ১২৩০)

মহামহাবারুণী।—মোং অগ্রদ্বীপে এই বৎসর যে প্রকার লোকসমাবোহ হইয়াছিল এমত প্রায় কখন হয় নাই যেহেতুক পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চতুর্দিগের লোক দশ দিবসের পথহইতে আসিয়াছিল। ও চাকদাহ ও ত্রিবেণী ও বৈদ্যবাটীতেও অনেক লোক আসিয়াছিল কিন্তু ইহার মধ্যে বৈদ্যবাটীতে ওলাউঠারোগে অধিক লোক মারা গিয়াছে ইহাতে বোধ হয় যে ওলাউঠাও বুঝি যোগেতে বৈদ্যবাটীতে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছিল এবং সেখানে তাহার শাসক কেহ না থাকাতে অবাধিতরূপে ঐ সকল বিদেশীয় যাত্রিকেরদের উপর আপন পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছে।

(১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২২। ৬ ফাল্গুন ১২২৮)

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা।—মোকাম কলিকাতার শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক ২৯ মাঘ রবিবার সংক্রান্তি দিবসে আপন বাটীতে শ্রীশ্রীঠাকুরাণী সহিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেব ঠাকুরের মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

(২৪ জুন ১৮২৬। ১১ আষাঢ় ১২৩৩)

শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন।—গত বৃহস্পতিবার দশহরার দিবস শ্রীযুত বাবু মতিলাল মল্লিক পাথুরীয়া ঘাটার আপন নূতন বাটীতে বিগ্রহ স্থাপনোপলক্ষে স্বজাতীয় ব্রাহ্মণ সকলকে এক২ যোড়া শাল ও স্বর্ণের বাজু এবং নিত্যানন্দ বংশ্য ৪৫ ঘর গোস্বামিরদিগকে এক২ যোড়া গঙ্গাজলী শাল হীরক অঙ্গুরীয়ক দুই নর মুক্তার মালা রূপার চন্দনের বাটী খিরদের যোড় ও আসন দিয়া বরণ করিয়াছেন তদ্ভিন্ন গঙ্গাবংশ্যপ্রভৃতি অনেকে ছিলেন তাহারাও প্রায় তাদৃক সমাদৃত হইয়াছেন এবং আপনার গুরু ঠাকুরকে আড়াই হাজার টাকার বাটী এবং ঐ পরিমাণে হীরকের অঙ্গুরীয়ক ও শাল এবং চারি নর মুক্তার মালা এবং নগদ আড়াই হাজার টাকা দিয়াছেন এবং শুনা যাইতেছে যে পূর্ণিমার দিবস সকলকে জলযোগ করাইয়া যথোচিতরূপ নগদ দিয়া বিদায় করিয়াছেন অপর গত দিবস ব্রাহ্মণকে দুই টাকা ও অন্য জাতীয়কে এক টাকা দিয়া কাঙ্গালি বিদায় করিয়াছেন প্রায় পঞ্চাশ সহস্র লোক হইয়াছিল। সং কৌং

(২৫ নভেম্বর ১৮২০ । ১১ অগ্রহায়ণ ১২২৭)

জিলা জঙ্গলমহলের শহর বাঁকুড়াহইতে পূর্ব্ব দিকে অনুমান দেড় ক্রোশ অন্তরে দারুকেশ্বর নদী তীরে তপোবন নামে এক স্থান প্রসিদ্ধ আছে সেখানে প্রতিবৎসর বিজয়া দশমীর দিনে রঘুনাথ দেবের রথ হইয়া থাকে তাহাতে অনেক লোক যাত্রা হয়। এবং নানা দেশহইতে অনেক দোকানী পসারীরা গিয়া নানা প্রকার দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করে।...

(৯ মার্চ ১৮২২। ২৭ ফাল্গুন ১২২৮)

দোলযাত্রা ॥—মোমক শ্রীরামপুরের গোস্বামিদিগের স্থাপিত শ্রীশ্রীযুত রাধামাধব ঠাকুর আছেন পরে এই মত দোল যাত্রাতে শ্রীযুত বাবু রাঘবরাম গোস্বামির পালা হইয়া দোল যাত্রাতে রোসনাই ও মজলিস ও গান বাদ্য ও ব্রাহ্মণ ভোজন ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদিগের পুরস্কার আশ্চর্য্য রূপ করিয়াছেন ইহাতে অতিশয় সুখ্যাতি হইয়াছে।

(২৯ অক্টোবর ১৮২৫। ১৪ কার্ত্তিক ১২৩২)

কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি ॥—পরম্পরা শুনা গেল যে সংপ্রতি মোকাম চুঁচড়া শহরের মধ্যে শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয়ের বাটীতে দুর্গোৎসব অতিবাহুল্যরূপে হইয়াছিল তাহার শৃংখলা এবং ব্যয় দেখিয়া সকলেরি চমৎকার বোধ হইয়াছে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত থাল গাডু ঘটি বাটী ইত্যাদি সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছিল এবং গীত বাদ্য রোশনাই ও বাটীর সজ্জা যেথানে যাহা সাজে সেই স্থানে তাহা অনায়াসে দিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বত্র এক দৃষ্টান্ত স্থলের ন্যায় হইয়াছে। শুনা যাইতেছে যে এমত বৃহদ্ব্যাপারে যে কোন অংশে ত্রুটি হয় নাই ইহাতে বাবু মহাশয়েরা ও অধ্যক্ষ সকলে অবশ্য ধন্যবাদের ভাগী হয়েন। কলিকাতা ভবানীপুর চুঁচড়া নপাড়া চন্দননগর প্রভৃতি নানা দিগ্দেশীয় ব্রাহ্মণ ও কায়েস্থাদি এবং ইংরাজপ্রভৃতির নিকট নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইয়াছিল...।
তিং নাং

(২০ জানুয়ারি ১৮২১। ৯ মাঘ ১২২৭)

কানপুর।—আমরা শুনিয়াছি যে এতদ্দেশহইতে এক জন এতদ্দেশীয় লোক মোং কানপুরে কিঞ্চিৎ যোত্রাপন্ন রূপে আছে সে এতদ্দেশীয় যত পূজা ও পর্ব্ব ও উৎসব সেই দেশে প্রচার করিয়াছে তাহাতে সে দেশে যেং পূজা ও পর্ব্বাদি করা ব্যবহার ছিল না তাহাও সে দেশীয়েরা করিতেছে সম্প্রতি আগামি চৈত্র মাসে সংক্রান্তিতে এই দেশের মত সেখানেও চড়ক হইবেক এমত উদ্যোগ হইতেছে।

(২১ এপ্রিল ১৮২৭। ৯ বৈশাখ ১২৩৪)

চড়ক পূজা।—চড়ক পূজার সময় সন্ন্যাসিরদের মধ্যে কেহং মত্ত হইয়া পথেতে এমত

কদর্য্যরূপে নৃত্যাদি করে যে তাহা দর্শন করিতে ভদ্রলোকেরদের অতিশয় লজ্জা হয় অতএব তাহার নিবারণ করিতে কলিকাতায় মাজিস্ত্রিট সাহেব লোকেরা নিশ্চয় করিয়াছেন এবং গত চড়কপূজার সময় এইরূপ অতিনির্লজ্জ তিন চারি জন সন্ন্যাসিকে পুলিসে ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন ইহার পর এমত কর্ম্ম যে তাহারা কিম্বা অন্য লোক শহরের মধ্যে আর না করে এই নিমিত্তে তাহারদের শাস্তি হইবেক...।

(২৬ এপ্রিল ১৮২৮। ১৫ বৈশাখ ১২৩৫)

অনেক সন্ন্যাসিতে গাজন নষ্ট।—বহুকালাবধি রাষ্ট্র কথা অজ্ঞ বিজ্ঞ সর্ব্ব সাধারণে দৃষ্টান্ত নিমিত্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন অনেক সন্ন্যাসিতে গাজন নষ্ট সংপ্রতি তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে অর্থাৎ গত ৩০ চৈত্র নীলের উপবাসের দিবস এ নগরস্থ যত গাজন আছে সে সকল গাজনের সন্ন্যাসিরা প্রথমতঃ প্রতি বৎসর যে প্রকার সং সাজিয়া বাণ ফুড়িয়া কালীঘাটহইতে আসিয়া থাকে সেই মত অনেকানেক গাজনে নানাবিধ সং সাজিয়া আসিয়াছিল তন্মধ্যে শুনা গেল যে শ্রীযুত বাবু আশুতোষ সরকারের গাজনে অনেক সন্ন্যাসী হইয়াছিল সেই গোলযোগে বাবুদিগের বিনা অনুমতিতে দুই জন কপট বেশী ভণ্ড সন্ন্যাসী হইয়া অতি-কুৎসিত সং সাজিয়া ঐ দল সবল জানিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহা দেখিয়া পুলিসের আজ্ঞা শাসকেরা ঐ দুই ব্যক্তিকে বন্ধন করত শ্রীযুত মাজিস্ত্রেট সাহেবদিগের নিকট লইয়া যাইবাতে তাঁহারা তৎকর্ম্মের উচিৎ ফল প্রদান করিয়াছেন অর্থাৎ শুনিলাম তাহারা দুই সপ্তাহ মেয়াদে হরিণবাটীতে প্রেরিত হইয়াছে। ইহাতে বিশেষানভিজ্ঞ অজ্ঞ লোক কহিতেছে অমুক বাবুর গাজনের সন্ন্যাসী সাজা পাইয়াছে কিন্তু বাস্তবিক তাহারা ও গাজনের সন্ন্যাসী নহে কুৎসিত সং বেশী ভণ্ড সন্ন্যাসিরা অন্য গাজনে প্রবেশ করিতে অশক্ত হইয়া অনেক সন্ন্যাসির ঐ গাজন জানিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছিল অতএব বলি অনেক সন্ন্যাসিতে গাজন নষ্ট তাহা এতকালের পর প্রমাণ পাওয়া গেল ইতি।

(২১ এপ্রিল ১৮২৭। ৯ বৈশাখ ১২৩৪)

কালীর স্থানে জিহ্বাবলি।—শুনা গিয়াছে যে গত ৮ চৈত্র মঙ্গলবারে পশ্চিমদেশীয় এক ব্যক্তি কালীঘাটে শ্রীশ্রী৺ কালী ঠাকুরাণীর সম্মুখে আপন জিহ্বা ছুরিকাদ্বারা ছেদন-পূর্ব্বক বলিদান করিল তাহাতে রক্তনির্গত হইয়া ভূমিপর্য্যন্ত পতিত হইল এবং সে ব্যক্তি রক্তাক্তকলেবর হইয়া একেবারে মূর্চ্ছাপন্ন হইল। এ ব্যক্তির অসমসাহসি কর্ম্ম দেখিয়া ও শ্রবণ করিয়া যাঁহারা কনিষ্ঠাঙ্গুলির এক দেশ ছেদনপূর্ব্বক ভগবতীকে কিঞ্চিৎ রক্ত দর্শন করাইয়াছিলেন বা করাইবেন তাঁহারা অবাক হইয়াছেন ও হইবেন।

এই সম্বাদ এত বিলম্বে প্রকাশ করা গেল তাহার কারণ অগ্রে বিশ্বাস হয় নাই তৎপরে বিশেষানুসন্ধানে নিশ্চয় জানিয়া প্রকাশ করিলাম। সং চং

(১৬ জানুয়ারি ১৮১৯ । ৪ মাঘ ১২২৫)

বিবাহ।—আমরা শুনিয়াছি যে এই মাসের মধ্যে শ্রীযুত বাবু গোপাল মল্লিকের পুত্রের বিবাহ হইবেক তাহাতে যেমত২ আড়ম্বর শুনা যাইতেছে ইহাতে অনুভব হয় যে এমত বিবাহ কলিকাতায় কখন হয় নাই কিন্তু সম্পন্ন হইলে বুঝা যাইবেক। এবং তাহার বিশেষ২ বিবরণ ছাপান যাইবেক।

(৩০ জানুয়ারি ১৮১৯ । ১৮ মাঘ ১২২৫)

বিবাহ।—কএক দিবস হইল কলিকাতার মধ্যে এক বড় বিবাহ হইয়াছে তাহার বিষয় আমরা শুনিয়াছি যে সে অতিসমারোহ ও অনেক প্রকার রৌশনাই হইয়াছিল এবং কলিকাতাস্থ ও তাহার চতুর্দিকস্থ তামসিক লোকেরা দেখিয়া আপন২ মনোরথ পূর্ণ করিয়াছে। ও তাহাতে মজলিস নাচপ্রভৃতি অতিসুন্দর হইয়াছিল। ঐ বিবাহের পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল যে বরকর্ত্তার কোনহ অন্তরঙ্গ লোক পরামর্শ দিয়াছিলেন যে রৌশনাইপ্রভৃতিতে ব্যয় অল্প করা যায় এবং যে দুঃখি ব্রাহ্মণেরা অধিক ধনব্যতিবেকে বিবাহ করিতে পারে না ধনব্যয় করিয়া তাহারদের বিবাহ দিলে অতিভালো হয়। বরকর্ত্তা তাহা করিলেন না। যদি এই মত করিয়া আপন পুত্রের বিবাহ দিতেন তবে অতিসুন্দর হইত যেহেতুক অনেক লোকের উপকার হইত যাহারা বহু ধন ব্যতিরেকে বিবাহ করিতে পারে না তাহারদের এত ধনোপার্জন কোথা হয় এইপ্রযুক্ত অনেকের বিবাহ হয় না যদ্যপি কাহারো হয় তথাপি তাহারো অতিকষ্টে ভূম্যাদি বন্ধক দিয়া ঋণ দ্বারা বিবাহ নিষ্পন্ন হয় পরে ঐ ঋণদ্বারা অশেষ ক্লেশ হয়। যদ্যপি এমন দুই তিন শত লোককে ডাকিয়া তাহারদেব বিবাহ দেওয়া যাইত তবে এ দেশের অনেক উপকার হইত। যদি বরকর্ত্তা সুখ্যাতি চাহিতেন তবে এমত কর্ম্ম করিলে তাঁহার নাম ও ঐ বিবাহের নাম অক্ষয় হইত যেহেতুক রৌশনাইর গন্ধ যেমন আকাশে বিস্তরক্ষণ থাকে না তেমন লোকেরদের মনেও বিস্তরক্ষণ থাকে না যদি ঐমত দুঃখি ব্রাহ্মণেরদের বিবাহ দেওয়া যাইত তবে তাহারদের বংশ যাবৎ থাকিত তাবৎ ঐ কর্ম্মের সুগন্ধ থাকিত।

এই কথা লিখিবার পরে সমাচার পাওয়া গেল যে ঐ বিবাহে কলিকাতার ছোট অদালত জেলের কএদি অনেক দুঃখি লোকেরদিগকে আপন ধন দানদ্বারা মুক্ত করিয়াছেন এ অতি উত্তম কর্ম্ম এই কর্ম্মের ফল উত্তম ও বহু কালপর্য্যন্ত থাকিবে।

(৬ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯ । ২৫ মাঘ ১২২৫)

শ্রীযুত রামগোপাল মল্লিকের পুত্রের বিবাহ।—ঐ বিবাহেতে অনেক কাঙ্গালি লোক জমায়ত হইয়াছিল তাহারদের বিদায়ের সময়ে এক বাটীতে তাহারদিগকে পুরিতে দুই জন কাঙ্গালি মরিয়াছে আর এক জন আত্মঘাতী হইয়াছে।

(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮২০ । ১ ফাল্গুন ১২২৬)

বিবাহ।—গত শুক্রবার ৩০ মাঘ ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মল্লিক আপন পুত্রের বিবাহ যেরূপ দিয়াছেন এমন বিবাহ শহর কলিকাতায় কেহ কখনও দেন নাই। এই বিবাহে যেং রূপ সমারোহ হইয়াছে ইহাতে অনুমান হয় যে সাত আট লক্ষ টাকার ব্যয় ব্যতিরেকে এমত মহাঘটা হইতে পারে না। ইহার বিশেষ বিবরণ পরে ছাপান যাইবেক।

সন ১৮১২ সালে মোং দিল্লীতে এই প্রকার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মহ্লাররাও হোলকারের বকসী ভবানীশ্বররাও নামে এক জন মহারাষ্ট্রের বিবাহ হইয়াছিল তাহাতে এগার লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল সে বিবাহের অধ্যক্ষ প্রধানং ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবেরা ছিলেন। এই বিবাহও তাহাহইতে ন্যূন বড় নহে যেহেতুক সকল লোকেই এ বিবাহের প্রশংসা করিতেছে ও কহিতেছে যে এমন বিবাহ আমরা দেখি নাই।

(১০ নভেম্বর ১৮২১ । ২৬ কার্ত্তিক ১২২৮)

আশ্চর্য্য বিবাহ ॥—মোকাম বর্দ্ধমানের নিকট এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ আপন কন্যার বিবাহ দিতে এই পণ করিল যে যে ব্যক্তি চারি শত টাকা পণ দিয়া আরং খরচ করিতে পারিবেক তাহার সহিত এই কন্যার বিবাহ দিব ইহাতে যে অপারক হইবেক তাহার সহিত কথা কহিব না এই পণে কতক দিন গত হইলে কন্যা প্রায় ষোড়শবর্ষ বয়স্কা হইল কিন্তু তিনি তাহাতে পরপর পণের বাহুল্য ব্যতিরেকে ন্যূন করিতে স্বীকার করেন না সুতরাং কন্যারও বিবাহ হয় না। পরে তাহার গ্রামের তিন চারি ক্রোশ অন্তরবর্ত্তি এক সাম চাকুরিয়া ব্রাহ্মণের স্ত্রী বিয়োগ হইলে সে ব্যক্তি ঘটক আনাইয়া কহিল যে আমি বিবাহ করিব উপযুক্ত কন্যা একটী অন্বেষণ করিয়া শীঘ্র আমার বিবাহ দেও টাকা দিতে আমি কাতর নই। পরে ঘটক কহিলেন যদি চারি শত টাকা দিতে পার তবে অমুক গ্রামে অমুকের কন্যার সহিত বিবাহ হইতে পারে আর সে কন্যাও উপযুক্তা বটে। তাহাতে ঐ ব্রাহ্মণ ও ঘটক উভয়েই পরদিন প্রাতঃকালে সেই ব্রাহ্মণের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইল। এবং বিবাহের বিষয় পণাপণ স্থির হইয়া কন্যাকর্ত্তা কহিলেন আমি বর দেখিব তাহাতে পাত্র কহিল যে আমি বর এই দেখ। বর দেখিয়া তিনি তুষ্ট হইলে বর কহিলেন তোমার কন্যা কোথায় আমিও কন্যা দেখিব। পরে ব্রাহ্মণ কন্যা দেখাইলে ঐ কন্যা ও বর উভয় সন্দর্শনে সুতরাং উভয়ের মনোমিলন হইল। পরে কন্যাকর্ত্তা কহিলেন তোমরা অদ্য থাকহ রাত্রিতে আত্মীয় লোক ডাকাইয়া পত্রাদি করিব। ইহা কহিয়া তিনি কর্ম্মান্তরে গেলেন। বরপাত্র স্নানার্থ তাহার বাটীর খিড়কির পুষ্করিণীতে গেলেন। ইহা দেখিয়া কন্যাও ঐ ঘাটে গিয়া বরকে কহিল যে তুমি ওঘাটে চল আমি তোমাকে কিছু কথা কহিব তাহাতে সে ব্যক্তি ঐ বাক্যে অমৃতাভিষিক্ত হইয়া সেই ঘাটে গেল। এবং কন্যাও স্নানের ছলে সেখানে গিয়া তাহাকে কহিল যে আমি কন্যা কিন্তু নির্লজ্জ হইয়া কহিতে হইল ইহাতে

তুমি আমাকে বিরূপ ভাবিও না যেহেতুক আমার পিতার ধর্ম্মজ্ঞান নাই কেবল টাকা লইতে অতি তৎপর অতএব যদি তুমি পঁচিশ টাকা খরচ করিতে পার তবে গোপনে আমার মাসীর বাটীতে অদ্য রাত্রিতেই তোমার সহিত আমার বিবাহ হইতে পারে অতএব তুমি কোন ছল করিয়া উপবাসী থাক আমিও আপন মাসীর বাটীতে গিয়া বিবাহের উদ্যোগ করি। ইহা কহিয়া কন্যা সেখানে গেলে বর স্নান করিয়া আসিয়া ঘটককে কহিলেন তুমি শীঘ্র আমার বাটীহইতে ৫০ পঞ্চাশ টাকা আনিয়া দেহ অদ্যই আমার বিবাহ হইতে পারে। ঘটক টাকা আনিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। এখানে বর পীড়া ছল করিয়া বাহিরের ঘরে অভুক্ত শয়ন করিয়া থাকিলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে কন্যার নিকটহইতে এক স্ত্রী লোক আসিয়া বরের নিকটহইতে পঁচিশ টাকা লইয়া গেল। ঐ টাকা পাইয়া কন্যা আপন মাসীকে কহিল যে আমি এইরূপে বিবাহ করিতে বাসনা করিয়াছি ইহাতে তোমার পরামর্শ কি। তাহাতে তাহার মাসী মহাআনন্দিতা হইল যেহেতুক কন্যার পিতার এই দুষ্কর্ম্ম হেতুক সকল লোকই তাহার বিপক্ষ ছিল। পরে কন্যা পুরোহিত ও নাপিত ও চৌকিদার প্রভৃতিকে ডাকাইয়া যাহার যে পাওনা তাহাকে তাহার দ্বিগুণ২ দিয়া সকলকে বশ করিল। পরে শংখ বস্ত্র ও বৃদ্ধির সামগ্রী প্রভৃতি তাবৎ গুপ্তরূপে আয়োজন করিয়া ঐ রাত্রেই শুভ বিবাহ হইল। পরদিন প্রাতঃকালে কন্যা আপন স্বামীকে কহিল যে আমারদের বাটীতে গিয়া আমার পিতাকে প্রণাম কর যখন তিনি তোমার উপর ক্রোধ করিবেন তখন তাহার উত্তর আমি করিব তুমি কিছু কহিও না। প্রাতঃকালে কন্যাকর্ত্তা উঠিয়া তামাকু খাইতেছেন এমন সময়ে ঐ ব্রাহ্মণ নূতন বস্ত্র পরিধান ও হাতে সূতা বান্ধা ও দর্পণ শুদ্ধা গিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। তাহাকে দেখিয়া কন্যাকর্ত্তা কহিলেন তুমি কে। সে কহিল আমি মহাশয়ের জামাতা গত রাত্রিতে তোমার কন্যার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল ওরে বেটা চোর তুই কাহার কন্যা কাহার হুকুমে বিবাহ করিলি কেহ এখানে আছ হে এই জুয়াচোর বেটাকে বান্ধ এখনি ইহাকে থানায় দিতে হইবেক এবেটা হারামজাদা লোকের জাতি মজাইতে আসিয়াছে এইরূপ কটূ কহিতেছে এমত সময়ে ঐ কন্যা আসিয়া কহিল যে শুন পিতা আমি বিবাহ করিয়াছি উহাকে অনুযোগ করা অনুচিত। কন্যার এই কথা শুনিয়া তাহাকেও যথেষ্ট কটূ কহিতে লাগিল। তাহাতে কন্যা কহিল যে শুন যদি আমি অকুলে কিম্বা অজাতিতে বিবাহ করিতাম তবে তুমি অনুযোগ করিতে পারিতা কিন্তু দিবসে তুমি এই পাত্রের সহিত পণাপণ ও জাতিকুল সকল স্থির করিয়াছিলা কেবল টাকা লইতে বাকী ইহাতে আমি বিবাহ করিয়াছি মহাশয় আর ক্রোধ করিবেন না ক্ষান্ত হউন প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ যাহা হবার তাহা হইয়াছে এখন আর অনুযোগ করিলে কি হইবে। তাহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষান্ত না হইয়া গ্রামের থানাতে নালিশ করিলে থানাদার কতক বৃত্তান্ত পূর্ব্বে জ্ঞাত হইয়াছিল তথাচ তাহার অনুরোধে এক জন পেয়াদা দিল। পেয়াদা বাটীতে আইলে কন্যা কহিল শুন পেয়াদা পিতা জাতিকুল স্থির করিয়া সম্বন্ধ করিয়াছেন আমি বিবাহ করিয়াছি ইহাতে দারোগার কোনো এলেকা নাই তবে তুমি পেয়াদা আসিয়াছ এক টাকা রোজ লইয়া গিয়া দারোগাকে এই সকল বৃত্তান্ত কহ।

পেয়াদা গেলে পর কন্যা আপন স্বামীকে কহিল যে তোমাকে দেখিলেই পিতার রাগ বৃদ্ধি হয় অতএব তুমি বাটী যাও যদি পোনের দিনের মধ্যে তোমাকে আদরপূর্ব্বক পিতা আনেন তবে এক শত টাকা এহাকে দিবা কিন্তু যদি না আনেন তবে ষোল দিনের প্রাতঃকালে ডুলি পাঠাইবা আমি যাইব। এইরূপ কহিয়া তাহাকে বিদায় করিল। পরে ব্রাহ্মণ আর২ স্থানে ও ভদ্রলোকের নিকট অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু কেহই তাহার পক্ষ হইল না। তাহাতে ব্রাহ্মণ নিরূপায় দেখিয়া ভাবিল যদি জামাই না আনি তবে কিছু পাই না। সুতরাং চৌদ্দ দিবসের প্রাতঃকালে জামাই আনিতে গেলেন। জামাই শ্বশুরকে দেখিয়া মহাসমাদরপূর্ব্বক এক শত টাকা শুদ্ধা শ্বশুর বাটীতে গিয়া শ্বশুরকে ঐ টাকা দিয়া আপন স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া বাটী আনিল। এমত আশ্চর্য্য বিবাহ কখনও প্রায় শুনা যায় নাই।

(১ মে ১৮২৪ । ২০ বৈশাখ ১২৩১)

বিবাহ নির্ব্বাহ।—পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে যে কাশীপুর মোকামের শ্রীযুত বাবু রামনারায়ণ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রের শুভ বিবাহ ৩ বৈশাখ বুধবার হইবেক কিন্তু এক্ষণে শুনা গেল যে সে বিবাহ ৯ বৈশাখ মঙ্গলবারে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্রীর সহিত সভাবাজারের মহারাজের পুরাতন বাটীতে হইয়াছে। কাশীপুরে বিবাহের পূর্ব্বে পাঁচ দিবস মজলিস হইয়াছিল তাহার প্রথম তিন দিবস কেবল ইঙ্গরাজের মজলিস হইয়াছিল ঐ মজলিসে শহরস্থ অনেক ভাগ্যবান সাহেব লোক ও বিবি লোক আগমন করিয়াছিলেন এবং শহরস্থ তাবৎ নর্ত্তক নর্ত্তকী আসিয়াছিল তাহারদিগের নৃত্য ও গীত দর্শন শ্রবণ করিয়া সকলে তুষ্ট হইয়াছেন এবং বাবুর শিষ্টতা সভ্যতাতে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধিত হইয়া সকলে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। শেষ দুই দিবস বাঙ্গালি মজলিস হইয়াছিল তাহাতে শহরস্থ অনেক২ ভাগ্যবান লোক ও দেশ বিদেশস্থ নিমন্ত্রিত ঘটক কুলীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-প্রভৃতির আগমন হইয়াছিল ঐ দুই রাত্রিতে উত্তমরূপ নাচ গানেতে অতিশয় আমোদ হইয়াছিল বিদেশস্থেরদিগের এমত সুন্দর বাসা ও সিধার পারিপাট্য করিয়া দিয়াছিলেন যে তাহারা নিবাসাপেক্ষা সুখ বোধ করিয়াছিলেন। শহরস্থ ও চিতপুর ও কাশীপুর ও বরাহনগরের দলস্থ তাবৎ ব্রাহ্মণের বাটীতে বস্ত্রালঙ্কার ও শংখ তৈল হরিদ্রাদি পাঠাইয়া দিয়াছেন। আরো শুনা গেল যে নয় দণ্ড রাত্রির পর লগ্ন স্থির হইয়া সন্ধ্যা সময়ে বর ও বরযাত্র যাত্রা করিলে কৃত্রিম পাহাড় কৌটা বাগান নৌকাপ্রভৃতি নানাবিধ ছবি সঙ্গে গিয়াছিল ও ইস্তক কাশীপুর লাগাদ মহারাজের বাটী আন্দাজ দুই ক্রোশ পথ সমান রোশনাই হইয়াছিল। কিন্তু যখন মহারাজের বাটীর মধ্যে সকল লোক প্রবিষ্ট হইল তখন নীচে উপরে স্থানে২ এমত বিছানা ও রোশনাই ও মজলিস হইয়াছিল যে তাহা দেখিয়া অনেকে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। এবং মহারাজের বংশেরদিগের ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য বিদ্যা বিনয়াদি গুণে সমাগত তাবৎ লোক তৃপ্ত হইয়াছেন। ও নিরূপিত লগ্নে নির্বিঘ্নে শুভবিবাহ নির্ব্বাহ হইল। সভাতে কুলজ্ঞের কুলজ্ঞতার চন্দন ব্যবস্থাদি জন্য কোলাহল ধ্বনি ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্বস্বাধীত শাস্ত্র প্রসঙ্গ কোলাহল

ধ্বনিতে উদ্বেলমিবসাগরং। পরে সমাগত বরযাত্র কন্যাযাত্র মহাশয়েরদিগকে বাক্যামৃত-দানে ও নানাবিধ জলপানীয় ভোজনে পরমাপ্যায়িত করিলেন। পর দিবস বৈকালে পূর্ব্বমত সমারোহপূর্ব্বক কাশীপুরের বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন ঘটক কুলীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায়ের বিষয় বিশেষ জানা যায় নাই অনুমান হয় যে তাহাও উত্তমরূপ হইয়া সুখ্যাতি হইবেক।

(২৯ এপ্রিল ১৮২৬। ১৮ বৈশাখ ১২৩৩)

বিবাহ।—মোং বড়বাজার নিবাসি শ্রীযুত বাবু জগন্মোহন মল্লিক মহাশয়ের পুত্রের বিবাহ গত বুধবার তারিখে হইয়াছে তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত বাহুল্যপ্রযুক্ত প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলাম নাচ গান দানপ্রভৃতি বাহুল্যরূপে হইয়াছিল।

(২৭ মে ১৮২৬। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩)

বিবাহ॥—১১ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার শহর শ্রীরামপুর নিবাসি শ্রীযুত বাবু রাঘবরাম গোস্বামির দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুত বাবু রাজমোহন গোস্বামির বিবাহ হইয়াছে। বাবু রঘুরাম গোস্বামি মহাশয় তদুপলক্ষে সামাজিক ব্রাহ্মণেরদিগকে বস্ত্রাভরণদ্বারা সমাদৃত করিয়াছেন এবং নানা দিগ্‌দেশাদাগত স্বশ্রেণী ঘটক কুলীনেরদিগকেও যথোপযুক্ত বিদায় দিয়াছেন তাহাতে কোনপ্রকারে ত্রুটি হয় নাই। বিবাহের রাত্রিতে বরের সমভিব্যাহারে কৃত্রিম পর্ব্বত ও ময়ুরপংক্ষী এবং তদঙ্গীভূত আশা শোটাপ্রভৃতি নানাপ্রকার সজ্জা গিয়াছিল ও অনেক লোকের সমারোহও হইয়াছিল। পথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীক্রমে উত্তম রোশনাই ও মধ্যে২ অগ্নিক্রীড়া অর্থাৎ নানাবিধ বাজি হইয়াছিল। কলিকাতা শহরে বাজী পোড়াইতে হুকুম নাই যদি তাহা থাকিত তবে ঐ নগরস্থ ধনি লোকেরা বিবাহোপলক্ষে ঈর্ষা করিয়া বাজী পোড়াইতে ত্রুটি করিতেন না অর্থাৎ আড়াআড়িতে কলিকাতা নগরের অধিক ভাগ পুড়িত। আমারদের শ্রীরামপুর উত্তম স্থান এখানে কোন লেঠা নাই এবং এই বিবাহেতে যেমন স্থান তদুপযুক্ত বাজী হইয়াছে। তৎপর দিবস প্রাতঃকালে দশ ঘণ্টার সময় বর অতি সমারোহপূর্ব্বক নিজ বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন তাহার বিশেষ লিখনের প্রয়োজনাভাব যেহেতুক বিবাহের রাত্রির সমারোহের অনুসারে সকলেই অনুমান করিতে পারিবেন।

(২৭ মে ১৮২৬। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩)

মৈথিলির বিবাহ।—মিথিলাদেশে আষাঢ় মাসে বৎসর আরম্ভ হয় ঐ মাসে চন্দ্রসূর্য্যাদি নক্ষত্রে বিবাহের লক্ষণ হইলে তাহাকে শুদ্ধা বলে তদ্দেশে শুরাট নামে এক গ্রাম আছে যাহার২ বিবাহ দেওন বা করণ প্রয়োজন হয় তাহারা ঐ শুদ্ধাতে ঐ গ্রামে যায় এমতে ঐ স্থানে বৎসর২ এক বড় মেলা হইয়া থাকে ইহাতে প্রায় দেশের তাবৎ ব্রাহ্মণের আগমন হয় কেহবা পুত্রের বিবাহার্থী কেহবা কন্যার বিবাহার্থী কেহবা তামাসা দেখিতে আইসেন ইহাতে কন্যাপর্য্যন্ত পঞ্চাশ হাজার লোক একত্র হইয়া প্রায় এক মাস তথায় বাস করে।

ইহারদিগের বিবাহের সম্বন্ধের নিয়ম বা তদ্বিষয়ক কোন প্রসঙ্গ অন্য প্রকারে হয় না। ঐ স্থানে ভাট যাহাকে পাঁজিয়ারা কহে তদ্দারা তৎপণাপণ কোটি দিন ও লগ্ন ইত্যাদি নির্দ্ধার্য্য হয় আর যত দিন অবধারিত না হয় তত দিন উভয় পক্ষ ঐ স্থানে বাস করে বিবাহের কাল উপস্থিত হইলে বরপাত্র যেমত বড় বা ক্ষুদ্র লোক হউক সমারোহের ন্যূনাতিরিক্ত নাই তাহার সহিত একটী চাকরমাত্র যায় তাহাকে খাওয়াস কহে বরের ভূষণ এক ধূতি সাদা পাগড়ি আর একখানি দোপাটামাত্র আর বিবাহের সজ্জা জলের থালি একটী আর পানবাট্টা এক যোড়া বরযাত্র খাওয়াস-মাত্র বিবাহেতে বরের খরচ কেবল দুই বা চারি পয়শার সিন্দুর আর গুবাক এ তাবৎ দ্রব্যের বাহক ঐ খাওয়াস অথবা বরযাত্র হইয়া থাকে।

বর আপন বাটীহইতে কন্যার বাটীতে এমত সময়ে যাত্রা করেন যে এক প্রহর বা সার্দ্ধ প্রহর দিন থাকিতে তদ্‌গ্রামের প্রান্তে পঁহুছিতে পারেন তথায় উপস্থিত হইয়া কোন প্রকারে আপন শুভাগমনের সংবাদ কন্যার বাটীতে পাঠাইয়া আর পূর্ব্বোক্ত উত্তীর্ণ দোপাটা মস্তকোপরি নিঃক্ষেপপূর্ব্বক নবকুলবধূর ন্যায় ঘোম্‌টা দিয়া গ্রামের ভিতর অতি ধীরে২ প্রবিষ্ট হয়েন ও পিপীলিকার ন্যায় চরণ নিঃক্ষেপ করেন বর এমত আস্তে চলেন যে তাঁহার পদনিঃক্ষেপ বোধ হয় না অর্থাৎ এমত ধীরে চলে যে দুই প্রহর কালে প্রায় ২০০।৩০০ হাত গমন করিতে পারেন ইহাতে যদি দ্রুত চলে তবে কন্যার দেশের লোক নিন্দা করে ও অসভ্য মূর্খ কহে কিন্তু যত ধীরে চলেন ততই প্রশংসা এই প্রশংসেচ্ছুক হইয়া কতবার দোপাট্টাদ্বারা দৃষ্টির অবরোধ থাকাতে পাদনিঃসৃত হইয়া মৃত্তিকাতে পতিত হয়েন। কন্যার বাটীতে বিবাহের বেদী প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহাতে আলিপনাপ্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্যের অবস্থান করে বরজী আসনোপবিষ্ট হইলে কতকগুলিন মুচি বাদ্যকর আসিয়া বাদ্য করে তাহারদিগকে এক প্রকার পণ্ডিত বলা যায় কারণ তাহারা নান্দী পাঠ করে অর্থাৎ নানাবিধ নাটক গ্রন্থ পড়ে ও বর কন্যার বংশের উপাখ্যান বর্ণনা করে সেখানে অন্য কোন পুরুষ যাইতে বা থাকিতে পায় না কেবল কন্যাকর্ত্তা মাত্র তেঁহ অত্যল্প বাচনিক মন্ত্রদ্বারা কন্যা সংপ্রদান করিয়া স্থানান্তরে যান স্ত্রী লোকেরা আসিয়া বাদ্য গীত করত বর কন্যাকে বাসর ঘরে লইয়া যায় তাহারা যে ঘরকে কোবর কহে তথাতে স্ত্রী লোকেরা ধূনা জালায় পর দিন গ্রামস্থ আত্মীয় স্বজন ব্যক্তিরা বরকে কুতূহল স্থলে দেখিতে আইসেন আর যৌতুক দানের পরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎ ধূনা জালাইয়া সম্মুখে এক প্রকার আরতি করে কেহবা পান সুপারি দেয় স্ত্রী লোকেরা হরগৌরীর বিবাহের প্রসঙ্গ বিষয়ক ভরকুননামক গীত গায় ও বাদ্য বাজায় এ প্রকারে বর কুতূহল গৃহে ৭।৯।২১ বা ২৭ দিন বাস করিয়া আপনি পদব্রজে আর স্ত্রীকে এক ডুলিতে করিয়া নিজালয়ে গমন করেন।

(২১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ১০ ফাল্গুন ১২৩০)

চূড়াকরণ।—নবদ্বীপাধিপতি শ্রীলশ্রীযুত গিরীশচন্দ্র রায় বহাদরের পোষ্য পুত্র শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র রায়ের শুভ চূড়াকরণ ২৪ মাঘ ৫ ফেব্রুআরি বৃহস্পতিবার হইয়াছে এই কর্ম্মেতে

নানা দিগেদশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিয়া যথোপযুক্ত সম্মানপূর্ব্বক বিদায় করিয়াছেন তাহাতে কিছু ত্রুটি হয় নাই আরো শুনা গেল যে ইহাতে চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।

(১ জুলাই ১৮২৬। ১৮ আষাঢ় ১২৩৩)

...শবদাহবিষয়ে চন্দ্রিকা ও আর২ বাঙ্গলা কাগজে এত পত্র প্রকাশ হইয়াছে যে তদ্বিষয়ে ক্লেশের বর্ণনা বা তন্নিবারণার্থে কোন উপায় দেখান প্রায় বাকী নাই কিন্তু সকলের মৃত্যু এককালে হয় না প্রতিদিন কেহ না কেহ মরে যে মরে তাহারি পরিবার বা যে ঐ শব লইয়া দাহ করিতে যায় তাহারা তত্তৎকালে ক্লেশের বিবেচনা করে কিন্তু পরে বিস্মৃত হইয়া থাকে এই প্রকারে এ শহরবাসি হিন্দুলোক সকলেই এক২ বার দায়গ্রস্ত হইয়া থাকেন ও হইতেছেন বা হইবেন বিশেষতো যাঁহারা বর্ষাকালে মরেন তাঁহারদিগের পরিবারেরা বিশেষরূপে ক্লেশ বোধ করিতে পারেন এ শহরে হিন্দু লোক দুই লক্ষ হইতে পারে প্রতি মাসে আন্দাজ তিন শত লোক মরিয়া থাকে কাশি মিত্রের ঘাটে গড়ে ১০ দশ জনের দাহ হয় কোন২ সময়ে প্রতিদিন ২০ কুড়ি ২৫ পঁচিশ জন মরে আর ওলাউঠা হইলে ইহার দ্বিগুণ ত্রিগুণ চতুর্গুণ মরিয়া থাকে শবদাহ স্থানের পরিমাণ আন্দাজ লম্বা ৪০ হাত চৌড়া ১৬ হাত জোয়ার হইলে ইহারো অল্পতা হয় গঙ্গার জল বৃদ্ধি হইতেছে কিছু দিনের মধ্যে ইহাও জলমগ্ন হইবে ভাটা না পড়িলে দাহকর্ম্ম হইবেক না জোয়ার কালে মৃত শরীর আসিয়া জমা হইবেক ভাটার অপেক্ষায় সে স্থলে অনাবৃত স্থানে কেহ ৬ কেহ বা ১২।১৮ ঘড়ী বসিয়া থাকিবে ভাটা পড়িলে উন্নত বড় ধনি মরারা ঐ অল্প স্থানে রাজা হইবেন অর্থাৎ তাঁহারা অগ্রেই স্থান পাইবেন অভাগায় অভাগারা অপেক্ষা করিবেক।

যে বাটীর কেহ মরে তাহার পূর্ব্বে তৎপরিবারেরা তাহার সেবার্থে রাত্রি জাগরণ ও মনোদুঃখেতে মহাক্লিষ্ট হইয়া থাকে মরিলে যাঁহারা কখন পদব্রজে চলেন না তাঁহারা ঐ শবস্কন্ধে করিয়া এক বা দুই ক্রোশ বহন করিয়া মিত্রজার ঘাটে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত মতে বাস করেন কোন২ লোক ঐ ক্লেশ পায় না কারণ তাহারা ক্লেশ লয় না পিতা কিম্বা মাতা মরিলে দাহ করিতে হয় কোন প্রকারে দাহ করায় তাহার নিমিত্তে তাহারদিগের লোক আছে তাহারদিগের প্রতি এ উক্তি নহে কিন্তু সর্ব্বদেশে সকল জাতি আপন২ মধ্যে কেহ মরিলে তাঁহার শব শেষ করণার্থে সঙ্গে যায় এমত প্রথা আছে।

ভাগ্যবান্ লোকের অনেক বিষয়ে ক্লেশ হয় না ধনসত্বে নানা উপায় আছে কিন্তু ধনী কত আর ধনহীন বা কত ইহার বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যাহা হউক এ বিষয় সকলেরি নিশ্চিত আছে এনিমিত্ত অন্যান্য দেশে রাজকর্তৃক নিশ্চিত বা তদ্দত্ত স্থান নিরূপিত হইয়া থাকে কারণ এবিষয় সাধারণ রাজা মর্ত্ত্যলোকে ভগবানের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ হইয়া প্রজাদিগের প্রতিপালন করেন তেঁহ জীবদ্দশায় রক্ষা করেন অন্তকালে ব্যবহারানুসারে প্রজারদিগের শব বিষয়ে নিয়ম প্রতিপালন করান যেখানে রাজাহইতে এবিষয় নির্ব্বাহ না হয় তবে তত্তদ্দেশের ধনি লোক অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার নির্ব্বাহ করে এই শহরে রাজদত্ত

কৃষ্টিয়ানেরদিগের নিমিত্ত বরিয়েল প্লেস আছে মুসলমানেরদিগের কেশেবাগান ও মানিকতলা নিশ্চিত আছে আরমানিরদিগের আরমানি গোরস্থান তত্তজ্জাতির ব্যয়ে ক্রীতা ভূমি আছে এসকল স্থানের পরিমাণ বড় কিন্তু লোকসংখ্যা অত্যল্প হিন্দুরদিগের শব যদ্যপি ভস্ম করিয়া থাকে আর এতো অধিক স্থানে প্রয়োজন নাই কিন্তু ক্ষুদ্র মৃত্তিকাতে অর্পণ করিতে ও দুই লক্ষ লোকের মরা দাহ করিতে দুই বিঘা স্থানের প্রয়োজন বটে।

আমরা জানি না যে এবিষয়ে রাজসরকারে নিয়মিতরূপে দরখাস্ত অদ্যাপি হইয়াছে কি না যদি না হইয়া থাকে তবে প্রার্থনা পত্র দিলে ইহার উপায় হইতে পারে নতুবা অন্য প্রকার চেষ্টা উচিত এ শহরে প্রায় ষাটি হাজার বাটী আছে ইহার দুইভাগ হিন্দু হইবেক ইহারা বৎসরে যে টেক্স দেন তাহার চতুরাংশের একাংশ এক বৎসরের নিমিত্ত মাজিস্ত্রেট বা লাটিরি কমিটি সাহেবেরদিগকে দেন কিম্বা সকল যোত্রাপন্ন হিন্দুরা চাঁদা করিয়া অর্থ সঙ্গতি করেন কিম্বা যত লোক মরে বা যত শব কলিকাতার ঘাটে জ্বালায় তাহার উপর নিশ্চিত কর স্থাপন করিয়া তদুৎপন্ন অর্থ সংগ্রহ করিয়া গঙ্গাতীরে রাস্তার ধারে জলের ভিতর ভিত্তি উঠাইয়া তিন দিগে দেওয়াল দেওয়াইয়া দুইটি চত্বর নির্ম্মিত করা যায় তাহাতে পশ্চিম দিগ খোলা থাকে পোতা মৃত্তিকাতে ভরাট হয় তাহাতে ঐ শবদাহ কার্য্য হয়।

যদি পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ এ বিষয়ে পৌষ্টিকতা করেন তবে ইহার নক্সা ও ব্যয়ের সংখ্যা ইত্যাদি আমারদিগের নিকট প্রস্তুত আছে প্রকাশ করিব। কেষাঞ্চিদদ্যোগিনাং। সং চং

(২৪ অক্টোবর ১৮১৮। ৯ কার্ত্তিক ১২২৫)

গোপীমোহন বাবুর শ্রাদ্ধ।—সন ১২২৫ শালে ১১ আশ্বিন শনিবার এই শ্রাদ্ধে তাহার পুত্রেরা অনেক দান করিয়াছেন ছয় স্বর্ণ ষোড়শ ও ছেয়ানব্বই রূপার ষোড়শ ও এক আটচালা পরিপূর্ণ পিত্তলের বাসন উৎসর্গ করিয়াছেন আর এক পাকা বাড়ি মায়সরঞ্জাম ও এক গৃহস্থের সম্বৎসরের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য শুদ্ধা দান করিয়াছেন। এবং মহাদানে এক হাতি ও ঘোড়া ও পালকী ও নৌকা প্রভৃতি অনেক দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অনেকে নিমন্ত্রণপত্র ও সিধা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার প্রধান বিদায় এক শত টাকা ও এক রূপার ঘড়া দিয়াছেন এবং কাঙ্গালি ও অনাহুত লোক সকলে অনুমান দুই লক্ষ হইবেক এক শত ছয়টা বাড়ি পূর্ণ হইয়াছিল তাহারদের প্রত্যেক জনকে আপনারা থাকিয়া আট আনা করিয়া দিয়াছেন তাহাতে কেহ বঞ্চিৎ হয় নাই এত সমারোহেতে যে কেহ বঞ্চিৎ না হইয়া সকলেই পাইয়াছে ইহাতে করিয়া যথেষ্ট সুখ্যাতি হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধে অনুমান সর্ব্বশুদ্ধা তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

(১৫ জুলাই ১৮২০। ১ শ্রাবণ ১২২৭)

শ্রাদ্ধ।—কলিকাতার শ্রীযুত মহারাজ গোপীমোহন দেবের মাতৃ শ্রাদ্ধ ২৮ আষাঢ় সোমবার হইয়াছে তাহাতে যেমত বিধিবোধিতরূপ অকৃত্রিম সমস্ত সামগ্রী সমবধান সমারোহ

পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে এমত অন্যত্র সম্ভব প্রায় হয় না। পূর্ব্বে নানা দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদের নিমন্ত্রণ পত্র লোকদ্বারা ও অতিদূর দেশে ডাকদ্বারা প্রেরণ করাইয়াছিলেন তাহাতে এত দূর দেশে নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছেন যে তাহারা অদ্যাপি আসিয়া পঁহুছিতে পারেন নাই। এবং দেশ দেশান্তরীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ভাগ্যবন্ত লোক পঁহুছিলে মনোহর বাসা ও উত্তম খাদ্য সামগ্রী এমত দিয়াছেন যে তাঁহারা মাসাবধি থাকিলেও তাহার শেষ করিতে পারেন না। এবং তাবৎ সামাজিকেরদের সিধা উপযুক্ত মত দিয়াছেন।

সভার সৌষ্ঠব অত্যাশ্চর্য্য পূর্ব্ব ভাগে উপরে নানা দেশীয় নিমন্ত্রিত সচ্ছাত্র অধ্যাপকগণ এবং উত্তর ভাগে নানা দেশীয় বিষয়ী ভাগ্যবন্ত ব্রাহ্মণগণ। পশ্চিম ভাগে উপরে সামাজিক তাবৎ ব্রাহ্মণবর্গ নীচে পশ্চিম ভাগে তাবৎ ভাগ্যবন্ত বিশিষ্ট শূদ্রসমূহ। সভার মধ্য ভাগে সুবর্ণময় দান সাগরের সামিগ্রী। তাহার উত্তরে রাশীকৃত রূপ্যময় গাড়ু। ঈশান কোণে পিত্তলের এক রাশি গাড়ু। দান সাগরের দক্ষিণে রাশীকৃত রূপার ঘড়া ও অগ্নিকোণে পিত্তলের ঘড়া এক রাশি সভার পূর্ব্ব ভাগে রূপার খট্টা ১৭ খান তাহার আসনাদি সমুদয় শাঠীন বস্ত্রেতে সোনা রূপার বুটা ও ঝালর দেওয়া। তাহার পূর্ব্ব ভাগে সবৎসা ও সদুগ্ধা ষোড়শ ধেনু। এই রূপ সভা হইয়া ষোড়শ দানীয় দ্রব্য প্রত্যেকে উৎসর্গ করিয়া প্রত্যেক দানের দক্ষিণা এক২ সুবর্ণ মুদ্রা সমেত সাক্ষাৎকারে অপূর্ব্ব বেদাধ্যায়ি পশ্চিম দেশস্থ ব্রাহ্মণ হস্তে দান করিয়াছেন। পরে উত্তম যোল যোড়া শাল ও তুই বাস্তা উৎকৃষ্ট বনাৎ ও নগৎ দশ হাজার টাকা রূপার থালে করিয়া উৎসর্গ করিয়াছেন এবং বিলক্ষণা দান কারণ দ্বিজদম্পতী পশ্চিম দেশহইতে আনাইয়া তুই হাজার টাকার অলঙ্কার ও বস্ত্রেতে ভূষিত করিয়া অপূর্ব্ব শয্যাদি ও দক্ষিণা স্বর্ণ মোহর দিয়াছেন। পরে সুন্দর সুসজ্জ ঘোটক ও বৃহৎ হস্তী ও বজরা ও উৎকৃষ্ট ঘোটকদ্বয়যুক্ত গাড়ী ও উত্তম মহাপা প্রভৃতি উৎসর্গ করিয়া সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণগণকে আরোহণ করাইয়াছেন।

এবং রবাহূত ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালিপ্রভৃতি অনুমান এক লক্ষ আসিয়াছিল তাহারদিগকে যথাযোগ্য দানদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদের বিদায়ের যে হার করিয়াছেন শুনা যাইতেছে সেও উত্তম বিবেচনাপূর্ব্বক হইয়াছে। আর২ বিষয় লিখিতে হইলে অতিবাহুল্য হয় তৎপ্রযুক্ত স্থূল২ বিবরণমাত্র সকলকে জানাইবার কারণ লিখা গেল।

(২১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ১০ ফাল্গুন ১২৩০)

শ্রাদ্ধ।—১১ ফেব্রুআরি ৩০ মাঘ বুধবার মোং পানিহাটীনিবাসি দেওয়ান ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদ্য শ্রাদ্ধ হইয়াছে তাহাতে এক রূপ্যময় দানসাগর ও তদুপযুক্ত আর২ দ্রব্য সকল অকৃত্রিম হইয়াছিল। এবং ব্রাহ্মণ ভোজন ও কাঙ্গালি বিদায়াদি অতিসুন্দর মত হইয়াছে। এবং শুনা যাইতেছে যে এই কর্ম্মে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।

(১৪ জুলাই ১৮২১। ৩২ আষাঢ় ১২২৮)

একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ।—শ্রীরামপুরের শ্রীযুত বাবু রাঘবরাম গোস্বামির ৺ পিতার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ২৯ আষাঢ় বুধবার হইয়াছে সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধে এই রূপ ব্যয় বাহুল্য প্রায় অন্যত্র দেখা যায় না। নবদ্বীপ অবধি এতদ্দেশ সাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাগম হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ ভোজনের পরিপাটী অতিশয়।

(২৩ আগষ্ট ১৮২৩। ৮ ভাদ্র ১২৩০)

শ্রাদ্ধ॥—৩২ শ্রাবণ শুক্রবার শ্রীরামপুরের রামচন্দ্র দের শ্রাদ্ধ হইয়াছে তাহাতে রূপার দানসাগর ও কাঙ্গালি বিদায় প্রভৃতি কর্ম্মেতে সুখ্যাতি হইয়াছে ইহাতে ক্রটি হয় নাই।

(৪ অক্টোবর ১৮২৩। ১৯ আশ্বিন ১২৩০)

শ্রাদ্ধ॥—১১ আশ্বিন ২৬ সেপ্তম্বর শুক্রবার মোং শ্রীরামপুরের শ্রীযুত বাবু রাঘবরাম গোস্বামির মাতৃশ্রাদ্ধ হইয়াছে তাহাতে রজতময় দানসাগরদ্বয় হইয়াছিল তাহার প্রত্যেক দ্রব্য উত্তম ও উপাদেয় তদ্ব্যতিরিক্ত রাশীকৃত পিত্তলময় ঘড়া ও গাড়ু ও থাল ও বহুগুণা প্রভৃতি এবং শাল ও বনাতের প্রাচুয্য ও বস্ত্র সকলি গরদ এবং হস্তী ও ঘোটক ও নৌকা ও পালকী দান করিয়া পাত্রসাৎ করিয়াছেন। এবং নানাস্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল তাহারদের বিবেচনাপুরঃসর সন্তুষ্টিপূর্ব্বক বিদায় করিয়াছেন এবং অনাহূত ও রবাহূত ও ভাট ও রাঘব প্রভৃতি যজ্ঞোপবীতধারী ও ফকীর ও বৈষ্ণব যত আসিয়াছিল তাহারদের সকলেরি উপযুক্ত বিদায় করিয়াছেন তাহাতে কেহই বঞ্চিত হয় নাই এবং ব্রাহ্মণ ভোজন ও কাঙ্গালিবিদায় ও আর২ ক্রিয়া সুন্দররূপ সমাপ্ত করিয়াছেন। ইহার প্রত্যেক বিবরণ লিখিতে হইলে পত্র বাহুল্য হয়।

(২ জুলাই ১৮২৫। ২০ আষাঢ় ১২৩২)

আদ্যশ্রাদ্ধ।—গত বৃহস্পতিবার মৃত মহারাজ রামচন্দ্র রায় বহাদরের পুত্র শ্রীযুত মহারাজ রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর স্থিরভাবে বিনয়ান্বিত হইয়া যথোপযুক্ত ব্যয়পূর্ব্বক আপন পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছেন এবং অনেক কাঙ্গালি বিদায়ও হইয়াছে তাহার বিশেষ জানিলে বিস্তারিত প্রকাশ করা যাইবেক। যাহা হউক জনরবদ্বারা এক্ষণে আমারদের এই প্রকাশ করা আবশ্যক হইয়াছে যে ঐ দিবস কোন নিমন্ত্রিত গোস্বামির নামে নয় শত টাকার ওয়ারেণ হওয়াতে তিনি পথিমধ্যে সরিপের পেয়াদাকর্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ টাকা দিয়া মুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে বিস্তর পুরুষত্ব ও ধার্ম্মিকত্ব প্রকাশ হইয়াছে এ কীর্ত্তি চিরস্মরণীয়া থাকুক কিন্তু এ শ্রাদ্ধ অত্যন্ত খেদের বিষয় হইয়াছে যেহেতুক মৃত রাজার মাতা ও পিতামহী বর্ত্তমানা আছেন